সাহেবদিগের হজুরে করিতে চাহে তাহারদিগের জ্ঞাতসারের কারণ এবং ঐ আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমাসকলের আপীলের আরজী লইবার ও তাহা ঐ হজুরে চালান করিবার মত স্থৈর্য্যের জন্যে কিছু দাঁড়ার নির্দ্ধার্য্য হয় অতএব শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ঐ বাদশাহের হজুরের যে ফরমানের অনুসারে সুপ্রিমকোর্ট বসিয়াছে সেই ফরমানের মর্ম্মদৃষ্টে এবং সুপ্রিমকোর্টের জজসাহেবেরা আপনারদিগের কৃত বিচার মোকদ্দমার আপীল ঐ হজুরে হইবার ও আপনারদিগের কোর্টের কার্য্য চলিবার কারণ যে ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়া ঐ হজুরে মঞ্জুর করাইয়াছেন তাহা আলোচনে ঐ বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সলী সাহেবদিগের হজুরে মোকদ্দমার আপীল হইবার দাঁড়া ও উপায় নির্ণয় হইল জানিবেন যে এ নির্ণীত দাঁড়া ও উপায়মতে কার্য্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ২৮ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ২৮ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ১৩ রজবহইতে হইবেক এবং এ নির্ণীত দাঁড়া ও উপায়কে যাবৎ ঐ বাদশাহের হজুরে বিহিত জ্ঞান থাকে তাবৎ সাব্যস্ত ও বহাল রহিবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজের বাদশাহের হজুরে আপীল করিবার আরজী গুজরাইবার মিয়াদের কথা।

ঐ বাদশাহের হজুরে আপীলের যোগ্য মোকদ্দমার সংখ্যার কথা।

যাহারা সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাসকলের আপীল শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহ তৃতীয় জর্জের বাদশাহী ২১ সন জলুসের আক্তপার্লিমেণ্টের ৭০ বাবের ২১ দফার লিখিত বিধানক্রমে ঐ বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সলী সাহেবদিগের হজুরে করিতে চাহে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী হইলে পর তথায় ছয় মাসের মধ্যে আপনি কিম্বা ঐ আদালতের চিহ্নিত উকীল জনেককে এখ্তিয়ারনামা দিয়া তাহার দ্বারা আপীলের আরজী দেয়। ও এ হুকুমমতে কার্য্য করিলে পর যদি সে মোকদ্দমা নীচের লিখিত হিসাবে তহখরচাছাড়া পাঁচ হাজার পৌণ্ড সংখ্যার হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে আরজীকে মঞ্জুর করিয়া নীচের ধারার লিখিত নিষেধ ও বিধিমতে কর্ম্ম করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

বাদশাহের হজুরে আপীলের মোকদ্দমার হিসাব ফিপৌণ্ড চলন ১০ দশটাকা জানিবার কথা।

ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সলী সাহেবদিগের হজুরে পাঁচ হাজার পৌণ্ডের ও তদতিরিক্ত সংখ্যার মোকদ্দমার আপীল হইবার যে নির্ণয় হইল তাহার অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্যে লেখা যাইতেছে জানিবেন যে এক পৌণ্ড সংজ্ঞা বিলায়তের হুণ্ডী দিবার ও লইবার মুখে হারহারিতে চলন দশ টাকা হয় এই দৃষ্টে আপীলের মোকদ্দমার মূল্যাবধারণ করিতে ফিপৌণ্ড চলন ১০ দশ টাকার হিসাবে পাঁচ হাজার পৌণ্ডে পঞ্চাশ হাজার টাকা চলন কিম্বা সিক্কার হিসাব

করিলে

করিলে উপর কএক আনাবাদে তেতাল্লিশ হাজার একশত তিন টাকা সিক্কা ধরিতে হইবেক ইহাতে হুকুম আছে যে যে মোকদ্দমার আপীল ঐ হজুরে হয় সে মোকদ্দমা ভূমির কিম্বা নগদ অথবা জিনিস যাহার হউক তাহার সংখ্যা ও মূল্যের বিবেচনা যেমতে সদর দেওয়ানী আদালতের ও অন্য আদালতসকলের উপস্থিত মোকদ্দমাসকলের সংখ্যা ও মূল্যের বিবেচনা করিবার নির্ণয় আছে সেই মতে উপরের লিখিত হিসাবদৃষ্টে করিতে হইবেক ইতি।

বাদশাহের হজুরে আপীল হইবার মোকদ্দমার সংখ্যা ও মূল্য বিবেচিবার মতের কথা।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সলী সাহেবদিগের হজুরে মোকদ্দমার আপীল হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে জয়ি ব্যক্তির স্থানে এই মতে জামিন লন্ যে তাহার মোকদ্দমায় বাদশাহ কিম্বা তাঁহার ওয়ারিসান অথবা তাঁহার মরণানন্তর তখ্তনশী যে হুকুম কিম্বা ডিক্রী করেন্ তাহা মানে ও এমত জামিন লইয়া পরে আপনারদিগের কৃত ডিক্রী জারী করেন্। অথবা পরাজয়ি লোকের স্থানে ঐ মত জামিন লইয়া সবিরোধ বস্তু তাহাকে গতাইয়া ডিক্রীর জারী মৌকুফ করেন্। কিন্তু ডিক্রী জারী করেন্ কিম্বা না করেন্ তথাচ সর্ব্বদাই আপেলাণ্টের স্থানে যত টাকা খরচার জামিন লওয়া বিবেচনায় আইসে তাহা লইবেন অতিরিক্ত বাদশাহের কিম্বা তাঁহার ওয়ারিসদিগের অথবা তাঁহার অনন্তর তখ্তনশীর কৃত হুকুম কিম্বা ডিক্রী মানিবার অর্থেও জামিন লইবেন্ ও ঐ সাহেবেরা জামিন লইলে পর সে মোকদ্দমার আপীল মঞ্জুর হইবার সংবাদ আপেলাণ্ট ও রেস্পণ্ডেণ্টকে এতদনুসারে দিবেন যে ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সলী সাহেবদিগের হজুরে তাহার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব দাঁড়া মতে করে ইতি।

ডিক্রী জারী করিতে হইলে জয়ি ব্যক্তির স্থানে জামিন লইবার কথা।

ডিক্রী জারী মৌকুফ করিতে লাগিলে পরাজয়ি লোকের স্থানে জামিন লইবার কথা।

আপেলাণ্টের স্থানে তহখরচাদিগরের জামিন লইবার কথা।

আপীল মঞ্জুরের সংবাদ আপেলাণ্ট ও রেস্পণ্ডেণ্টকে দিবার কথা।

৫ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সলী সাহেবদিগের হজুরে আপীল হইবার মোকদ্দমার আরজী মঞ্জুর করিলে কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার সম্পর্কীয় ডিক্রী কিম্বা হুকুমের রোয়দাদ ও সাক্ষিগণের জোবানবন্দী ও নিদর্শনী লিখন এদেশীয় চলন ভাষায় থাকিলে তাহার তরজমা ইঙ্গরেজীতে করাইয়া সেই তরজমার নকল দুই প্রস্থ অবিশেষে করাইয়া প্রস্তুত করিয়া পশ্চাৎ আপনারদিগের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে সটীক করিয়া তাহা ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সলী সাহেবদিগের হজুরে অগ্রপশ্চাৎক্রমে চালানের যে গতিক ঠাহরে সেই গতিকে পৃথক করিয়া চালানের কারণ গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করেন্। বিশেষতঃ ঐ আদালতের রেজিষ্টরসাহেব আপেলাণ্ট ও রেস্পণ্ডেণ্টকে তাহারা সে রোয়দাদ প্রস্তুত করিবার খরচা দিতে স্বীকার করিলে তাহারদিগের দরখাস্তমতে সে রোয়দাদের

আপীলহওয়া মোকদ্দমার যাবদীয় কাগজের দুই প্রস্থ নকল প্রস্তুত করিবার ও তাহা বাদশাহের হজুরে চালানের মতের কথা।

আপেলাণ্ট ও রেস্পণ্ডেণ্ট খরচা দিলে তাহারদিগেরে কাগজপত্রের নকল দিবার কথা।

দের এক কিম্বা অধিক নকল দিবেন নতুবা দিবেন না। ও সে রোয়দাদ প্রস্তুত হইলে পর তাহার নকল চাহিলে রেজিষ্টরসাহেবের উচিত নহে যে যাবৎ তাহার খরচা তাহারা না দেয় তাবৎ তাহার নকল তাহারদিগেরে দেন্। কর্ত্তব্য যে ইহাতে যত খরচা দেয় তাহা সরকারে দাখিল করেন্ ও সরকারহইতে খরচ দিয়া সে নকল আদৌ তৈয়ার করান্ ইতি।

৬ ধারা।

চিহ্নিত আইনের মতে ডিক্রীর নকল উঠাইতে ও তাহা রোয়দাদের শামিল করিতে হইবার কথা।

যদি আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার ডিক্রী গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন স্থানের চিহ্নিত আইনের অনুসারে কোন আদালতের সাহেরেবা গোড়াগোড়ী বিচারক্রমে অথবা আপীলের মতে করিয়া সে ডিক্রী করিতে সে আইনের প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন্ তবে সে আইনসমুদয়ের কিম্বা তাহার যত কথা সে মোক দ্দমায় খাটে তাহার নকল উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে কেবল বাদশাহের হজুরে চালান কারণ অথবা তথায় চালান ও বাদি প্রতিবাদিকে দিবার জন্যে রোয় দাদের শামিলে উঠাইয়া প্রস্তুত করিতে হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এ আইনমতে আক্তপার্লিমেণ্টদৃষ্টে আপীল মঞ্জুর ও নামঞ্জুর করিতে বাদশাহের কর্তৃত্বের হানি হইতে না পারিবার কথা।

প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সলী সাহেবদিগের হজুরে সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে মোকদ্দমার আপীল হয় তাহা এ আইনের ব্যতিক্রমেও যদি আক্তপার্লিমেণ্টের বিধানক্রমে আপীলের যোগ্য হয় তথাচ তাঁহারা মঞ্জুর করিতে ও তদ্বিধানমতে অযোগ্য হইলে নামঞ্জুর করিতে পারিবেন জানিবেন যে এ আইনের মতে এ দুই প্রকারেই তাঁহারদিগের কর্তৃত্বের হানি কিছুই হইতে পারে না। এইহেতুক যে এ আইন কেবল এদেশীয় অন্যং দেওয়ানী আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্য চলিবার উপায় ও দাঁড়াক্রমে লেখা গেল ও এ আইনের লিখিত সমস্ত উপায় ও দাঁড়ার ফের বদল ঐ বাদশাহের এবং তাঁহার খাস কৌন্সলী সাহেবদিগের অভীষ্টক্রমে হইতে পারে ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

যে মিথ্যাবাদি সাক্ষিগণ যত্ন কিম্বা আশাক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহারদিগের কপালে লুপ্ত হইতে না পারিবার মত লজ্জাকর এক দাগ দেওয়াইবার শক্তি দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবদিগকে অর্পণের আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ১ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ১৮ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ১৮ অগহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ১১ জমাদিয়ঃসানীতে জারী হইল।

হেতুবাদ।

কেহ শপথক্রমে কিম্বা বিনাশপথে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে শরার মতে তাহার শাস্তি শরীরতাড়ন কিম্বা বন্ধন অথবা অনবস্থা এই তিন প্রকারের এক প্রকারে হইবার নির্ণয় আছে ইহাতে মাজিস্ট্রেট্ অর্থাৎ ফৌজদারীর সাহেবপ্রভৃতি হাকিমেরাও এমতের মিথ্যা সাক্ষিগণকে ঐ তিন প্রকারের এক প্রকার শাস্তি দিতে পারেন্ যে মতে অপর অপরাধের অপরাধিদিগেরে দিবার ক্ষমতা রাখেন্। এইক্ষণে প্রায় অনেকেই আদালতসকলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার পদ্য পাড়িয়াছে অতএব ঐ ক্ষমতাকে এরূপে চালান হাকিমদিগের আবশ্যক যে উত্তরকালে কেহ কাহারো বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া তাহাকে নষ্ট ও ভ্রষ্ট করিতে এবং তাহার প্রাণ ও ধনের বৈরী হইতে না পারে। এপ্রযুক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ মার্চ্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ২০ ফাল্গুন মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ২৭ ফাল্গুন মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ২০ ফাল্গুন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ২৭ ফাল্গুন মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ১২ রমজানহইতে এ হুকুমমতে কার্য্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের কাজী ও মুফ্তী মিথ্যা শপথের জন্যে যে ফতওয়া দিবেক তাহার কথা।

শপথক্রমে কিম্বা তাহার বদলে সময়বিশেষে ধর্ম্মতঃ নিয়মপত্রানুসারে যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহাতে কোন আদালতে কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপবাদে ঠেকিলে তাহার অপরাধের বিচার দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবেরা করিবার যোগ্য হইবেন ও এমত বিষয়ে যদি প্রমাণ হয় যে সে ব্যক্তি নীচের কৃত ব্যক্ত যত্ন কিম্বা আশাক্রমে মিথ্যা শপথ করিয়াছে তবে সে আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তীর

কর্ত্তব্য

এই ধারার লিখিত এমামদিগের কৌলমতে জজসাহেবেরা হুকুম দিবার কথা।

কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের দেওয়া ফতওয়ায় লিখে যে এমামআবুহনীফার কৌল অর্থাৎ বচনক্রমে তাহার অনবস্থাকরণ সঙ্গত কি না এতদ্ভিন্ন ঐ এমামের দুই শিষ্য এমাম ইউসফ ও এমাম মহম্মদের কৌলমতে তাহাকে শরীরতাড়নের দ্বারা কিছু শাস্তি দেওয়া কিম্বা কয়েদ রাখা যাহা যথার্থ হয় তাহাও লিখিয়া দেয়। তাহাতে যে জজসাহেবের নিকটে সে মোকদ্দমার বিচার হয় সে সাহেব তাহার যে শাস্তি এমাম আবুহনীফার কৌলমতে কিম্বা তাঁহার ঐ দুই শিষ্যের কৌলক্রমে অপরাধির ভার ও মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ বুঝিয়া উচিত জানেন্ তাহাই দিবেন আর যদি তাহাহইতে গুরুতরাপরাধ হইয়া থাকে ও জজসাহেব বিবেচনা করেন্ যে এমাম আবুহনীফার ও তাঁহার ঐ দুই শিষ্যের কৌলমতে পূরা শাস্তি দেওয়া উচিত তবে তাহার শাস্তিও ঐ তিন এমামের কৌলক্রমে নির্দ্ধার্য্য করিবেন এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৪৭ সপ্তচত্বারিংশৎ ও ৫৩ ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ ধারার লিখনানুসারে তাহার কৈফিয়ৎ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের সন্নিধানে পাঠাইবেন।

মতে যত্ন ন মিথ্যা প্রবাচক

ইহাতে উপরের প্রস্তাবিত যত্ন কিম্বা আশাক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার বিষয়ের সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্টকরা যাইতেছে যে যদি কেহ কোন আদালতের সংক্রান্ত মোকদ্দমায় কখনো যত্ন কিম্বা আশাক্রমে কৃত শপথে কিম্বা ধর্ম্মতঃ নিয়মপত্রানুসারে এমত মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যে তাহাতে সে মোকদ্দমা নষ্ট হইতে পারে তবে সে ব্যক্তিকে মিথ্যা শপথকার জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা যে সময় মিথ্যা সাক্ষির কপালে তাহার অপরাধের প্রবাচক দাগ দেওয়াইবেন তাহার কথা।

কখন কোন অপরাধির ভাগ্যে উপরের লিখনানুসারে অনবস্থা করিবার হুকুম হইলে যে জজসাহেবের নিকটে সে মোকদ্দমার বিচার হইয়া থাকে সে সাহেব যদি সেই মিথ্যা সাক্ষির কৃতাপরাধ বুঝিয়া কেবল সেই অনবস্থার দ্বারা শাস্তি দেওয়াতে তাহার অপরাধের সম্পর্কে লঘু শাস্তি হয় এমত বুঝেন্ তবে সে সাহেবের সাধ্য আছে যে তাহার কপালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ১১ একাদশ ধারাদৃষ্টে দায়েমলহবস কয়েদীর কপালে যে রূপে গোদানো দাগ দিবার নির্ণয় আছে সেই রূপে দরোগগো কিম্বা তদনুযায়ী যে শব্দে তাহার সেই অপরাধ তথাকার সকলে সচরাচর জ্ঞাত হইতে পারে সেই শব্দে তাহার কপালে লজ্জাকর এক দাগ দেয়ান্।

এই আইনের লিখিত শক্তিমতে চলিতে লাগিলে অতিসাবধান হইবার ও হুকুমের হেতুর বেওরা রুবকারীতে লিখিবার কথা।

ইহাতে যে সময়ে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা আপনারদিগের প্রতি অর্পিত এই আইনের অনুসারের শক্তিমতে কার্য্য করেন্ সে সময়ে কর্ত্তব্য যে সে অপরাধ সাব্যস্ত করিতে অতিসাবধান হন্ কারণ এই যে সঙ্গতব্যতিরেকে কাহারো উপর অসঙ্গত না হইতে পারে। আর এমত হুকুম করিবার কালে সে হুকুমের আনুপূর্ব্বিক বেওরা আপনারদিগের রুবকারীতে লিখেন্ ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

জিলা চট্টগ্রামের মোতালক এদেশীয় লোক যে কমিস্যনরেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ চত্বারিংশৎ আইনের অনুসারে আমীনী কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদিগেরে মধ্যে২ ভূমির স্বত্বাধিকারের মোকদ্দমার বিচারের ভার দিবার শক্তি ঐ জিলার জজসাহেবকে অর্পণের আইন শ্রীযুত বৈসপ্রেসিডেন্টসাহেবের হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ৮ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ২৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ৪ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ২৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ৪ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ১৮ জমাদিয়ঃসানীতে জারী হইল।

হেতুবাদ।

জিলা চট্টগ্রামের মধ্যের অধিকারভূমির এমত খণ্ড২ক্রমে বিভাগ হইয়াছে যে তাহাতে অধিকারী ও প্রজাগণের উভয়তঃ স্বত্বাধিকার ও সীমাসরহদ্দের অর্থে সর্ব্বদা বিরোধ উপস্থিত হয় ও সে বিরোধ এত হয় যে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে সে জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব ও রেজিষ্টরসাহেব নিয়ত অভিনিবেশ রাখিলেও ত্বরাতে নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ না এপ্রযুক্ত আইনের বিশিষ্ট মর্ম্ম অর্থাৎ অবিলম্বে মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি লাভ হয় না। আর এমত বিবেচনা হইল যে বিপদগ্রস্তেরা আদালতে নালিশ করিলে তথাকার বিচারক্রমে শীঘ্র আপনারদিগের স্বত্বলাভ করিবার পথ পায় না এহেতুক সে স্বত্বলাভের নিমিত্তে অত্যাচারাদি অনুপযুক্ত ক্রিয়াতে আসক্ত হয় অতএব এই যে বিরুদ্ধাচারে লোকদিগের ধন সম্পত্ত্যাদির অস্থৈর্য্য হইয়া দেশের উৎপাত জন্মে ইহা দূর করিয়া শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকার অন্য২ স্থানের ধনসম্পত্ত্যাদির সংস্থান সুদাঁড়ায় হইবার যে গতিক আছে তদনুসারে ঐ জিলায় সুন্দর দাঁড়া ধার্য্যের হেতু বৈসপ্রেসিডেন্টসাহেব বিহিতাবধান করিয়া ঐ সকল মোকদ্দমার বিচার ও সমাধা অচিরাৎ হইবার নিদর্শনে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্ধার্য্য করিলেন জানিবেন যে এ আইন জিলা চট্টগ্রামে পঁহুছিলেপর এই হুকুমমতে কার্য্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

জিলা চট্টগ্রামের জজ সাহেব তথাকার আমীনী ভারের কমিস্যনরদিগকে যে যে মোকদ্দমার

জিলা চট্টগ্রামের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবকে এই আইনের অনুসারে শক্ত্যর্পণ হইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ চত্বারিংশৎ আইনের মতে সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যা ও মূল্যের নগদ ও জিনিসের মোকদ্দমাসকলের বিচারের ভার এদেশীয় লোক সনন্দদার যে কমিস্যনরদিগকে দিতে

পারেন্

ভার দিতে পারিবেন তাহার কথা।

পারেন্ তাহারদিগের মধ্যের যাহারা সেই আইনের মতে আমীনী ভারে আবৃত হইয়া থাকে কিম্বা হয় তাহারদিগেরে সে সকল মোকদ্দমার অতিরিক্ত সকর যে ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় ও নিষ্কর যে ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ৫ পাঁচ টাকার অতিরেক না হয় এমত সকল ভূমির মোকদ্দমার স্বত্বাধিকারের বিচার ও সমাধার ভার দেন্ ইহাতে সকর ও নিষ্কর ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন শব্দের যে অর্থ তাহার বেওরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩ তৃতীয় ধারায় লেখা গিয়াছে ইতি।

৩ ধারা।

এ আইনক্রমে আমীনী ভারান্বিত কমিস্যানরদিগের খ্যাতির কথা।

ঐ কমিস্যানরেরা যে সনন্দ পাইবেক ও যে শপথ করিবেক তাহার কথা।

জজসাহেব যে কমিস্যানরদিগকে উপরের ধারাদৃষ্টে ভূমির স্বত্তাধিকারের মোকদ্দমার বিচারের ভারে নিযুক্ত করেন্ তাহারা ভূমির মোকদ্দমার বিচারকারক কমিস্যানর খ্যাতিতে খ্যাত হইবেক। এবং এতদ্দ্বারাবলম্বনে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের চত্বারিংশৎ আইনের ৬ যষ্ঠ ধারার লিখনদৃষ্টে তন্নিদর্শনী ভারের নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তে এই আইনের অনুসারে সনন্দান্তর জজসাহেবের স্থানে পাইবেক এবং সে আইনের ৭ সপ্তম ধারার লিখিত সুকৃতির বদলে এ আইনমতে পরিষ্কারহওয়া শপথ জজসাহেবের সমক্ষে করিবেক ইতি।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের নিদর্শনী আমীনদিগের সম্পর্কীয় হুকুম ও দাঁড়া এ আইনমতে নির্দ্দিষ্টহওয়া আমীনদিগের প্রতি চলিবার কথা।

জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ চত্বারিংশৎ আইনের অনুসারে আমীনী ভারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যানরদিগের সম্পর্কীয় যাবদীয় হুকুম ও দাঁড়া যে কমিস্যানরেরা এই আইনের মতে ভূমির মোকদ্দমার বিচারকারক খ্যাতিতে খ্যাত হইবেক তাহারদিগের প্রতি চলিবেক ও তাহারা তদনুসারে বিচার করিতে মনোযোগ রাখিবেক ইতি।

৫ ধারা।

ভূমির মোকদ্দমার বিচারকারক কমিস্যানরদিগের সম্পর্কীয় চিহ্নিত হুকুমের কথা।

শরা ও শাস্ত্রের মতে ভূমির স্বত্বাধিকারের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পাইবার কথা।

ফতওয়া ও ব্যবস্থা লইবার মতের কথা।

মোকদ্দমার আপীল হইলে জজসাহেব অন্য ফতওয়া ও ব্যবস্থা চাহিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—উপরের লিখিত কমিস্যানরদিগের চলনার্থে নীচের লিখিতব্য হুকুম চিহ্নিত হইয়াছে।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কিম্বা মতান্তরে ভূমির স্বত্বাধিকারের মোকদ্দমাসকলের নিষ্পত্তি বাদী ও প্রতিবাদী মুসলমান হইলে শরার মতে ও হিন্দু হইলে শাস্ত্রানুসারে হইবেক। ইহাতে উপরের প্রস্তাবিত কমিস্যানরেরা তজ্জন্যে ফতওয়া ও ব্যবস্থালাভের কারণ মোকদ্দমার বিচারের খোলাসা কৈফিয়ৎ ঐ জিলার দেওয়ানী আদালদের কাজী ও পণ্ডিতের নিকটে পাঠাইবেক। তাহাতে সেই ফতওয়া কিম্বা ব্যবস্থাদৃষ্টে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি পড়িলেও যদি সে মোকদ্দমার আপীল ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ চত্বারিংশৎ আইনের ২০ বিংশতি ধারার ও অন্যং ধারার লিখিত আপীল হইবার সম্পর্কীয় হুকুমমতে ঐ জিলার জজসাহেবের স্থানে

হয়

হয় তথাচ সে জজসাহেবের প্রতি নিষেধ হইবেক না যে সে মোকদ্দমার কারণ পুনরায় ফতওয়া কিম্বা ব্যবস্থা তলব না করেন্। জানিবেন যে মোকদ্দমার আপীল হইবার বিষয়ে যত হুকুম সে আইনে আছে তাহা সমস্তই এ আইনমতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার আপীল হইবার প্রতি চলিবেক।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যদি কেহ উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কিম্বা মতান্তরে ভূমির স্বত্বাধিকারের দাওয়া করে তবে কমিস্যনরদিগের কর্ত্তব্য যে সেই দাওয়ার নিদর্শনে ইশ্‌তিহারনামা এমত হুকুমযুক্তে আপনারদিগের কাছারীতে সকলের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্‌কায় যে অন্য কেহ তাহার দাওয়া রাখিলে সে দাওয়ার ফর্দ্দ নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল করে। আর কমিস্যনরদিগের উচিত যে আপনারদিগের কৃত ডিক্রীতে দাওয়াকার হকদারদিগের অংশের নিদর্শন মুসলমান হইলে শরার মতে ও হিন্দু হইলে শাস্ত্রানুসারে লিখে।

ভূমির স্বত্বাধিকারের দাওয়ায় ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কাইবার কথা।

হকদারদিগের অংশের নিদর্শন ডিক্রীতে লিখিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে সময়ে কমিস্যনরেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ চত্বারিংশৎ আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারাক্রমে আপনারদিগের ডিক্রী জারীর কারণ মোকদ্দমার রোয়দাদ জজসাহেবের নিকটে পাঠায় সে সময়ে কর্ত্তব্য যে আমীনী ভারে কৃত নিষ্পত্তি মোকদ্দমার কৈফিয়তী ফিরিস্তি পাঠাইবার মতে ভূমির মোকদ্দমার বিচারকারী কমিস্যনরী ভারে আপনারদিগের কৃত সমাধা মোকদ্দমার ফিরিস্তি পৃথক্ করিয়া পাঠাইয়া দেয় ইতি।

ভূমির মোকদ্দমার বিচারকারকত্ব ভারে সমাধাকরা মোকদ্দমার ফিরিস্তি পৃথক্ করিয়া পাঠাইবার কথা।

৬ ধারা।

জিলা চট্টগ্রামের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব এ আইন পাইলে পর কর্ত্তব্য যে আমীনী ভারের যোগ্যতা ও জ্ঞানিতা ও শিষ্টতাতে বিচক্ষণ ও যোগ্য লোকদিগেরে বিবেচনাপূর্ব্বক বাচনি ও তাহারদিগের নামনবীসী করিয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ চত্বারিংশৎ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে সদর দেওয়ানীআদালতের সাহেবদিগের স্থানে মঞ্জুরের কারণ পাঠান্। ও সে সাহেবদিগের মঞ্জুর হইলে পর এই আইনের লিখিত সংখ্যাক্রমের ভূমির স্বত্বাধিকারের দাওয়ার যে সকল মোকদ্দমা ঐ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকে তাহার মধ্যে যে যে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি নিজে করেন্ কিম্বা তদর্থে রেজিষ্টরসাহেবকে ভারদেওন বিহিত জানেন্ তাহাছাড়া অন্য মোকদ্দমাসকলের বিচার ও সমাধা করিবার ভার সেই কমিস্যনরদিগকে দেন্ ইতি।

জিলা চট্টগ্রামের জজসাহেব বিশিষ্ট যোগ্যতাপন্ন লোকদিগেরে আমীনী ভারার্থে বাচনিবার কথা।

নামনবীসী মঞ্জুর হইলে পর মোকদ্দমার ভার দিবার কথা।

৭ ধারা।

বহালী আইনসকলের মতে স্থাবর বস্তুর যে সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের স্থানে গোড়াগোড়ি বিচারক্রমে কি আপীলক্রমে নিষ্পত্তি পাইয়া থাকে তাহার আপীল মফঃসল আপীল আদালতস

এই আইনক্রমে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমা সকল মফঃসল আপীল

কলে

আদালতে আপীলের যোগ্য হইবার কথা।

কলে হইতে পারে ইহাতে জানিবেন যে এ আইনের অনুসারে যে সকল মোকদ্দমা সমাধা পায় তাহারো আপীল মফঃসল আপীল আদালতে আপীল হইবার নিদর্শনী নিষেধ ও বিধিক্রমে হইতে বারাণ নাই ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ১৯ উনবিংশতি আইন।

সদর দেওয়ানী আদালতে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার আপীল হইলে দেওয়ানী আদালতের পঠিত সে মোকদ্দমার কাগজপত্রের তরজমা তথাকার জজসাহেবদিগের স্থানে তলব করিবার ভার মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবদিগকে অর্পণের এবং ঐ সকল আদালতের রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা অনবসরতাপ্রযুক্ত মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদী কাগজপত্রের তরজমা সত্বরে করিতে না পারিলে তাহা ঝটিতি করাইবার উপায়ের আইন শ্রীযুত বৈসপ্রেসিডেণ্টসাহেবের হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ১৫ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ৩ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ১১ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ৩ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ১১ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ২৫ জমাদিয়ঃসানীতে জারী হইল।

হেতুবাদ।

বহালী আইনমতে মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে তাঁহারদিগের আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে সকল মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হয় তাহার বিচারের রোয়দাদী কাগজপত্র কি মফঃসল আপীল আদালত কি জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালত যে স্থানে যাহা হইয়া থাকে সে সমস্তের তরজমা ঐ সাহেবেরা করান্। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার রোয়দাদী কাগজপত্রের তরজমা হইতে প্রায় সর্ব্বদা বিলম্ব দর্শে। এপ্রযুক্ত সে কাগজপত্রের তরজমা শীঘ্র হইবার অর্থে উচিত জানা গেল যে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার বিচার যেপর্য্যন্ত করিয়া থাকেন্ সেইপর্য্যন্তের কাগজপত্রের তরজমা তাঁহারা করান্ হেতু এই যে তাঁহারা আপনারদিগের অবস্থিতির স্থানের সচরাচর চলন সকল কথা বুঝেন্ ইহাতে সে কাগজপত্রের তরজমা শুদ্ধ হইবার বিষয়ে প্রবোধ জন্মাইতে পারিবেন। আর মফঃসল আপীল আদালতসকলের এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা অনবসরতাপ্রযুক্ত এমত সকল কাগজপত্রের তরজমা সময়শিরে না করিতে পারিলে তাহার তরজমা ঝটিতি হইবার নিমিত্তে ঠাহর হইল যে তাহার এক বিহিত উপায়ের ধার্য্য পায় অতএব নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ আইন সুবে জাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় এবং এলাকা বারাণসে পঁহুছিলে পর এ হুকুমমতে কার্য্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ১৯ উনবিংশতি আইন।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ৩১ ধারা রদ হইবার কথা।

এই ধারার দ্বারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ৩১ একত্রিংশৎ ধারা রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা যে মোকদ্দমার কাগজের তরজমা দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে তলব করিতে পারেন্না তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ। মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে তাঁহারদিগের কৃত বিচার মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে না হইলে সে মোকদ্দমার সম্পর্কীয় এদেশীয় অক্ষর ও ভাষার লিখিত রোয়দাদী কাগজপত্রের তরজমা তলব করেন্।

সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার কাগজপত্র তরজমা করিয়া পাঠাইবার ও তাহা করিবার মিয়াদের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে আদৌ বিচার ও নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে লাগিলে যদি সে অপীলের আরজী মঞ্জুর করেন্ তবে তাহা মঞ্জুর করিবার কালে কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার যে যে কাগজ ও নিদর্শনপত্র সেই দেওয়ানী আদালতে বিচার হইবার সময়ে পাঠ হইয়া থাকে সেইং আসল কাগজপত্রসুদ্ধা আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতী হুকুমনামা এইমতে লিখিয়া সেই দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাঠান্ যে সেইং কাগজপত্রের তরজমা ইঙ্গরেজী অক্ষর ও ভাষায় করাইয়া তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার কারণ তথাকার নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু এ ধারাক্রমে মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবদিগের এমতানুমান না হয় যে সেমতং মোকদ্দমার যেপর্য্যন্ত বিচার আপনারা করিয়া থাকেন সেপর্য্যন্তের কাগজপত্রের তরজমা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের স্থানে চাহেন।

মফঃসল আপীল আদালতে যেপর্য্যন্ত বিচার হইয়া থাকে সেপর্য্যন্তের কাগজপত্রের তরজমা না চাহিবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা উপরের লিখিত কাগজপত্র তাহার তরজমা সুদ্ধা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত কাগজপত্রের তরজমা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে পাইলে তৎকালে সে তরজমা তাহার সমস্ত আসল কাগজপত্র সমেত সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

৪ ধারা।

রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা যথাসাধ্য আদালতের তলবের কাগজপত্রের তরজমা করিবার কথা।

যে সময়ে কোন মোকদ্দমার কাগজপত্রের তরজমা মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবদিগের স্থানে কিম্বা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে তলব হয় সে সময়ে তাহার তরজমা করিবার দায় সেইং আদালতের রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের সহিত রাখে। আর হুকুম আছে যে তাঁহারা আপনারদিগের সম্পর্কীয় অন্যং কার্য্যের হানি না হয় এমত সকল সময়েই

সে

সে কাগজপত্রের তরজমা করেন্ কিন্তু যদি আপনারদিগের সম্পর্কীয় অপর কর্ম্মের বাহুল্যহেতুক ঐ সকল কাগজপত্রের তরজমা সদর দেওয়ান আদালতে পাঠাইবার নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে করিতে না পারেন্ তবে আদালতসকলের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে সমাচার এরূপে লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের সন্নিধানে পাঠান্ যে রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা আপনারদিগের সম্পর্কীয় বিষয়ান্তরের বিনাবাধায় এত দিনের মধ্যে তাহার তরজমা করিতে পারিবেন। তাহাতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে কাগজপত্রের তরজমা অতিশীঘ্র করাণ আবশ্যক জানেন্ তবে ক্ষমতা আছে যে তাহার তরজমা করাইবার কারণ যে কেহ এ ক্রিয়ায় পারক হয় তাহার দ্বারা করাইতে হুকুম দেন্ ও তদনুসারে জিলা কিম্বা শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে যে কাগজপত্রের তরজমা হয় তাহা তথাকার রেজিষ্টরসাহেবেরা এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলে যে কাগজপত্রের তরজমা হয় তাহা মফঃসল আপীল আদালতসকলের রেজিষ্টরসাহেবেরা বিবেচিয়া মুলাহেজা হইল এমত শব্দে দস্তখৎ করিয়া সে তরজমা শুদ্ধ হইবার প্রবোধক থাকিবেন ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আবশ্যক বোধে কাগজপত্রের তরজমা অন্যের দ্বারা করাইতে পারিবার কথা।

৫ ধারা।

কোম্পানির চাকর ছাড়া অন্য তরজমাকারকের বেতনের হারের কথা।

যে সময়ে মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মোকদ্দমার কাগজপত্রের তরজমা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চাকরছাড়া অন্য লোকের দ্বারা করান্ সে সময়ে তাহার বেতন নানা প্রকার কাগজের তরজমার কারণ যে বেতনের ধার্য্য নীচের লিখিত হারক্রমে আছে সেই হারে দিবেন। সে হার এই যে আসল কাগজের লিখিত শত শব্দে ১ একটাকা সিক্কা এতদ্ভিন্ন ষট্ক্যা ও পণক্যার অঙ্ক থাকিলে তাহার পাঁচং অঙ্কে একং শব্দ ধর্ত্তব্য হইবেক ইহাতে মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবদিগের এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে সকল কাগজপত্রের তরজমা অন্যের দ্বারা করাইবার পূর্ব্বে তাহাকে বেতনের ঐ হার জ্ঞাত করান্। ও তাহার বেতনের বিল অর্থাৎ হিসাবের ফর্দ্দের পৃষ্ঠে রেজিষ্টরসাহেবেরা উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে তরজমা শুদ্ধ হইবার বিবেচনা পূর্ব্বক মুলাহেজা হইল এমত শব্দে দস্তখৎ করিলে তদ্দৃষ্টে সে বিলের টাকা দিবেন ইতি।

রেজিষ্টরসাহেবদিগের এস্তেলানামামতে তরজমার বেতন দিবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

১৪ দফা।

উপরের লিখিত যে যে বিষয়ের তলে যে যে প্রস্তাব আছে তাহার নিদর্শন নীচে লেখা যাইতেছে।

প্রস্তাব।	বিষয়ের তলে।
অপরাধির সঙ্গিগণের।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
অস্ত্র শস্ত্রাদি যুদ্ধসজ্জের।	ঐ।
আপীলের।	ঐ এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলের এবং সদর দেওয়ানী আদালতের এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের।
আমিলদিগের।	ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের।
আইনসকলের।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
উত্তরাধিকারিগণের।	ঐ।
উড়িষ্যার।	মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের।
আক্কৌন্টেন্ট জেনরলের।	ইষ্টাম্পের।
আসিষ্টান্টসাহেবদিগের	মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের।
ইশ্তিহারনামার।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের। এবং মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের।

কলিকাতার

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

কলিকাতার।	পরমিটের হাসিলের।
কমিস্যনরদিগের।	রসুমের এবং ইষ্টাম্পের এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের।
কতলখতাওগয়রহের।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
কাজীদিগের।	ঐ এবং ইষ্টাম্পের।
কালেক্টরসাহেবদিগের।	রসুমের এবং ইষ্টাম্পের।
কৃত্রিমের।	ইষ্টাম্পের।
গবর্নর্ জেনরলের।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের এবং ইষ্টাম্পের এবং উকীলগণের এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের।
চট্টগ্রামের।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের।
চৌর্য্যাদি অপহারিত ধনের।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
চৌকীদারদিগের।	ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের।
ছাড়চিঠীর।	ইষ্টাম্পের।
জাদুগরদিগের।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
জামিনদারদিগের।	ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকের এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলের এবং সদর দেওয়ানী আদালতের।
জোবানবন্দীর।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
ত্রেজুরির।	ইষ্টাম্পের।
ঢাকার।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
ঢাকা জলালপুরের।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের।
তমঃসুকের।	ইষ্টাম্পের।
তহখরচের।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
তলবচিঠীর।	রসুমের।
তহসীলদারদিগের।	ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের।
দণ্ডের।	রসুমের এবং ইষ্টাম্পের এবং আফীনের এবং ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের।
দরখাস্তের।	রসুমের এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলের এবং সদর দেওয়ানী আদাল

দস্তাবেজাতের

	তের এবং জিলা ও শহরসকলের দেও য়ানী আদালতের।
দস্তাবেজাতের।	রসুমের।
দারোগাগণের।	ইষ্টাম্পের।
দীয়তের।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
ধরণার।	ঐ এবং মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের।
নীলের।	পরমিটের হাসিলের।
নিজামৎ আদালতের।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের এবং ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদি গের।
পণ্ডিতগণের।	মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের।
পাট্টার।	ইষ্টাম্পের।
পাপরের।	রসুমের এবং ইষ্টাম্পের।
পোলীসের।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
ফতওয়ার।	ঐ।
বদলের।	রসুমের এবং দায়ের ও সায়েরী আ দালতসকলের।
বাকরগঞ্জের।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদা লতের।
বাঙ্গালার।	মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের।
বেহারের।	ঐ।
বোর্ড রেবিনিউর।	ইষ্টাম্পের এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের।
বোর্ডট্রেডের।	ইষ্টাম্পের এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের।
ব্যবস্থার।	মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের।
ভাটীর।	ঐ।
মদিরাদি মাদক সামগ্রীর।	ইষ্টাম্পের।
মিথ্যা শপথের।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
মুচলকার।	ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকদিগের।
মুনসিফদিগের।	রসুমের।
রদের।	পরমিটের হাসিলের।
রসুমের।	ঐ।
রসীদের।	রসুমের এবং ইষ্টাম্পের।

রওয়ানার

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

রওয়ানার।	ইষ্টাম্পের।
রূপা ও সোণার।	পরমিটের হাসিলের।
রেজিষ্টরসাহেবদিগের।	মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের এবং সদর দেওয়ানী আদালতের।
রোয়দাদের।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের এবং ইষ্টাম্পের এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
শরা ও শাস্ত্রের।	রসুমের এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
শপথের।	ইষ্টাম্পের এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের এবং মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের।
সকর ও নিষ্কর ভূমির।	রসুমের এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের।
সনন্দাদির।	সদর দেওয়ানী আদালতের এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের এবং ইষ্টাম্পের।
সমুদ্রের পারের।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
সাক্ষিগণের।	ঐ।
সরতহালের	ঐ।
হাসিলের।	পরমিটের হাসিলের এবং ইষ্টাম্পের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের			রদ ও বদল ও বাহুল্য হইবার বিষয়।	ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের মতে		
আইন	ধারা	প্রকরণ		আইন	ধারা	প্রকরণ
৫	১২	০	কিঞ্চিৎ রদ। এবং কিছু বদল। এবং কিছু বাহুল্য হইল।	১২	৪	০
ঐ	৩১	০	রদ হইল।	১৯	২	০
৬	১০	০	কিঞ্চিৎ বদল। এবং কিছু বাহুল্য। এবং কিছু স্পষ্ট হইল।	১২	২। ৩	০
৭	২৩	০	বদল হইল।	৮	৪	০
ঐ	২৫	০	রদ হইল।		৫	০
৯	০	০	যে মোকদ্দমার কারণ বাহুল্য হইল।	৫	৪	০
ঐ	২	০	যে মোকদ্দমার কারণ বাহুল্য হইল।	১৩	২।৩।৪	০
ঐ	৮।৯	০	যে মোকদ্দমার কারণ বাহুল্য হইল।	১৪	৫	০
ঐ	২২	০	রদ হইল।	ঐ	৬	০
ঐ	৪০	০	যত বহাল রাখা গেল।	৩	৩	১
ঐ	৪৭	০	যে মোকদ্দমায় বাহুল্য হইল।	১৭	২	০
ঐ	৫২	০	রদ হইল।	৪	২	০
ঐ	৫৩	০	যে মোকদ্দমার কারণ বাহুল্য হইল।	১৭	২	০
ঐ	৫৫।৭৬	০	রদ হইল।	৪	২	০
২৩	০	০	সমুদয় রদ হইল।	৬	২	০
২৮	৭	০	রদ হইল।	১১	২	০
৩২	৪।৫	০	ইহার লিখিত দণ্ড যে মোকদ্দমায় বাহুল্য হইল।	১	৮	০
ঐ	৬	০	ইহার লিখিত দণ্ড যে মোকদ্দমায় বাহুল্য হইল।	ঐ	৯	০
৩৯	৮	০	যত রদ হইল।	৬	১৬	১
৪০	০	০	ইহার মধ্যে যত বাহুল্য হইল।	১৮	৪	০
ঐ	৩	০	ইহার মধ্যে যত বাহুল্য হইল।	ঐ	৬	০
ঐ	৬।৭	০	ইহার মধ্যে যে বিষয় বাহুল্য হইল।	ঐ	৩	০
ঐ	১৫	০	ইহার মধ্যে যে বিষয় বাহুল্য হইল।	ঐ	৫	৪

ইহার

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের				ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের মতে		
আইন	ধারা	প্রকরণ		আইন	ধারা	প্রকরণ
ঐ	২০	০	ইহার মধ্যে যে বিষয় বাহুল্য হইল।	১৮	৫	২
৪৬	০	০	ইহার দাঁড়া পাপরের সম্পর্কে বহাল রাখা গেল।	৬	৯।১৯	০
ঐ	০	০	ইহার দাঁড়া পাপরের সম্পর্কে বহাল রাখা গেল।	১০	১৩	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের						
৭	০	০	ইহার যাহা বহাল রাখা গেল।	৩	৮	০
ঐ	৩	০	বদল হইল।	ঐ	২	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের						
৮	১০	০	বহাল রাখা গেল।	১১	৩	২
১৬	০	০	ইহার যাহা বহাল রাখা গেল।...	৩	৮	০
ঐ	১৬	০	বদল হইল।	ঐ	২	০
১৭	৩	০	বদল এবং স্পষ্ট হইল।	৮	২।৩	০
ঐ	১৪	০	যে মোকদ্দমার কারণ বাহুল্য হইল।	২	২	০
২১	১১	২	যথাকার কারণ ইহার বাহুল্য হইল।	৫	৩	০
ঐ	১২	০	যথাকার কারণ ইহার কোন২ মর্ম্মের বদলে বাহুল্য হইল।	৫	৫	০
৩২	৩।৪	০	যদর্থে বাহুল্য হইল।	১	৮	০
৩৮	৩	০	বদল হইল।	৬	৪।৬	১।১
ঐ	৪	০	বদল হইল।	ঐ	৫।৬।৭	০।১।১
ঐ	৫	২	বদল হইল।	ঐ	৭	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের						
৩	৪	০	যে সময়ে মৌকুফ হইবেক।	৭	৩	০
৪	১১	০	যে মোকদ্দমার কারণ বাহুল্য হইল।....	১৭	ঐ	০
৬	১৪ ১৫ ২৩ ২৬ ২৮ ২৯ ৩০	০ ১।২ ০ ০ ০ ০ ০	যে মোকদ্দমার কারণ বাহুল্য হইল।....	১০	১২	০

ইঙ্গরেজের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকের বিষয়।	আইন	ধারা	প্রকরণ
ঐ বিলায়তী লোক ও অন্য যাহারা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের তাবে না হয় তাহারা নয়া নক্সায় একরারী মুচলকা দিবেক।	১১	২	০
জামিনেরা যে নক্সায় জামিনী লিখিয়া দিবেক।	ঐ	৩	১
ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ অষ্টম আইনের ১০ ধারা রদ হইল না।	ঐ	ঐ	২
দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের বিষয়।			
ছয়২ মাসের ভ্রমণ কারণ ঐ আদালত দুই ভাগ না হইবার এবং ঐ আদালতের প্রধান জজসাহেব সর্ব্বদা সদর মোকামে থাকিবার হেতু।	৩	১	০
ঐ আদালতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় জজসাহেব একে২ অগ্রপশ্চাৎ ক্রমে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবেন এবং তাঁহারদিগের সমভিব্যাহারে কাজী কিম্বা মুফ্তী একে২ যাইবেক।	ঐ	২	০
যে যে সময়হইতে ঐ দুই ভ্রমণ আরম্ভ করিবেন। এবং এলাকা জাহাঁগীরনগরের ভ্রমণ প্রকারবিশেষে হইবেক।	ঐ	৩	১
এলাকা জাহাঁগীরনগরের ভ্রমণ যে সময়হইতে করা যাইবেক।	ঐ	ঐ	২
সদর মোকামের মোকদ্দমার বিচার যে সময়হইতে করা যাইবেক।	ঐ	৪	০
প্রধান জজসাহেব সর্ব্বদা সদর মোকামে থাকিয়া অন্য এক জজসাহেবের সহিত বসিয়া আপীলের কার্য্য করিবেন।	ঐ	৫	০
জজসাহেবদিগের মরণের ও পীড়িতের সমাচার গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে লিখিতে হইবেক ও তথাহইতে তাহার উপায় ঠাহরা যাইবেক।	ঐ	৬	০
যে সময়ে প্রধান জজসাহেবের বিবেচনা বলবৎ জানা যাইবেক। এবং যে সময়ে যাবৎ মোকদ্দমা মুলতবী রহিবেক। ও তদনন্তর যেমতে নিষ্পত্তি পাইবেক।	ঐ	৭	০

উপরের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
উপরের লিখিত মর্ম্মের রদ ও বদলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সাল ও ১৭৯৫ সালের আইনসকল বহাল রহিল।	৩	৮	০
উত্তরাধিকারিগণের স্থানে তাহারদিগের মত জিজ্ঞাসিবার অর্থের ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের লিখিত দাঁড়া বদল হইল।	৪	১।২	০
খুনের মোকদ্দমার ফতওয়ার দাঁড়া। এবং জজসাহেবেরা যে সময়ে বন্ধিগণকে খালাস দিবেন। আর কতলঅমদের ফতওয়ার দাঁড়া। এবং ঐ ফতওয়া নিজামৎ আদালতে পাঠাইতে হইবেক। আর কতলঅমদছাড়া কতলখতাওগয়রহের কারণ দীয়তের ফতওয়ার বদলে কিছু কাল নিয়মে কিম্বা জীবনাবধির জন্যে কয়েদের হুকুম দিতে হইবেক। এবং জীবনাবধি নিয়মী কয়েদের হুকুম নিজামৎ আদালতে পাঠাইতে হইবেক।	ঐ	৩	০
আগত ফতওয়ার প্রতি নিজামৎ আদালতের কাজী ও মুফ্তীগণে যে মতাচরণ করিবেক। এবং কতলঅমদছাড়া অন্য খুনের মোকদ্দমার অপরাধির শাস্তির ফতওয়া শরার মতে দিবেক আর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা পুনর্ব্বার প্রমাণপ্রয়োগ তলব করিতে পারিবেন। এবং হুকুম শরার মতে ও কখন আইনসকলের অনুসারে দিবেন এবং যে সময়ে ফতওয়া মঞ্জুর রাখিবেন ও সময়বিশেষে তাহা গবর্নর জেনরলের হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন। এবং নয়া আইন ঠাহরিবেন।	ঐ	৪	০
জাদুগরী মোকদ্দমার বিষয়ের পূর্ব্বের ইশ্তিহারনামা আইন নির্দ্দিষ্ট হইল।	ঐ	৫	০
কেহ কাহাকেও জাদুগরীর অপবাদে হত্যা করিলে সে হন্তা খুনির স্থানে গণ্য হইবেক এবং যে কেহ এমত মোকদ্দমার বিচার করে তাহাকে সেই হন্তার সঙ্গির ন্যায় জানা যাইবেক। ...	ঐ	৬	০
ফরিয়াদীদিগের ও সাক্ষিগণের জোবানবন্দী লইবার অর্থে মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবদিগের আচরণের কারণ নব্য দাঁড়া।	৪	৭	ইং ১ লাং ৭
জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের কাজীগণ যে সময়ে দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের কাজীগণ ও মুফ্তীদিগের বদলে কজায়ী ও মুফ্তীগরী কার্য্য নিষ্পত্তি করিবেক।	ঐ	৮	০

হতপ্রাণ

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
হতপ্রাণসকলের সুরতহালের প্রতি দারোগারা যেমতাচরণ করিবেক তাহার দাঁড়া।	৪	৯	ইং ১ লাং ৪
নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যে অপরাধিগণকে সমুদ্রের পারে পাঠাইতে পারেন্। এবং ইহার ইশ্তিহার যে সময়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা দিবেন। আর দায়ের ও সায়েরী আদালত সকলের সাহেবেরা সমুদ্রের পারে পাঠাইবার যোগ্য অপরাধি গণের সমাচার লিখিয়া নিজামৎ আদালতে পাঠাইবেন।	ঐ	১০	০
দায়েমলহবস্ কয়েদীদিগের যথায় যেমতে দাগ দেওয়া যাই বেক।	ঐ	১১	০
জজসাহেবেরা প্রতি ভ্রমণের পর যে কৈফিয়ৎ লিখিবেন। এবং পূর্ব্বমতে নয়া আইন ঠাহরিবেন।	ঐ	১২	০
মোকদ্দমাসকলের কাগজপত্রের তরজমা করিবার ও তাহা পাঠাইবার দাঁড়া।	ঐ	১৩।১৪	০
নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে কোন২ কয়েদীর শাস্তি লাঘব করিবার শক্তি অর্পিবার হেতু। এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবদিগকে দীয়তের হুকুম জারী করিতে নি ষেধের। ও যে সময়হইতে সে হুকুমমতে কার্য্য হইবেক।	১৪	১	০
নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের স্থা নে কয়েদীবিশেষের কৈফিয়ৎ তলব করিয়া তাহার শাস্তির লা ঘব করিতে পারেন্। ও যে সকল লোক তাহারদিগের উপর দা ওয়া রাখে তাহারা যেরূপে দাওয়া করিতে পারিবেক।	ঐ	২	০
অন্য২ লোকের নোক্সানের নিশা দেওয়ান যাইবেক না কে বল সরকারের বিষয়ে দণ্ড লইতে হইবেক। ও তাহার বদলে শাস্তি।	ঐ	৩	১
যথাকার ধরণার মোকদ্দমার কারণ উপরের লিখিত হুকুম বাহুল্য হইল।	ঐ	ঐ	২
দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবেরা দীয়ত ও দণ্ডের বদলে কয়েদের হুকুম দিতে পারিবেন ও জীবনাবধি কয়ে দের হুকুম দিলে তাহা নিজামৎ আদালতে পাঠাইবেন তাহাতে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সে হুকুমকে মঞ্জুর কিম্বা লাঘব করিতে পারিবেন।	ঐ	৪	০

মাজিষ্ট্রেট্

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা দণ্ডের বদলে যত দিনের জন্যে কয়েদের হুকুম দিতে পারিবেন।	১৪	৫	০
চৌর্য্যাদিতে অপহারিত ধন যাহা মিলে তাহা তাহার অধিকারিগণকে দেওয়া যাইবেক। আর মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা ও দারোগাওগয়রহ পোলীসের আমলায় সে ধন বাহির করিতে মনোযোগী হইবেন এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে সে ধনের তত্ত্ব লইবেন।	ঐ	৭	০
যে সময়ে খরচা দেওয়ান যাইবেক।	ঐ	৮	০
মিথ্যা শপথের মোকদ্দমার ফতওয়ার বিষয়ে দায়ের ও সায়েরা আদালতসকলের কাজী ও মুফ্তীদিগের আচরিবার কারণ দাঁড়া। এবং জজসাহেবেরা তাহাতে যে হুকুম জারী করিবেন ও তাহা যে সময়ে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের স্থানে পাঠাইবেন। এবং এই আইনমতে মিথ্যা শপথের স্পষ্টার্থ। এবং যে সময়হইতে এ আইনমতে কার্য্য করিতে হইবেক।	৭	২	০
মিথ্যা শপথের মোকদ্দমায় অতিসাবধানে হুকুম দিবার। এবং মিথ্যা সাক্ষির যথায় যেমতে দাগ দেওয়া যাইবেক। ও এমত হুকুমের হেতু বিস্তারক্রমে লিখিতে হইবেক।	ঐ	৩	০
দাং ইষ্টাম্পের। এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের বিষয়ের তলে।			
পরমিটের হাসিলের বিষয়।			
সমুদ্রের পথ দিয়া যে জিনিস কলিকাতায় আইসে কিম্বা যায় তাহার উপর নয়া হাসিল লইবার হেতু।	১	১।২	০
রূপা ও সোণাছাড়া হাসিলমাফী অপর সকল জিনিসের উপর নয়া হাসিল লওয়া যাইবেক।	ঐ	৩	০
যে জিনিসের পরমিটের হাসিল ফিরিয়া দিতে হয় সে জিনিস আমদানী ও রফ্তানীর উপরেও ঐ হাসিল লওয়া যাইবেক।	ঐ	৪	০
ঐ হাসিলের হিসাব পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবেক।	ঐ	৫	০
ঐ হাসিলের উপর কষ্টমমাস্তরের রসুম মিলিবেক না। ..	ঐ	৬	০
স্থানবিশেষের নীলের উপর হাসিল বেশী হইবার। ও তাহার নিরিখ।	৯	১।২	০

সেই

	আইন	ধারা	প্রকরণ
সেই নীল বারাণসের পথ দিয়া কিম্বা এককালে বেহারে আসিলে তাহার হাসিল যেমতে লওয়া যাইবেক।	৯	৩।৪	০
সেই নীল কোম্পানির অধিকার দেশের উৎপন্ন কহিয়া বেহারে আনিবার কারণ বারাণসহইতে চালান করিলে দণ্ডকরণ উচিত হইবেক।	ঐ	৫	০
সে নীল যে কেহ বারাণসে আনে সে মুচলকা দিবে। ..	ঐ	৬	০
সে নীলের হিসাব রাখিবার কারণ এলাকা বারাণসের পরমিটের কালেক্টরসাহেব ও মোকাম মাজীর কষ্টমমাস্তরের আচরিবার দাঁড়া।	ঐ	৭	০
দাং ইষ্টাম্পের বিষয়ের তলে।			

রসুমের বিষয়।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৩ আইনের অনুসারে নির্দ্দিষ্টহওয়া পোলীসের টাক্স মৌকুফ হইবার হেতু এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৮ আইনের লিখিত রসুমের বদলে নয়া রসুম নির্দ্ধার্য্যের ও ইষ্টাম্পের নির্দ্ধারিত রসুম লইবার হুকুম যে সময়হইতে চলিবেক।	৬	১	০
যে তারিখহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৩ আইন মৌকুফ হয়।	ঐ	২	১
পোলীসের খরচকারণ যে জায়দাদ উত্তরকাল বহাল থাকিবেক।	ঐ	ঐ	২
মুনসিফদিগের ও তাহারদিগের রসুমের দাঁড়া।	ঐ	৩	ইং ১ লাং ৪
ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৮ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত রসুমের বদল রসুম যে সময়ে ও যাহার স্থানে লওয়া যাইবেক এবং তাহা যাহাকে দেওয়া যাইবেক।	ঐ	৪	ইং ১ লাং ৭
ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৮ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত রসুমের বদল রসুম যে সময়ে লওয়া যাইবেক।	ঐ	৫	১।২
ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৮ আইনের ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত রেজিষ্টরসাহেবেরদের ও কমিস্যনরদিগের কৃত নিষ্পত্তি মোকদ্দমার মধ্যে আপীল হইবার মোকদ্দমার রসুমের বদল রসুম।	ঐ	৬	১

দেওয়ানী

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
দেওয়ানী আদালতসকলে আপীলের আরজীর রসুম যে সময়ে লওয়া যাইবেক। ও তাহা সময়শিরে না মিলিলে সে আরজী অগ্রাহ্য হইবেক এবং তাহার আপীল করিবার শক্তি থাকিবেক না।	৬	৬	২
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ও মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা আপীলের আরজী লইবার কালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৮ আইনের ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ধারার এবং ৫ পঞ্চম ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত রসুমের বদলে যে রসুম লইবেন।	ঐ	৭	০
উপরের লিখিত রসুম পরাজিত লোকের স্থানে লওয়া যাইবেক। ও ইহার বিশেষ কথা।	ঐ	৮	১
দস্তাবেজাৎ ও তলবচিঠীওগয়রহের রসুম যে সময়ে ও যাহার স্থানে লওয়া যাইবেক।	ঐ	ঐ	২
যোত্রহীন পাপরগণে যে ধাঁড়ায় রসুম দিবার দায় ছাড়ান পাইবেক।	ঐ	৯	০
ছুটা দরখাস্ত ও দস্তাবেজাতের রসুমের নিরিখ।	ঐ	১০	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৮ আইনের ১০ দশম ধারার অনুসারে ডিস্মিসহওয়া মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত পুনরায় দিবার কারণ মিয়াদের ধার্য্য। এবং এই ধারার তরজমা আদালতসকলে লট্কান যাইবেক।	ঐ	১১	০
ভূমির খারিজদাখিলের রেজিষ্টরী রসুম যে তারিখহইতে লওয়া যাইবেক।	১৫	১	০
কালেক্টরসাহেবেরা সকর ও নিষ্কর অধিকারভূমি অংশ ও শামিল করিবার বিষয়ের রসুম লইবেন। এবং সে রসুমের নিরিখ।	ঐ	২	১।২।৩
সকর ও নিষ্কর অধিকারভূমি হস্তান্তর হইবার বিষয়ের রসুম।	ঐ	৩	১।২।৩
অধিকারভূমির সালিয়ানা জমা ও উৎপন্নের প্রস্তাব যথায় লেখা গিয়াছে। এবং হিসাবী কাগজ না দর্শাইলে দণ্ডকরণ উচিত হইবেক।	ঐ	৪	

উপরের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
উপরের লিখিত রসুম ও দণ্ড যাহার স্থানে ও যেমতে লওয়া যাইবেক।	১৫	৫	০
যে রসুম এক শত টাকার অধিক হইবেক না।	ঐ	৬	০
এই আইনের ২ দ্বিতীয় ও ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত রসুম যাহার স্থানে লওয়া যাইবেক।	ঐ	৭।৮	০
ঐ রসুম সরকারে দাখিল হইবেক ও কালেক্টরসাহেবেরা তাহার দাখিলা দিবেন।	ঐ	৯	০
দাং ইষ্টাম্পের বিষয়ের তলে।			
ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের বিষয়।			
এলাকা বারাণসের ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা যে অপরাধিগণকে আপনাহইতে ধরিবেক। এবং যাহারদিগেরে চৌকীদারেরা ধরে তাহারদিগেরে যাহার নিকটে দাখিল করিবেক। এবং তহসীলদারদিগের কথাক্রমে সহায়তা করিবেক।	২	২	০
শৈথিল্য করিলে দণ্ড কর্ত্তব্য হইবেক। এবং তাহারদিগের উপর যেমতে নালিশ হইবেক।	ঐ	৩	১
তাহারদিগের উপর শৈথিল্যের নালিশ হইলে তাহা মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা শুনিবেন ও তাহার বিচার যেমতে করিবেন। এবং যে সময়ে নোক্সানের নিশা দেওয়াইবেন ও নালিশ প্রমাণ হইলে যে হুকুম দিবেন। এবং সে বিচারের কাগজ নিজামৎ আদালতে পাঠাইবেন।	ঐ	ঐ	২
নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের যে হুকুম চূড়ান্তের তরে পাইবেক এবং যে মোকদ্দমার কাগজ যাহার নিকটে দেওয়া যাইবেক।	ঐ	ঐ	৩
ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৭ আইনের ৩ তৃতীয় ধারাক্রমে নালিশ হইলে তাহার বিচার দেওয়ানী আদালতে হইবেক।	৮	২	০
খাম গ্রামসকলের তহসীলদারেরা ও আমিলেরা অন্য২ মহালের তহসীলদারদিগের ন্যায় চুরী ও ডাকাইতীর জওয়াবের দায়ে ঠেকিবেক।	ঐ	৩	০
দাং দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের বিষয়ের তলে।			

মদিরাদি

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

মদিরাদি মাদক সামগ্রীর বিষয়।	আইন	ধারা	প্রকরণ
মদিরার ভাটীর হাসিল বদলাইতে গবরনর জেনরল পারেন্। এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তদর্থে আপনারদিগের কৃত পরামর্শ লিখিয়া যাঁহাকে দিবেন। এবং হাসিল বেশী হইবাতে কালেক্টরসাহেবেরা ও জজসাহেবেরা যেমতাচরণ করিবেন। এবং এ হুকুমের অনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত শক্তিহীন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা না হইবেন।	৭	৪	০
আফীনের বিষয়।			
যে তারিখহইতে কোম্পানির নিরধিকার দেশের আফীন আনিতে নিষেধ হইল।	১	৭	০
ঐ নিষেধের অন্যথা করিলে দণ্ডকরণ কর্ত্তব্য হইবেক। ...	ঐ	৮	০
কোম্পানির নিরধিকার দেশের আমদানী আফীন জব্দের দাঁড়া।	ঐ	৯	০
মফঃসল আপীল আদালতসকলের বিষয়।			
সদর দেওয়ানী আদালতের ভারের লাঘব নগদ ও জিনিসের মোকদ্দমার আপীল হইবার সম্পর্কে হইবার হেতু।	১২	১	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারার মধ্যের কিছু মৌকুফের। এবং পাঁচ হাজার টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যার মোকদ্দমার সম্পর্কে ঐ আদালতের ডিক্রী চূড়ান্ত হইবার। এবং পাঁচ হাজার টাকার অধিক হয় এমত সংখ্যার মোকদ্দমার বেওরা।	ঐ	২	০
আপীলের দরখাস্ত যথায় আদৌ দাখিল করিতে হইবেক। এবং জামিনদিগের প্রতি হুকুমের বেওরা এবং আপীলের আরজী মঞ্জুর বোধ যে তারিখহইতে হইবে তাহার নিদর্শনী এত্তেলানামা আপেলাণ্টকে দেওয়া যাইবেক। এবং নিষ্পত্তিহওয়া আদালতে আপীলের দরখাস্ত না মঞ্জুর হইলে তৎকালে আপেলাণ্ট যেমতাচরণ করিবেক।	১২	৩।৪	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ৩১ ধারা মৌকুফ হইল।	১৯	২	০

সদর

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দমার আপীল হয় কেবল তাহার কাগজপত্রের তরজমা তলব করিবার। ...	১৯	৩	১
জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে তরজমার কারণ কাগজপত্র পাঠাইবার ও পশ্চাৎ তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে চালানের মত।	ঐ	ঐ	২।৩
রেজিষ্টরসাহেবেরা ও আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা অবকাশক্রমে কাগজপত্রের তরজমা করিবেন। ও তাঁহারদিগের অবকাশ না থাকিলে জজসাহেবেরা বেওরা লিখিবেন। ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহার তরজমা অন্যের দ্বারা করাইবার হুকুম দিতে পারিবেন। এবং রেজিষ্টরসাহেবেরা সে তরজমা শুদ্ধ হইবার দায়ী হইবেন ও তাহার উপর দস্তখৎ করিবেন।	ঐ	৪	০
কাগজপত্র তরজমার বেতনের। এবং তাহা দিবার বেওরা।	ঐ	৫	০
ইষ্টাম্পের বিষয়।			
ইষ্টাম্পযুত কাগজ যোগাইবার কারণ জনেক সাহেব নিযুক্ত হইবেন।	৬	১২	০
তাঁহার খ্যাতি ও শপথ। এবং সে সাহেব যাঁহার হুকুমের তাবে থাকিবেন।	ঐ	১৩	০
ইষ্টাম্পযুত কাগজ যোগাইবার মত। এবং তাহা যাঁহারা তলব করিতে পারেন।	ঐ	১৪	০
ইষ্টাম্প যথায় খোদান যাইবেক। এবং তাহা খুদিতে সাবধানের। এবং আইন জারী না হইয়া গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে তাহার যত ফেরবদল হইতে পারে। এবং তাহার যে বিষয় আইন নির্দ্দিষ্টব্যতিরেকে বদলান যাইবেক না।	ঐ	১৫	১
ইষ্টাম্পের কারণ কাগজ যথাহইতে ও যেমতে খরীদ করা যাইবেক।	ঐ	১৫	২
ইষ্টাম্পযুত কাগজে যে সকল লিখন লেখা যাইবেক। এবং যে সকল লিখন তাহাতে না লিখিতে হইবেক তাহার বেওরা। এবং ইষ্টাম্পের রসুমের নিরিখ। এবং সে রসুমের মধ্যে যত রসুম যে নিয়মে কাজীরা পাইবেক। এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সা			

লের

	আইন	ধারা	প্রকরণ
লের ৩১ আইনের ৮ অষ্টম ধারার নিদর্শনী কাজীদিগের রসুম মৌকুফের। ও তাহার বিশেষ কথা।	৬	১৬	১
উপরের লিখিত ইষ্টাম্পের পাঠ।	ঐ	ঐ	২
ঐ কাগজের দীর্ঘ ও প্রস্থ নির্দ্ধার্য্যের দাঁড়া। ও তাহাতে ইষ্টাম্প যোগ হইলে পর তাহা কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠান যাইবেক।	ঐ	ঐ	৩
ইষ্টাম্পযুত কাগজ কাজীরা তলব করিবার দাঁড়া।	ঐ	ঐ	৪
কাজীরা আপনারদিগের তাবে মুল্লাগণকে ঐ কাগজ যোগাইবেক ও তাহার রসুমের দায়ী থাকিবেক।	ঐ	ঐ	৫
ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা কোন লিখনে মোহর করিলে কাজীদিগের দণ্ড কর্ত্তব্য হইবেক। এবং সে কাগজ সরকারের কোন দফ্তরে তাবৎ গ্রাহ্য হইবেক না যাবৎ নিরূপিত দণ্ড দিয়া তাহা দাখিলের রসীদ না দর্শায়। ও সে দণ্ড সরকারে দাখিল হইবেক। ও সে কাগজের পৃষ্ঠে তাহার রসীদ লেখা যাইবেক। এবং কাজীদিগের ত্রুটির সমাচার যাঁহাকে দেওয়া যাইবেক। এবং উপরের লিখিত হুকুম যে তারিখহইতে চলিবেক।	ঐ	ঐ	৬
যে তারিখহইতে দেওয়ানী আদালতসকলের সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক।	ঐ	১৭	১
ঐ ইষ্টাম্পের রসুমের নিরিখ।	ঐ	ঐ	ইং ২ লাং ৫
ঐ ইষ্টাম্পেরপাঠ।	ঐ	ঐ	৬
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ইষ্টাম্পের কারণ কাগজের নমুনা যাঁহার নিকটে দর্শাইবেন।	ঐ	১৭	৭
ইষ্টাম্পদৃষ্টেই কাহার স্বত্বাধিকার প্রমাণ হইবেক না। ..	ঐ	ঐ	৮
বিশেষ যে লিখন ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক। ..	ঐ	ঐ	৯
আদালতসকলের সাহেবেরা ঐ কাগজ উকীলগণকে যোগাইবেন। এবং তাহার হিসাব যেমতে রাখিবেন।	ঐ	ঐ	১০
ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহের কোন কাগজ দাখিল করিয়া লইলে সরকারের তরফ আমলাসকলের এবং বাদী ও প্রতিবাদির যে কেহ তাহা দেয়, তাহার দণ্ডকরণ কর্ত্তব্য হইবেক। এবং সেই বাদী কিম্বা প্রতিবাদী			

যাবৎ

	আইন	ধারা	প্রকরণ
যাবৎ সে দণ্ড না দেয় তাবৎ সে কাগজের ফলভাগী হইবেক না।	৬	১৭	১১
দেওয়ানী আদালতসকলের কাগজপত্রের নকল ইষ্টাম্পযুত কাগজে উঠাইতে হইবেক এবং তাহার রসুমের নিরিখ। আর ঐ ইষ্টাম্পের পাঠ।	ঐ	১৮	১।২
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যাঁহার স্থানে ঐ ইষ্টাম্পযুতের কারণ কাগজের নমুনা পাঠাইবেন।..... ...	ঐ	ঐ	৩
ইষ্টাম্পহীন কাগজে আদালতের কাগজপত্রের নকল উঠাইলে ও তাহাতে দস্তখৎ করিলে দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবদিগের ও আমলাসকলের দণ্ড কর্ত্তব্য হইবেক এবং যাবৎ ঐ দণ্ড না দাখিল হয় ও তাহার রসীদ না মিলে তাবৎ সে নকল গ্রাহ্য হইবেক না এবং এমত ত্রুটির সমাচার জজসাহেবেরা লিখিয়া গবরনর্ জেনরলের হজুরে পাঠাইবেন।	ঐ	ঐ	৪
যে হুকুমমতে যোত্রহীনদিগেরে উপরের লিখিত ইষ্টাম্পযুত দুই প্রকার কাগজ বিনাখরচে দিবেন।	ঐ	১৯	০
বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ও কালেক্টরসাহেবেরা যত কাগজের নকল দিবেন তাহা ইষ্টাম্পযুত কাগজে উঠাইতে হইবেক ও তাহার রসুমের নিরিখ।	ঐ	২০	১
ঐ ইষ্টাম্পের পাঠ।	ঐ	ঐ	২
বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যাঁহার নিকটে ঐ কাগজের নমুনা পাঠাইবেন।	ঐ	২০	৩
বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ও কালেক্টরসাহেবেরা যেমতে ইষ্টাম্পযুত কাগজ তলব করিবেন।	ঐ	ঐ	৪
ইষ্টাম্পহীন কাগজে কোন লিখনের নকল দিলে কালেক্টরসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের আমলাসকলের দণ্ড কর্ত্তব্য হইবেক। এবং ঐ বিষয়ের নির্দ্ধারিত দণ্ড ও তাহার রসীদ দাখিল না হইবা পর্য্যন্ত সে লিখন গ্রাহ্য হইবেক না।	ঐ	ঐ	৫
যে তারিখহইতে নগদকর্জা খতওগয়রহ ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক। এবং তাহার রসুমের নিরিখ। আর ইষ্টাম্পের পাঠ।	ঐ	২১	১।২
যাবৎ দণ্ড দাখিল না হয় এবং তাহার রসীদ না মিলে তাবৎ ঐ কাগজ গ্রাহ্য হইবেক না।	ঐ	ঐ	৩

কালেক্টর

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
কালেক্টরসাহেবেরা ঐ কাগজের নমুনা পাঠাইবেন। ..	৬	২১	৪
কালেক্টরসাহেবেরা যেমতে ঐ কাগজ তলব করিয়া লইবেন ও তাহার হিসাব রাখিবেন।	ঐ	ঐ	৫
যে সকল লোককে ঐ সকল কাগজ যোগাইবেন এবং তাহারা তাহার রসুম যে নিয়মে পাইবেক।	ঐ	ঐ	৬।৭
ইষ্টাম্পযুত কাগজে ঐ সকল লিখন লেখা গেলে তদ্দৃষ্টেই কাহারো স্বত্বাধিকার সাব্যস্থ বোধ হইবেক না।	ঐ	২২	০
এই ধারার লিখিত ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখন লিখিবার দাঁড়া।	ঐ	২৩	১
এ আইনের অন্যথা না হইবার অর্থে উপায়। এবং ইহার অন্যথাচরণ করিলে দণ্ড হইবার। আর যে সময়ে সেই দণ্ড যত লাঘব করিতে পারা যায়।	ঐ	ঐ	২।৩
লবণ ও চালুছাড়া অন্য যাবদীয় জিনিসের রওয়ানা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক ও তাহার রসুমের নিরিখ আর সেই ইষ্টাম্পের পাঠ।	ঐ	২৪	১।২
বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা যাঁহার নিকটে ঐ সকল কাগজের নমুনা পাঠাইবেন। এবং হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা ইষ্টাম্পের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে ইষ্টাম্পযুত কাগজ তলব করিয়া লইবেন।	ঐ	২৪	৩
ইষ্টাম্পহীন কাগজে রওয়ানা দিলে হাসিলের আমলাসকলের দণ্ড কর্ত্তব্য হইবেক। সে সমাচার সকল দফ্তরের সাহেবেরা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগকে দিবেন। এবং সেই ত্রুটিকারককে যে কেহ শাস্তি দিবেন। ও তাহার যে শাস্তি।	ঐ	ঐ	৪
যে ছাড়চিঠী ও রওয়ানা ফিরাইয়া পুনরায় লিখিতে হয় তাহা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক না।	ঐ	ঐ	৫
কাজীরদের ও উকীলগণের সনন্দ ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যাঁহার নিকটে ঐ কাগজের নমুনা দিবেন। ও তাহার রসুমের নিরিখ।	ঐ	২৫	১
ঐ ইষ্টাম্পের পাঠ।	ঐ	ঐ	২
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ঐ কাগজ সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে তলব করিয়া লইবেন এবং উকীলগণে			

ইষ্টাম্পের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
ইষ্টাম্পের রসুম না দিবাপর্য্যন্ত সওয়াল ও জওয়াব করিতে পারিবেক না।	৬	ঐ	৩
কাজীয়লকুজ্জাৎ কাজীদিগের সনন্দার্থে ঐ কাগজ তলব করিয়া লইবেক। এবং তাহার ইষ্টাম্পের রসুম সনন্দ দিবার পূর্ব্বে লইবেক।	ঐ	ঐ	৪
দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবেরা সনন্দের রসুমের হিসাব যেমতে লিখিবেন।	ঐ	ঐ	৫
সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে ত্রেজরির ইষ্টাম্পযুত না হইলে কোন কাগজ কাহাকেও দেন্।	ঐ	২৬	১
ত্রেজরির ইষ্টাম্পের পাঠ।	ঐ	ঐ	২
ত্রেজরির ইষ্টাম্পযুত করাইবার কারণ কাগজ পাঠাইবার দাঁড়া এবং সব ত্রেজর সাহেবের যে কর্ত্তব্য।	ঐ	ঐ	৩
যে তারিখহইতে উকীলগণের রসুমের মধ্যে শতকরা পাঁচ টাকা লওয়া যাইবেক।	ঐ	২৭	০
এ আইনের মতে পাওয়া রসুম সরকারে দাখিল হইবেক। এবং ইহার বিশেষ কথা।	ঐ	২৮	০
আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরলওগয়রহ ইষ্টাম্পের রসুমের হিসাব রাখিবার নক্সা ঠাহরিবেন।	ঐ	২৯	০
কেহ কৃত্রিম ইষ্টাম্প করিলে কিম্বা কৃত্রিম ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিক্রয় করিলে সে মোকদ্দমা দায়ের ও সায়েরী আদালতের বিচারের যোগ্য হইবেক।	ঐ	৩০	২
মদিরাদি মাদক সামগ্রী জন্মানের ও বিক্রয়করণের পাট্টা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক। এবং সেই ইষ্টাম্পের রসুমের নিরিখ।	১০	২	০
ঐ ইষ্টাম্পের পাঠ।	ঐ	৩	০
কালেক্টরসাহেবেরা ঐ ইষ্টাম্পযুত কাগজ তলব করিয়া লইবেন।	ঐ	৪	০
ইষ্টাম্পহীন কাগজে পাট্টা দিলে কালেক্টরসাহেবদিগের এবং যে কেহ ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা পাট্টা না পাইয়া মদিরা জন্মায় কিম্বা বিক্রয় করে তাহারো দণ্ড কর্ত্তব্য হইবেক।	ঐ	৫	০

মাজিস্ট্রেট্

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের নিকটে যে সকল মোকদ্দমা এককালে উপস্থিত হয় কিম্বা অন্যত্রহইতে সোপর্দ্দ হয় তাহা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক। এবং ইষ্টাম্পের রসুমের নিরিখ। আর গবর্নর্ জেনরল ঐ সকল কাগজের দীর্ঘও প্রস্থের নির্ণয় করিবেন।	১০	৬	০
ঐ ইষ্টাম্পের পাঠ।	ঐ	৭	০
যে মোকদ্দমার নালিশী আরজী দারোগাগণের নিকটে গিয়া তাহা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের স্থানে চালান না হয় তাহা ইষ্টাম্প যুত কাগজে লেখা যাইবেক না।	ঐ	৮	০
মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা যে সময়ে ইষ্টাম্পের রসুম মাফ করিতে পারেন্।	ঐ	৯	০
ঐ সাহেবেরা আসামীর স্থানহইতে ইষ্টাম্পের রসুম ফরিয়াদীকে দেওয়াইতে পারেন্।	ঐ	১০	০
মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা ঐ সকল কাগজ তলব করিয়া লইবেন এবং তাহার নিকাশ দিবেন।	ঐ	১১	০
৬ ষষ্ঠ আইনের লিখিত যে হুকুম এ আইনমতে চলিবেক।	ঐ	১২	০
ইষ্টাম্পের রসুম মাফ করিবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইনের লিখিত যে হুকুম চলিবেক না।	ঐ	১৩	০
মাফী রওয়ানা এবং দশ টাকার অধিক মূল্য না হয় এমত জিনিসের রওয়ানার ইষ্টাম্পের রসুম মাফ হইবেক। এবং হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা তাহার নিকাশ দিবেন।	ঐ	১৪।১৫	০
সদর দেওয়ানী আদালতের বিষয়।			
যে তারিখহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার আপীল ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের হজুরে হইতে পারিবেক।	১৬	১	০
ঐ আপীলের আরজী দিবার ও লইবার দাঁড়া।	ঐ	২	০
তথায় আপীলের যোগ্য যে মোকদ্দমা তাহার নির্দ্ধার্য্যের দাঁড়া।	ঐ	৩	০
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আপনারদিগের কৃত ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা মৌকুফ রাখিতে পারেন্। এবং			

তাহাতে

	আইন	ধারা	প্রকরণ
তাহাতে বাদি ও প্রতিবাদির স্থানে যেমতে জামিন লইতে হইবেক। আর ঐ উভয়কে এত্তেলানামা দেওয়া যাইবেক।	১৬	৪	০
তথায় যে সকল মোকদ্দমার আপীল হয় তাহার যাবদীয় কাগজের দুইপ্রস্ত নকল ইঙ্গরেজী অক্ষর ও ভাষায় করিতে হইবেক। এবং সে নকল প্রস্তুত করিবার খরচা বাদি ও প্রতিবাদির যে কেহ দেয় তাহাকেই রেজিষ্টরসাহেব সে নকল দিবেন এবং তাহাতে যত খরচা মিলে তাহা সরকারে দাখিল হইবেক।	ঐ	৫	০
কোন মোকদ্দমা কেবল তাহার সম্পর্কীয় চিহ্নিত আইনের মতে ডিক্রী হইয়া থাকিলে কিম্বা সে আইনের প্রস্তাব তাহার ডিক্রীতে রহিলে সে আইনের নকল তাহার রোয়দাদের শামিল করিতে হইবেক এবং বাদি ও প্রতিবাদিকে দিতে হইবেক।	ঐ	৬	০
ঐ বাদশাহ এবং তাঁহার খাস কৌন্সলী সাহেবেরা আপীল মঞ্জুর কিম্বা না মঞ্জুর করিবার কর্ত্তা আছেন।	ঐ	৭	০
দাং মফঃসল আপীল আদালতসকলের। এবং ইষ্টাম্পের বিষয়ের তলে।			
উকীলগণের বিষয়।			
গবরনর জেনরল সরকারী উকীলগণকে নিযুক্ত করিবেন। ..	৮	৪	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ২৫ ধারা রদ হইল। এবং উকীলগণের স্থানহইতে পূর্ব্বদত্ত সনন্দ ফিরাইয়া লইয়া নয়া সনন্দ দেওয়া যাইবেক। এবং সেক্রেটারির সাহেব সরকারী উকীলগণকে এখ্তারনামা দিবেন।	ঐ	৫	০
দাং ইষ্টাম্পের বিষয়ের তলে।			
জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের বিষয়।			
মোকাম বাকরগঞ্জের কমিস্যনরী সিরিস্তা মৌকুফ হইল। এবং তথায় দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারী নিদ্ধার্য্য হইল এবং তাহার সীমা সরহদ্দ। আর তথায় দায়ের ও সায়েরী আদালতের ভ্রমণ যেমতে করিতে হইবেক।	৭	২	০
মোকাম ঢাকা জলালপুরের আদালতের কাছারী উঠিয়া স্থানান্তরে বসিলে তৎকালে তথাকার দায়ের ও সায়েরী আদালতের ভ্রমণ যেমতে হইবেক।	ঐ	৩	০
যে তারিখহইতে জিলা চট্টগ্রামের জজসাহেব সকর ও			

নিম্নর

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
নিষ্কর ভূমির মোকদ্দমাবিশেষ কমিস্যানরদিগকে ভারিতে পারিবেন।	১৮	২	০
ঐ কমিস্যানরদিগের খ্যাতি। এবং সনন্দ। আর শপথ। ..	ঐ	৩	০
ঐ কমিস্যানরেরা যে দাঁড়ায় মোকদ্দমাসকলের বিচার করিবেক।	ঐ	৪	০
তাহারদিগের চলনার্থে পৃথক হুকুম।	ঐ	৫	১
কমিস্যানরেরা যে সময়ে শরা ও শাস্ত্রের মতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেক। এবং যেমতে ফতওয়া ও ব্যবস্থা লইবেক। এবং জজসাহেব মোকদ্দমার আপীল হইলে পুনরায় ফতওয়া ও ব্যবস্থা চাহিতে পারিবেন।	ঐ	ঐ	২
উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে যে ইশ্‌তিহারনামা দেওয়া যাইবেক। এবং কমিস্যানরেরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তিরকালে সকল হকদারের স্বত্বাধিকারের প্রস্তাব নিষ্পত্তিপত্রে লিখিবেক।	ঐ	ঐ	৩
উপরের লিখিত মোকদ্দমাসকলের ফিরিস্তি পৃথক করিয়া পাঠাইবেক।	ঐ	ঐ	৪
যে সময়ে জজসাহেব কমিস্যানরদিগকে বাচনি করিয়া ঠাহরিবেন ও তাহারদিগেরে মোকদ্দমা ভারিবেন।	ঐ	৬	০
পশ্চাৎ ঐ সমস্ত মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে হইতে পারে।	ঐ	৭	০
মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের বিষয়।			
ধরণা দিয়া বসিতে না পারিবার কারণ ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কান সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কর্ত্তব্য। এবং ধরণা দিলে দণ্ডকরণ উচিত। আর সে ইশ্‌তিহারনামা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দর্শাইবার দাঁড়া।	৫	২	০
ধরণার নালিশ হইলে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য।	ঐ	৩	০
ঐ মোকদ্দমা বিচারার্থে যেরূপে উপস্থিত করিতে হইবেক। এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলের পণ্ডিতগণের স্থানে যে মতে ব্যবস্থা লওয়া যাইবেক। আর অপরাধিগণের দণ্ডের। এবং সে হুকুম নিজামৎ আদালতে পাঠাইতে হইবেক না। ..	ঐ	৪	০

ইঙ্গরেজী

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২১ আইনের ১২ ধারার লিখিত দাঁড়া তাহার কোন২ মর্ম্মের নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় চলিবেক।	৫	৫	০
মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা আপনারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে শপথ করাইয়া পরে মাজিষ্ট্রেটী কার্য্য করিতে ভার দিবেন।	১৩	২	০
শপথ করণানন্তর আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের যে ভার হইবেক তাহার বেওরা।	ঐ	৩	০
আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা যে যে আইন মতে কার্য্য চালাইবেন।	ঐ	৪	০
দাংদায়ের ও সায়েরী আদালতের। এবং ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের। আর ইষ্টাম্পের বিষয়ের তলে।			

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাদুহারের হজুর কৌন্সেলহইতে
যে যে বিষয়ের যে যে আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের যে
যে তারিখে জারী হয় তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের আইনসকলের ফিরিস্তি।

১ প্রথম আইন। ১৯ জানুআরি।

বয়বিল্‌ওফার কটক্রমে কিম্বা সেমতান্যসংজ্ঞক কটে বিক্রীত ভূমির প্রতি আঘাত না হইতে পারিবার।

২ দ্বিতীয় আইন। ৯ ফিব্রুআরি।

দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলের জজসাহেবদিগকে সময়ক্রমে বিশেষ মোকদ্দমাসকলের ডিক্রীর উপর পুনর্বিচারের ভারার্পণের এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ আইনের কোন২ মর্ম্ম স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ২ মার্চ।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসের দেওয়ানী এলাকার আদালতসকল প্রতিবৎসর বন্ধ করিবার এবং তাহা বন্ধের কালে দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের ছয়২ মাসিয়া ভ্রমণারম্ভ না হইবার আর ঐ ভ্রমণ জিলায়২ ও শহরে২ হইবার দাঁড়া ধার্য্যের।

৪ চতুর্থ আইন। ৪ মাই।

নিমক চৌকীয়াতের আমলা তলবের মতের।

৫ পঞ্চম আইন। ৫ জুলাই।

সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমাসকলের আপীল হইবার ভার পুনর্লায়বের এবং আপীলের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হইবাপর্য্যন্ত নিরূপিতাপেক্ষা বিশেষিয়া জামিন লইবার আর নালিশের কালে সরকারে রসুম লইবার ও উকীলগণের রসুমের সংক্রান্ত চলন আইনসকলের কোন২ হুকুম স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৮ অষ্টাদশ আইনের ১০ দশম ও ১৪ চতুর্দ্দশ ধারানুসারে সমাধাহওয়া মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ রাখিবার হুকুম মৌকুফের।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সাল ১ প্রথম আইন।

বয়বেলওফার কটক্রমে কিম্বা সেমতান্যসংজ্ঞক কটে বিক্রীত ভূমির প্রতি আঘাত না হইতে পারিবার আইন শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্টসাহেবের হুজুর কৌন্সেল হইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের তারিখ ১৯ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ৯ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ১৭ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ৯ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ১৭ মাঘ মোতাবকে হিজরী ১২১২ সালের ১ শাবানে জারী হইল।

হেতুবাদ।

সুবে বেহারে অনেক কালাবধি পদ্য আছে যে লোকেরা আপনারদিগের ভূমি বন্ধক দিয়া কিম্বা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সুদ সমেত আসল অথবা কেবল আসল কর্জা টাকা শোধ না পড়িলে বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক এমত কটে বিক্রয় করিয়া কর্জ লয় ও এরূপ বিক্রয়ের সংজ্ঞা বয়বেলওফা কহে। এবং সুবে বাঙ্গালায় এপ্রকার কটে বিক্রয় হইলে তাহার সংজ্ঞা কট্‌কোবালা বলে। ইত্যাদিসংজ্ঞক কটে কিম্বা এতদনুসারের কটান্তরে বিক্রয়ের রীতি সুবে উড়িষ্যায় ও বারাণসেও অবশ্য থাকিতে পারে। ইহাতে সুদের বিষয়ের ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনের হুকুম জারী হইবার সময়হইতে এ পদ্য একা সুবে বেহারে বিস্তর বাড়িয়া খাতকেরা কর্জ শোধিতে উদ্যত থাকিবার কথা প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে তাহারদিগের ভূমি হস্তছাড়া হইবেক এই আশয়ে প্রায় অনেকেই বয়বেলওফার প্রবোধে নিয়ত কর্জ দিয়া এমত বিক্রয় সিদ্ধ করাইয়া ভূমি দখল করিবার বাসনায় খাতকেরা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কর্জ শোধিতে উদ্যত হইলে তাহা লইতে চাহে নাই অথবা কোন ছল ছুতা করিয়া সে টাকা লয় নাই। বিশেষত ইহার প্রমাণপ্রয়োগ যোগান খাতকদিগের শিরে থাকে ও না যোগাইতে পারিলে তাহারদিগের বন্ধক দেওয়া ভূমি বন্ধকগ্রহী তাগণের হস্তে যায় এই সকলহেতুক এরূপ খাতকদিগের রক্ষার্থে এমত এক দাঁড়া ধার্য্যকরণ আবশ্যক হয় যে তাহাতে খাতকেরা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কর্জা টাকা শোধিতে উদ্যত ছিল মহাজনেরা তাহা লয় নাই। এবং মহাজনদিগের ও খাতকদিগের উভয়তঃ হওয়া আপোসী একরারমতে কার্য্য না হইবার জন্যে ভূমিবিক্রয় সিদ্ধ পাইয়া তাহা যথার্থক্রমে মহাজনদিগকে অর্শিয়াছে কি না এসকল বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ অনায়াসে শীঘ্র যোগায় ও ইহাতে মহাজনেরা শঠতা করিতে না চাহিলে এ দাঁড়া ধার্য্যের ফলভাগীও হইতে পারে। অতএব উপরের লিখিত কুগতিক এবং অন্যং ব্যাঘাত না হইতে পারিবার নিমিত্তে শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্টসাহেবের হুজুর কৌন্সেলের বিবেচনায় নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ হুকুম

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িয়া ও বারাণসের আদালতসকলে এ আইন পঁহুছিলে পর কার্য্যে আসিবেক ইতি।

২ ধারা।

বয়বেলওফার কটে বিক্রীত ভূমি পুনরায় খাতকের হস্তবশ হইবার উপায়ের কথা।

যদি কেহ এ আইনের প্রথম ধারার লিখিত নিয়মে অর্থাৎ বয়বেলওফার কটক্রমে কিম্বা সেমত অন্যসংজ্ঞক কটে আপন ভূমি বিক্রয় করিয়া কর্জ লয় ও তদনন্তর সে কর্জ শোধিয়া সেই ভূমি উদ্ধার করিতে চাহে তাহার কর্ত্তব্য যে নিরূপিত মিয়াদ পূরিবার দিনে অথবা তৎপূর্ব্বে সুদ সমেত আসল কর্জা টাকা সেই স্বয়ং মহাজনকে দেয় অথবা সাধ্য রাখে যে সে ভূমি যে দেওয়ানী আদালতের সীমাভুক্ত সেই আদালতে সে টাকা আমানৎ রাখিয়া তথাকার জজসাহেবের স্থানে তাহার রসীদ সে টাকার সংখ্যা ও তাহা দাখিলের তারিখ ও আমানৎ রাখিবার হেতু নিদর্শনে লয়। ও তাহা মহাজনের স্থানে দিতে গেলে পূর্ব্বে এমত ভাবিয়া উপায় করে যে যদি মহাজন আপনি সে টাকা শোধ না লয় ও তন্নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তৎকালে সে টাকা মিয়াদের মধ্যে দিতে খাতক উদ্যত ছিল ইহা না মানে তবে পশ্চাৎ তাহার প্রমাণ যোগাইতে পারে।

জজসাহেব আমানৎ টাকার রসীদ খাতককে এবং সে বার্ত্তা ও টাকা মহাজনকে দিবার মতের কথা।

আর জজসাহেব আমানতী টাকা পাইলে উচিত যে সে সংবাদ মহাজনকে লিখেন ও মহাজন বয়বেলওফার কটের কোবালা ফিরিয়া দিলে কিম্বা তাহা ফিরিয়া দিতে না পারিলে যেহেতুক না পারে তাহা বিশিষ্টরূপে জানাইলে তাহার স্থানে নির্দায়পত্র ও দরখাস্ত লেখাইয়া লইয়া আদালতের দফ্তরে দাখিল করিয়া সেই আমানৎ টাকা তাহাকে দেন।

যে হিসাবে টাকা আমানৎ রাখিতে হইবেক তাহার কথা।

তাহাতে খাতক কত টাকা আমানৎ রাখিবেক ইহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে যদি এমতে বিক্রীত ভূমি মহাজন ভোগ না করিয়া থাকে তবে সুদ দিবার নিয়ম থাকিলে বৎসরে শতকরা ১২ বার টাকার হারে সুদ ধরিয়া আসলসুদ্ধা যত হয় তাহা। আর যদি মহাজন ও খাতকের আপোসে সুদ দিবার কিম্বা না দিবার করার কিছু না রহে তবে বৎসরে শতকরা ঐ ১২ বার টাকার হারেই সুদ ধরিয়া আসল সমেত যে মোট হয় তাহা কিন্তু যদি মহাজন ভূমি ভোগ করিয়া থাকে তবে কেবল আসল টাকা আমানৎ রাখিবেক। ও ইহাতে মহাজন আপন ভোগ করা ভূমির ভোগ কালের উৎপন্নের নিকাশী জমাখরচ দাখিল করিলে তৎকালে তাহা বিবেচিয়া হিসাব নিষ্পত্তি পাইবেক।

টাকা আমানৎ রাখিলে খাতকের স্বত্ব সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

বুঝিবেন যে খাতক উপরের প্রস্তাবিত দুই গতিকের যে কোন গতিকে টাকা আমানৎ রাখে তাহাতেই ভূমি উদ্ধার করিতে পারিবেক। ইহাতে যদি মহাজন ভূমি না ছাড়ে তবে তৎক্ষণাৎ খাতক সে ভূমি ছাড়াইয়া লইবার দাওয়া করিতে সাধ্য রাখিবেক পশ্চাৎ নীচের লিখনানুসারে তাহার হিসাব নিষ্পত্তি পাইবেক।

করারমতে দেনাপেক্ষা কম টাকা আমানৎ রাখিতে পারিবার বিধানের কথা।

এতদ্ভিন্ন যদি খাতক করারমতে দেনা টাকার সংখ্যাপেক্ষা কম আমানৎ দাখিল করিয়া এমত জানায় যে মহাজন আপন ভোগের কালে ভূমির উপস্বত্বের দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে যাহা পাইয়াছে তাহাবাদে তাহার আসল কি সুদের কিছু পাওনা হইবেক না তবে জজসাহেব সেই কমসংখ্যায় দাখিলকরা টাকাই আমানৎ রাখিবেন ও

উপরে

উপরের উল্লিখিত হুকুমমতে মহাজনকে সে সমাচার লিখিবেন। তাহাতে যদি মহাজন সে সংখ্যাপেক্ষা অধিক টাকা আপন পাওনা না কহে কিম্বা বিচারমুখে সেই কম সংখ্যাহইতে অধিক টাকা মহাজনের পাওনা না ঠাহরে তবে জানিবেন যে তাহাতেই সে ভূমি উদ্ধারিয়া লইবার অধিকার সর্ব্বতোভাবে খাতকের আছে। নচেৎ এ গতিকে মহাজনের বিনাসম্মতিতে অথবা কর্জা টাকা সমুদয় শোধপড়ন সাব্যস্থব্যতিরেকে সে ভূমিতে খাতক দখল পাইবেক না ইতি।

কম সংখ্যায় আমানতী টাকা লইবার সময়ের ও তাহাতে খাতকের স্বত্বলোপ না হইবার কথা।

৩ ধারা।

যদি মহাজন বয়বেলওফার কটক্রমে কিম্বা সেমত অন্য সংজ্ঞক কটে বিক্রীত ভূমি ভোগ করিয়া থাকে ও তাহাতে উভয়তঃ মহাজন ও খাতকের আপোসে হিসাব নিষ্পত্তি করিবার আবশ্যক হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনে বন্ধকী কর্জের বিষয়ে মহাজনদিগের দখলে ভূমি থাকিবার সময়ের উৎপন্নের নিকাশী জমাখরচ যে দাঁড়ায় দিবার ধার্য্য আছে সেই দাঁড়ায় এমত কটে বিক্রীত ভূমির মোকদ্দমাতেও নিকাশ যোগাইতে হইবেক। এতদ্ভিন্ন বন্ধকী ভূমির উপস্বত্বে কিম্বা প্রকারান্তরে খাতকের দ্বারা সমেতসুদ আসল কর্জা টাকা শোধ পড়িলে সে ভূমি উদ্ধার হইবার যে হুকুম ঐ আইনের ১০ দশম ধারায় আছে সে হুকুম এ আইনের লিখিত কটে বিক্রীত ভূমির প্রতি খাটে না ও খাটিবেক না ইতি।

মহাজনের ভোগকরা কটে বিক্রীত ভূমির উৎপন্নের নিকাশ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের মতে দিতে হইবার কথা।

৪ ধারা।

জানিবেন যে এ আইনের লিখিত বয়বেলওফার কটক্রমের কিম্বা সেমত অন্য সংজ্ঞক কটের কর্জা টাকা শোধের কারণ কেহ বরাতী টীপ দিতে চাহিলে তাহা মহাজনের বিনাস্বীকারে বলবৎ হইবেক না ও স্বীকার করিলে তাহার প্রামাণ্যগুহ কটে বিক্রীত কোবালা ফিরিয়া দিলে অথবা তদভাবে আপন পাওনা টাকা শোধ পাইবার নিদর্শনে নির্দায়পত্র লিখিয়া দিলে তদ্দৃষ্টে হইতে পারিবেক ইতি।

কর্জশোধার্থে দিবার বরাতী টীপ মহাজনের বিনামঞ্জুরে মাতবর না হইবার ও সে মঞ্জুরের মতের কথা।

৫ ধারা।

বুঝিবেন যে এ আইনের লিখিত হুকুম অসঙ্গত সুদছাড়া অপর যে একরার উভয়তঃ মহাজন ও খাতকের আপোসে হইয়া থাকে ও হয় তাহাতে চলিবেক না। এবং তদর্থে তাহারদিগের উভয়তঃ বিরোধ জন্মিলে তাহার বিচার ও সমাধা দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলে হইবেক ইতি।

অসঙ্গত সুদ না হইলে সাধু ও খাতকী আপোসী করারদাদ না টলিবার ও তদর্থের বিরোধ দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি পাইবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলের জজসাহেবদিগকে সময়ক্রমে বিশেষ মোক দ্দমাসকলের ডিক্রীর উপর পুনর্ব্বিচারের ভারার্পণের এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ আইনের কোনং মর্ম্ম স্পষ্ট ও পরিষ্কারকরিবার আইন শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেন্টসাহেবের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের তারিখ ১ ফিব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ৩০ মাঘ মওয়াফেকে ফস লী ১২০৫ সালের ৮ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ৩০ মাঘ মওয়া ফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ৮ ফালগুণ মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ২২ শাবা নে জারী হইল।

হেতুবাদ।

চলন কোন আইনমতে দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলের জজসাহেবেরা আ পনারদিগের কৃত কোন মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর পুনর্ব্বিচার করিতে পারেন্ না। বিশেষত আপীলের যোগ্য কোন মোকদ্দমার ডিক্রীতে কিছু ভুলচুক থাকিলে তাহার বিবেচনা আপীলের কালে হইতে পারিবেক এই বিবেচনায় তাঁহারা সে যোগ্য মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর পুনর্ব্বার বিচার করিবার আবশ্যকতা রাখেন্ না। ও তাঁ হারা স্বেচ্ছাধীন ঐ সকল মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর পুনরায় বিচার করিতে পারিলে ডিক্রীহওয়া বস্তুর পদার্থেও যথেষ্ট হ্রাসতা আসিতে এবং অপর গুরুতর অকৌশল অনেক জন্মিতে পারে। কিন্তু উচিত হয় যে যে সকল ডিক্রী তাহার ভুলদৃষ্টে কিম্বা আদৌ বিচারকালে যোগাইতে না পারিয়া থাকা কোন নব্য প্রমাণ দিতে পারণ হেতুক অথবা তদ্ভিন্ন আর যে কোন বিশিষ্ট হেতু এইক্ষণে উপস্থিত হইতে পারে না ও বিনাউপস্থিতে তাহার উপায় স্থির করিতেও পারা যায় না সে বিশিষ্ট হেতুতেইবা গোড়াগোড়ি না ফিরিয়া কোন বিষয় ফিরিতে কি গোড়াগোড়ি বা ফি রিতে পারে সে সকল ডিক্রীর উপর পুনর্ব্বিচার সময়ক্রমে করিতে পারিবার ভারার্পণ ঐ সাহেবেরদের প্রতি করা যায়। ও ইহাতে পুনর্ব্বিচার যে যে ডিক্রীর উপর কর্ত্তব্য তাহারো স্থৈর্য্যের নির্ভর ঐ সাহেবদিগের পরামর্শের প্রতি রাখা যায়। ও তাহাতে ঐ সাহেবদিগের যাঁহার যে পরামর্শ স্থির হয় তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে মঞ্জুরের দায় থাকে কারণ এই যে সদর দেওয়ানী আদালতে কিম্বা মফঃসল আপী ল আদালতসকলে অথবা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে যে সকল ডি ক্রীর উপর পুনর্ব্বিচার করিতে হয় তাহাতে কোন প্রকারে ব্যত্যয় না দর্শে এবং অসা বধানতাও না আইসে অতএব উপরের উল্লিখিত ফিরিতে পারিবার ডিক্রীসকলের উ পর পুনর্ব্বিচারার্থে আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারার

এবং

এবং ৫ পঞ্চম আইনের ৮ অষ্টম ও ১২ দ্বাদশ ধারার আর ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ও ১০ দশম ধারার প্রস্তাবিত মর্ম্মে সন্দেহ জন্মিল ইহা ভঞ্জনার্থে শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্টসাহেবের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এহুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসের আদালতসকলে এ আইন পঁহুছিলে পর কার্য্যে আসিবেক ইতি।

২ ধারা।

আপীলের অযোগ্য মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর পুনর্বিচারার্থে আরজী দিতে পারিবার মতের কথা।

কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে অথবা মফঃসল আপীল আদালতে হওয়া যে মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর চলন কোন আইনমতে আপীল না হইতে পারে সে ডিক্রীক্রমে যদি কেহ আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত মানিয়া সে ডিক্রীর ভুলদৃষ্টে কিম্বা আদৌ বিচারকালে সন্ধান না পাইয়া কি পাইয়া যোগাইতে না পারিয়া থাকা কোন নব্যপ্রমাণ দিবার নিমিত্তে অথবা আর কোন বিশিষ্ট হেতুতে সে ডিক্রীর উপর পুনর্বিচার করাইতে চাহে তবে সেই ডিক্রীহওয়া আদালতে তাহার উপর পুনর্বার বিচার করাইবার নিদর্শনে আরজী ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিয়া দিতে পারিবেক। তথাকার জজসাহেব কিম্বা সাহেবেরা তদ্দৃষ্টে সে ভুল সারিয়া ও হেতু বুঝিয়া তাহার ন্যায্য বস্তু অর্থাৎ হক দেওয়াইবার জন্যে সে ডিক্রীর উপর পুনরায় বিচারের আবশ্যক কোন পরামর্শাধীন জানিলে সে পরামর্শ লিখিয়া সেই আরজীর নকল ও তরজমাসুদ্ধা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া তথাকার হুকুমমতে সে আরজী ও নব্য প্রমাণাদি লইতে হয় লইবেন অথবা না লইবেন। আর যদি সে সাহেব কিম্বা সাহেবেরা এমত আরজীদায়কের দর্শান হেতু বিশিষ্ট জ্ঞান না করেন তবে তাহার দেওয়া আরজীর নকলআদি সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার আবশ্যক না জানিয়া সে আরজী নামঞ্জুর করিতে আপনারদিগের হুকুম বলবৎ হইবার বিধান আছে বুঝিবেন ইতি।

কোন ডিক্রীর উপর পুনর্বিচারের আবশ্যক জানিলে তদর্থের আরজীর নকলআদি সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া তথাকার হুকুমমতে কার্য্য করিবার কথা।

জজসাহেবেরা হেতু বুঝিয়া ঐ আরজী নামঞ্জুর করিতে পারিবার কথা।

৩ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলের ডিক্রীর উপর পুনর্বিচার করাইতে ও করিতে পারিবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে যে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালত অথবা মফঃসল আপীল আদালতহইতে চালানকরা তথায় হওয়া কোন মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর পুনর্বিচারার্থের আরজী পাইলে বিহিত বুঝিয়া তাহার উপর পুনর্বিচার করিবার নিমিত্তে হুকুম দিয়া যথাকার চালানী আরজী তথায় পাঠাইয়া দেন্। ও সদর দেওয়ানী আদালতে হওয়া মোকদ্দমার যে ডিক্রীর উপর আপীল বিলায়তে প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সলী সাহেবদিগের সন্নিধানে হওন অযোগ্য সে ডিক্রীর উপর পুনর্বিচারার্থের আরজী তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হইলে যদি তৎকালে ডিক্রীর নির্গত ভুলদৃষ্টে কিম্বা আরজীদায়ক মোকদ্দমার আদৌ বিচারকালে যোগাইতে না পারিয়া থাকা কোন নব্য প্রমাণ দিতে চাহিলে তাহা শুবণার্হ জানিয়া

অথবা

অথবা আর কোন বিশিষ্ট হেতুতে সে ডিক্রীর উপর পুনর্বিচার কর্ত্তব্য হয় তবে তা হা করিবেন। নচেৎ যদি এমত বুঝেন্ যে আরজীদায়ক আদৌ বিচারকালে সে নব্য প্রমাণ যোগাইতে পারিয়াও না যোগাইয়া এইক্ষণে দিতে চাহে তবে সেই নব্য প্রমাণ সে ডিক্রীর উপর পুনর্বিচারার্থে বিশিষ্ট জ্ঞান না করিয়া সে আরজী না মঞ্জুর করিবেন। কিন্তু এ গতিকে কোন হেতুতে সেমত আরজী মঞ্জুর করিলে সে হেতুকে আপনারদিগের রুবকারী রোয়দাদী বহীতে লিখিবেন ও সেই মঞ্জুরী আরজীর অনুসারে যে নব্য প্রমাণাদি লওয়া ও জানা উচিত ও অনুচিত তাহার হুকুম দিবেন ও তাহাতে তাঁহারদিগের এমত সকল হুকুম বিলায়তে আপীলের অযোগ্য যাবদীয় মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর পুনর্বিচারার্থের আরজীর প্রতি বলবৎ হইবেক ইতি।

আরজীদায়ক মোকদ্দমার আদৌ বিচারকালে দিতে পারিয়া না দিয়া থাকা প্রমাণ গ্রহণার্থে তাহার ডিক্রীর উপর পুনর্বিচার না করিবার কথা।

ঐ হুকুমের বিশেষ কথা।

৪ ধারা।

জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারার এবং ১৭৯৫ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে ঐ দুই ধারার প্রস্তাবিত মোকদ্দমাসকল শরার ও শাস্ত্রের মতে নিষ্পত্তি করেন্। বিশেষত ঐ দুই ধারার লিখনাধীন ঐ সকল আদালতের কাজী ও পণ্ডিতগণের প্রতি এমত হুকুম স্পষ্ট আছে বুঝা যায় যে তাঁহারা সে সকল মোকদ্দমায় ফতওয়া ও ব্যবস্থা দিবার নিমিত্তে সাক্ষাৎ থাকিবেন ও তাহাতে তাঁহারা যে ফতওয়া ও ব্যবস্থা দিবেন তাহা জজসাহেবেরা সঙ্গত জানিলে গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে ডিক্রী করিবেন। অথবা তাঁহারদিগের দেওয়া ফতওয়া ও ব্যবস্থাকে বাদি কিম্বা প্রতিবাদির দর্শান অন্য ফতওয়া ও ব্যবস্থাক্রমে অথবা কোন বলবৎ শরা ও শাস্ত্রদৃষ্টে অসঙ্গত বুঝিলে অন্য ফতওয়া কিম্বা ব্যবস্থা মফঃসল আপীল আদালতসকলের কাজী অথবা মুফ্তী ও পণ্ডিতগণের স্থানে ঐ আদালতসকলের জজসাহেবদিগের দ্বারা চাহিতে পারিবেন। কোনং আদালতে এমতে ফতওয়া ও ব্যবস্থা চাহিবার পদ্য পড়িয়াছে এবং এইক্ষণেও সমস্ত জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতসকলের জজসাহেবদিগকে ভার দেওয়া যাইতেছে যে যে সময়ে ঐ পদ্যানুসারে কার্য্য করিবার আবশ্যক হয় সে সময়ে তাহা করিবেন। এবং আদালতসকলের কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতগণছাড়া অপর কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতগণের স্থানে ফতওয়া ও ব্যবস্থা তলবকরণ ঐ সাহেবদিগের অকর্ত্তব্য জানিবেন এইহেতুক যে অপর কাজীপ্রভৃতি ফতওয়া ও ব্যবস্থা সঙ্গতাসঙ্গতের দায় ঠেকেন্ না। কিন্তু মোকদ্দমার বিচারকালে বাদি কিম্বা প্রতিবাদিতে যে কোন ফতওয়া ও ব্যবস্থা দর্শায় তাহা ঐ সাহেবেরদের লইবার বাধা নাই বরং উচিত বুঝিলে তাহা সঙ্গতাসঙ্গতের বিবেচনার কারণ আপনং আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী ও পণ্ডিতকে দেখান্ অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতগণের নিকটে পাঠান্ ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারার ও ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ৩ ধারার মর্ম্ম প্রকাশের কথা।

কাজী ও পণ্ডিতগণ যে সকল মোকদ্দমায় ফতওয়া ও ব্যবস্থা দিবেন তাহার এবং জজসাহেবেরা সে ফতওয়া ও ব্যবস্থা সঙ্গত জানিলে গ্রাহ্য করিবার কথা।

কাজীপ্রভৃতির দেওয়া ফতওয়া ও ব্যবস্থা অসঙ্গত হইলে তাহা পুনরায় যে আদালত হইতে চাহিতে পারা যায় তাহার কথা।

অন্য কাজীপ্রভৃতির স্থানে ফতওয়া ও ব্যবস্থা চাহিতে জজসাহেবদিগের প্রতি নিষেধের কথা।

ঐ সাহেবেরা বাদি ও প্রতিবাদির দর্শান ফতওয়া ও ব্যবস্থা লইতে বাধা না থাকিবার এবং তাহাতে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৫ ধারা।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ৮ ধারার ও ৬ আইনের ৪।৫ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের অর্থ অপরিষ্কার বোধের এবং তাহার বদলে নীচের তিন ধারা নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ৮ অষ্টম ধারার এবং ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের প্রস্তাবিত মোকদ্দমাসকলের ন্যায়ান্যায়ের বিচার মফঃসল আপীল আদালতসকলের জজসাহেবেরা ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা নিজে করিতে পারিবার মর্ম্ম বোধ ঐ সকল ধারা ও প্রকরণের অর্থাধীন না হইয়া সন্দেহ জন্মিল অতএব ঐ সকল ধারাদি রদ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে নীচের তিন ধারা নির্দ্দিষ্ট করা গেল ইতি।

৬ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকা কি নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমাঘটিত আরজী লইয়া তাহাতে হুকুম দিতে পারিবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতসকলের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারদিগের ব্যাপ্য যে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকা অথবা নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার সম্পর্কীয় আরজী পাইলে যদি এমত প্রমাণ হয় যে আরজীদায়ক সে আরজী পূর্ব্বে সেই দেওয়ানী আদালতে দিয়াছিল কিম্বা তাহা দিবার অনেক চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু তথাকার জজসাহেব তাহা লন্ নাই কিম্বা লইয়া তাহার বিচার করেন্ নাই অথবা সে আদালতের আমলায় নষ্টতা করিয়া তাহা দাখিল করিতে দেয় নাই তবে সে আরজী লইয়া আইনমতে তাহার বিচার করিবার নিমিত্তে এক হুকুমনামা সেই আপীল আদালতের মোহরে ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে সেই দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নামে লেখাইয়া পাঠান্ ইতি।

৭ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকা কি নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাঘটিত আরজী লইয়া তাহাতে হুকুম দিতে পারিবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে যে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকা অথবা নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার সম্পর্কীয় আরজী পাইলে যদি এমত সাব্যস্ত হয় যে আরজীদায়ক সে আরজী পূর্ব্বে সেই দেওয়ানী আদালতে দিয়াছিল কিন্তু তথাকার জজসাহেব তাহা লন্ নাই কিম্বা লইয়া তাহার বিচার করেন্ নাই অথবা সে দেওয়ানী আদালত যে মফঃসল আপীল আদালতের ব্যাপ্য তথায় সে আরজী দিয়াছিল তথাকার সাহেবেরাও এ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখনানুসারে তাহাতে হুকুমনামা দিতে অবজ্ঞা করিয়াছেন তবে সে আরজী লইয়া আইনমতে তাহার বিচার করিবার জন্যে এক হুকুমনামা সদর দেওয়ানী আদালতের মোহরে ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে সেই দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নামে লেখাইয়া পাঠান্ ইতি।

৮ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতস

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে যে কোন মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত থাকা কিম্বা নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার সম্পর্কীয় আরজী

জী পাইলে যদি এমত প্রতিপন্ন হয় যে আরজীদায়ক সে আরজী পূর্ব্বে সেই মফঃসল আপীল আদালতে দিয়াছিল কিন্তু তথাকার জজসাহেবেরা তাহা লন্ নাই কিম্বা লইয়া তাহার বিচার করেন্ নাই তবে সে আরজী লইয়া আইনমতে তাহার বিচার করিবার কারণ এক হুকুমনামা সদর দেওয়ানী আদালতের মোহরে ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে সেই মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবদিগের নামে লেখাইয়া পাঠান্ ইতি।

কলে উপস্থিত থাকা কিনিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাঘটিত আরজী লইয়া তাহাতে হুকুম দিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১২ দ্বাদশ ধারায় এবং ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারায় হুকুম আছে যে মফঃসল আপীল আদালতসকলের জজসাহেবেরা আপেলাণ্টদিগের স্থানে পূর্ব্ব ডিক্রীদৃষ্টে বিহিত বুঝিয়া সিক্কা ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক সংখ্যা না হয় এমতানুসারে খরচার নিশা দিবার ও ডিক্রী মানিবার কারণ মাতবর মালজামিন লইবেন। কিন্তু ঐ দুই ধারার মর্ম্ম পরিষ্কার বুঝা যায় না এবং ঐ সংখ্যানির্ণীত টাকার উপর জামিন লওয়াতেও দোষ দর্শিল। অতএব এই ধারামতে ঐ দুই ধারা নিবর্ত্তিয়া তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত ধারা নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

আপেলাণ্টদিগের স্থানে জামিন লইবার নির্দর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১২ ধারা এবং ৬ আইনের ১০ ধারার বদলে নীচের ধারা নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

১০ ধারা।

যদি কেহ আপীলের যোগ্য মোকদ্দমার আপীল করিয়া তাহার ওকালতীতে আদালতের চিহ্নিত কোন উকীলকে নিযুক্ত করিতে চাহে তবে কর্ত্তব্য যে সে উকীলের রসুমের ও আপীলের খরচার নিশার কারণ মাতবর মালজামিনী তাহার আপীলের আরজীর সঙ্গে দাখিল করে। জামিনী দাখিল না করিলে যদি যোত্রহীনদিগের সম্পর্কীয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ ষট্চত্বারিংশৎ আইনের অনুসারে আপেলাণ্ট যোত্রহীন প্রমাণ না হয় তবে তাহার আপীলের আরজী লওয়া যাইবেক না এবং যেরূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারায় কেহ আপীলের আরজী দিয়া নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে ঐ আইনের লিখিত আপীলের নিরূপিত রসুম দাখিল না করিলে সে মিয়াদ গতে তাহার আপীল করিবার অধিকার না থাকিবার হুকুম আছে সেই রূপে এই ধারার অনুসারে কেহ আপীলের আরজী দিয়া এই ধারার নির্ণীত জামিনী নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করিলে সে মিয়াদ গতে তাহার আপীলকরণের অনধিকার হইবেক। আর যদি কোন আপেলাণ্ট মোকদ্দমার আপীল করিবার সময়ে তাহার সওয়াল ও জওয়াব নিজে করিতে চাহিয়া তদনন্তর আদালতের চিহ্নিত উকীলগণের কাহাকেও নিযুক্ত করিতে চাহে তবে উচিত যে পূর্ব্বে সে মোকদ্দমার আপীলের খরচার নিশার কারণ যে জামিনী দাখিল করিয়া থাকে তাহাছাড়া সেই উকীলের রসুমের মাতবর মালজামিনী সে উকীল নিযুক্ত করিবার দরখাস্তের কিম্বা উকীলের নামের ওকালৎনামার স

কেহ মোকদ্দমার আপীল করিয়া উকীল রাখিলে তাহার রসমের ও আপীলের খরচার জামিনী আপীলের আরজীর সঙ্গে দাখিল করিবার কথা।

যোত্রহীন প্রমাণব্যতীতে জামিনী দাখিল না করিলে তাহার আপালের আরজী না লওয়া যাইবার কথা।

কেহ আপীলের আরজী দিয়া মিয়াদের মধ্যে জামিনী দাখিল না করিলে আপীল করিতে না পারিবার কথা।

কেহ মোকদ্দমার আপীল করিবার কালে সওয়াল ও জওয়াব নিজে করিতে চাহিয়া পশ্চাৎ উকীল রাখিতে চাহিলে তাহা পারিবার কথা।

মভিব্যাহারে

বিশেষ গতিকছাড়া কোন মোকদ্দমায় ওকালতী রসুমের জামিনী দাখিলবিনা কোন উকীল সওয়াল ও জওয়াব না করিবার কথা।

মতিব্যাহারে দাখিল করে ও এমত করিলে সে জামিনী মঞ্জুর হইবেক এবং এই আইনক্রমে তাহারমোকদ্দমার আপীল করিবার অধিকার থাকিতেও পারিবেক। নতুবা যোত্রহীনদিগের সম্পর্কীয় ঐ ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইনের এবং অপর বিষয়ী ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের লিখিত গতিকছাড়া অন্য কোন মোকদ্দমায় উকীলগণের কেহ ওকালতী রসুমের মালজামিনী বিনাদাখিলে কাহার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবেক না ইতি।

VOL. III. 156.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসের দেওয়ানী এলাকার আদালতসকল প্রতিবৎসর বন্ধ করিবার এবং তাহা বন্ধের কালে দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের ছয়২ মাসিয়া ভ্রমণারম্ভ না হইবার আর ঐ ভ্রমণ জিলায়২ ও শহরে২ হইবার দাঁড়া ধার্য্যের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের তারিখ ২ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ২১ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ২৯ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ২১ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ২৯ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ১৩ রমজানে জারী হইল।

হেতুবাদ।

দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলের আমলা ও উকীল হিন্দুগণে প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবপর্ব্বের যোগে ও মুসলমানেরা মহরম্পরবের কালে তত্তৎকালিক স্বস্ব ধর্ম্ম কর্ম্মের নিমিত্তে এবং পরিজন স্বজনদিগেরে দেখিবার কারণেও বিদায় হইয়া ঘরে যাইতে চাহে এপ্রযুক্ত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিহিত বোধ হইল যে ঐ দুই পর্ব্বসময়ে দেওয়ানী এলাকার আদালতসকল সমস্তই বন্ধ থাকে। ও এ গতিকে ইহা বন্ধের বিশেস তাৎপর্য্য এই যে ঐ আদালতসকলের জজসাহেবেরা ও রেজিষ্টরসাহেবেরা আপনারদিগের নিজ কার্য্যার্থে বিদায়ের বাসনা রাখিলে তত্তৎ কালে যাহার যে কর্ম্মস্থান তথাহইতে বিদায় হইতে পারেন্ এইহেতুক যে ঐ সাহেবেরা কর্ম্মস্থানে সাক্ষাৎ না রহিলে আদালতসকলের দেওয়ানী ও ফৌজদারীর ব্যাপারের যত ক্ষতি ঐ আদালতসকল খোলা থাকিবার সময়ে হয় তত ক্ষতি ঐ আদালতসকল বন্ধের কালে হইতে পারে না। আর ইহাতে হজুর কৌন্সেলে চাহেন যে ঐ সাহেবেরা ঐ দুই পর্ব্বসময়ে আপনারদিগের দরখাস্ত মতে বিদায়ের অনুমতি পাইলে তদ্দিতর কোন সময়ে অত্যাবশ্যক কিছু বিষয়ের নিমিত্তব্যতিরেকে বিদায় না চাহেন্। এতদ্ভিন্ন দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের ছয়২ মাসিয়া ভ্রমণের দাঁড়া স্থির না পড়িলে বিচারাপেক্ষিত কোন স্থানের বন্দিগণে অল্প ও কোন স্থানের বন্দিগণে বিস্তর ক্লেশ পায় এমত ভাবনায় হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ সুবেজাতের জিলায়২ ও শহরে২ দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের ছয়২ মাসিয়া ভ্রমণ করিবার দাঁড়া ধার্য্য হইল। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৯ নবম ধারামতে শহর জাহাঁগীরনগরের ও মুরশিদাবাদের ও আজীমাবাদের এবং জিলা ঢাকা জলালপুরের ও মুরশিদাবাদের ও চব্বিশপরগনার বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচার হইবাতে কিছু উপকার দর্শে নাই

কারণ

কারণ এই যে তদনুরোধে দায়রে ও সায়েরী আদালতসকলের জজসাহেবেরা অন্যং জিলায় তত্তৎ স্থানের বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচার করিতে যাইবার বিস্তর বিলম্ব হইত এবং তাঁহারা ঐ নামনির্দ্দিষ্ট শহর ও জিলাসকলে ঘনং যাইবাতে তথাকারং মাজিস্ট্রেটী অর্থাৎ ফৌজদারী কার্য্যের ভণ্ডুল হইত অতএব অন্য জিলা সকলে দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের ভ্রমণ হইবার সম্পর্কীয় হুকুম এইক্ষণে উপরের নামনির্দ্দিষ্ট শহর ও জিলাসকলে খাটিবার মহতাভিলাষ সফলার্থে হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্ধার্য্য হইল জানিবেন যে এ হুকুম ঐ সুবেজাতের আদালতসকলে এ আইন পঁহুছিলে পর কার্য্যে আসিবেক ইতি।

২ ধারা।

এলাকাসকলের মফঃসল আপীল আদালত এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালত প্রতিবৎসর দুর্গোৎসব ও মহরমের কালে বন্ধ থাকিবার কথা।

ঐ বন্ধের মিয়াদের কথা।

এলাকাসকলের মফঃসল আপীল আদালত এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালত প্রতিবৎসর ইঙ্গরেজী সেপ্তেম্বর অথবা অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে হিন্দু ধর্ম্মের পর্ব্ব দুর্গোৎসবের যোগে তৎপর্ব্বারম্ভের পূর্ব্ব দশ দিন থাকিতে সাবন গণনার একমাস অর্থাৎ ৩০ ত্রিশ দিবসপর্য্যন্ত এবং মুসলমানী ধর্ম্মের যে পরব মহরমের দিনের নৈত্য চান্দ্রমাসের গণনাহেতুক হইতে পারে না তাহার কালে সেই পরব আরম্ভের অগ্রে পাঁচদিন রহিতে পনের দিবস অবধি বন্ধ থাকিবেক। ইহাতে যদি দুর্গোৎসব ও মহরম দুই পর্ব্ব এককালে হয় তবে একং পর্ব্বের কারণ পৃথকং সময় নিরূপণে ঐ আদালতসকল বন্ধ থাকিবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু যদি ঐ আদালতসকল দুর্গোৎসবের যোগে বন্ধ থাকিবার মিয়াদের সন্ধিতে মহরম উদয় পায় কিম্বা মহরমের কালে বন্ধ করিবার মুদ্দতের সন্ধিতে দুর্গোৎসব উপস্থিত হয় তবে সে সময়ে ঐ দুই পর্ব্ব সাঙ্গের নৈমিত্তিক নিরূপিত কাল মিয়াদ গত না হইবাপর্য্যন্ত ঐ আদালতসকল বন্ধ রহিবেক ইতি।

৩ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা নিজ আদালত বন্ধ করিতে ও না করিতে পারিবার কথা।

উপরের লিখিত দুই পর্ব্বের কালে সদর দেওয়ানী আদালত বন্ধ করিবার কি না করিবার অর্থে তথাকার সাহেবেরা যাহা ভাল বাসেন্ তাহাই করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

দেওয়ানী এলাকার আদালতসকল বন্ধের কালে দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের ভ্রমণ না হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৩ তৃতীয় আইনের অনুসারে হুকুম আছে যে প্রতিবৎসর কেবল এলাকা জাহাঁগীরনগরের দায়ের ও সায়েরী আদালতের ছয়ং মাসিয়া ভ্রমণ ১ জানুআরি ও ১ জুলাইমাসে আরম্ভ হইবেক তদিতর এলাকাসকলের ঐ আদালতের ছয়ং মাসিক ভ্রমণ ১ মার্চে ও ১ অক্তোবর মাসে আরম্ভ করা যাইবেক ইহাতে কখনং ঐ ভ্রমণারম্ভের নিয়মিত কালে দেওয়ানী এলাকার আদালতসকল বন্ধের নিরূপিত সময় উপস্থিত হইতে পারে অতএব হুকুম হইতেছে যে যৎকালে এ গতিক দর্শে তৎকালে দেওয়ানী এলাকার আদালতসকল বন্ধ থাকিবার নিরূপিত

কাল

কাল মিয়াদ গত না হইবাপর্য্যন্ত দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের ভ্রমণ রহিত হইবেক কিম্বা যে যে জিলায় আদৌ ভ্রমণারম্ভ হয় সেইং জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎকালে যত দিন দায়ের ও সায়েরী আদালতের ভ্রমণ বারণের আবশ্যক জানেন্ তাহা সেই এলাকার দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের স্থানে লিখিয়া অভিমত করাইবেন। কিন্তু ভ্রমণারম্ভ হইলে পর যদি এ গতিক দর্শে তবে সে সময়ে ঐ ভ্রমণের বিরাম হইবেক না এবং সে সময়ে দায়ের ও সায়েরী আদালতে কেহ হাজির হইবার আবশ্যক থাকিলে তাহাও দেওয়ানী এলাকার আদাতসকল বন্ধের নিরূপিত কাল সাপেক্ষায় ক্ষমা পাইবেক না কিন্তু এ গতিক কদাচিৎ দর্শিবেক ইতি।

ঐ ভ্রমণারম্ভ হইলে পর তাহা দেওয়ানী এলাকার আদালতসকল বন্ধের কালানুরোধে নিবৃত্ত না হইবার ও তৎকালে দায়ের ও সায়েরী আদালতে হাজির হইবার লোকের হাজিরহওয়াও ক্ষমা না হইবার কথা।

৫ ধারা।

সুবেজাতের অন্য জিলাসকলের বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচার যেমত ছয়ং মাসান্তর হয় সেইমতে উত্তরকাল শহর জাহাঁগীরনগরের ও মুরশিদাবাদের ও আজীমাবাদের এবং জিলা ঢাকা জালালপুরের ও মুরশিদাবাদের ও চব্বিশপরগনার বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচার হইবেক এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের জজসাহেবেরাও নীচের ধারার লিখিত প্রণালীপূর্ব্বক ভ্রমণ করিবেন। তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৩ তৃতীয় আইনে ও অন্যাংবহালী আইনসকলে জিলা ও শহরসকলের বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচারার্থে যত হুকুম এ হুকুমের বহির্ভূত আছে তাহা সমস্তই রদ হইবেক ইতি।

সুবেজাতের অন্য জিলাসকলের বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচার হইবার মতে এই ধারার লিখিত নামনির্দ্দিষ্ট শহর ও জিলাসকলের বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচার হইবার কথা।

৬ ধারা।

উত্তরকালে দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের পাঁচ এলাকা অর্থাৎ কলিকাতার ও জাহাঁগীরনগরের ও মুরশিদাবাদের ও আজীমাবাদের ও বারাণসের সমস্ত জিলা ও শহরসকলের ভ্রমণ ছয়ং মাসান্তর নীচের কৃত স্থির প্রণালীপূর্ব্বক হইবেক তাহাতে যদি কোন হেতুতে ঐ আদালতসকলের ভ্রমণ এ প্রণালী ফিরাইয়া করিবার আবশ্যক হয় তবে ঐ আদালতসকলের জজসাহেবেরা সে হেতু বেওরাইয়া নিজামৎ আদালতে লিখিবেন ও তথাকার বিনাহুকুমে এ প্রণালির ব্যতিপ্রস্থে ভ্রমণ করিবেন না।

দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের ভ্রমণ উত্তরকালে হইবার দাঁড়ার কথা।

এলাকা কলিকাতার তাবে।

জিলা বীরভূমি। জিলা বর্দ্ধমান। জিলা মেদিনীপুর। জিলা হুগলী। জিলা নদিয়া। জিলা যশোহর। জিলা চব্বিশপরগনা।

এলাকা জাহাঁগীরনগরের তাবে।

জিলা ময়মনসিংহ। জিলা শ্রীহট্ট। জিলা ত্রিপরা। জিলা চট্টগ্রাম। জিলা বাকরগঞ্জ। জিলা ঢাকা জলালপুর। শহর জাহাঁগীরনগর।

এলাকা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

এলাকা মুরশিদাবাদের তাবে।

জিলা ভাগলপুর। জিলা পূরণিয়া। জিলা দিনাজপুর। জিলা রঙ্গপুর। জিলা রাজশাহী। জিলা মুরশিদাবাদ। শহর মুরশিদাবাদ।

এলাকা আজীমাবাদের তাবে।

জিলা শাহাবাদ। জিলা সারণ। জিলা তীরহুথ। জিলা বেহার। জিলা রামগড়। শহর আজীমাবাদ।

এলাকা বারাণসের তাবে।

জিলা গাজীপুর। জিলা জওয়ানপুর। জিলা মৃজাপুর। শহর বারাণস।

৭ ধারা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় জজসাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৩ আইনের মতে অগ্রপশ্চাৎক্রমে ভ্রমণ করিবার কথা।

ঐ ৩ আইনের যে যে হুকুম রদ ও বদল না হয় তাহা বহাল থাকিবার কথা।

একং এলাকার দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের মধ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাহেব একেং অগ্রপশ্চাৎক্রমে আপনং এলাকার তাবে উপরের লিখিত সমস্ত জিলায়ং ও শহরেং সেই মতে ভ্রমণ করিবেন যেমত ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ২ দ্বিতীয় ধারায় হুকুম আছে। ও জানিবেন যে ঐ তৃতীয় আইনের লিখিত ছয়ং মাসিয়া ভ্রমণের ও অপর বিষয়ের যে হুকুম এ আইনের অনুসারে নিবৃত্ত কিম্বা পরিবৃত্ত হইয়া নব্য হুকুম না হয় তাহা সমস্তই সাব্যস্ত থাকিবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

নিমক চৌকীয়াতের আমলা তলবের মতের আইন শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্টসাহেবের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের তারিখ ৪ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৫ সালের ২৪ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ২৪ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৫ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ১৬ জীকাদে জারী হইল।

হেতুবাদ।

নিমক চৌকীয়াতের যে আমলারা নিষিদ্ধ নিমকের কারবারের বারণার্থে স্থানে২ নিযুক্ত হয় তাহারা যদি সাক্ষ্য দিবার জন্যে কিম্বা সঙ্গত নালিশের জওয়াবের কারণ অথবা তাহারদিগেরে চৌকীয়াৎ ছাড়া করিয়া নিষিদ্ধ নিমক চালাইবার চেষ্টায় তাহারদিগের নামে মিথ্যা প্রবন্ধে অসঙ্গত নালিশহওয়া মোকদ্দমাসকলের জওয়াবের নিমিত্তে সপীনা কিম্বা তলবচিঠী হইলে তৎকালে আপনারদিগের চৌকীয়াৎ ছাড়া উচিত বিধান হয় তবে নিমক পোখ্তানীর প্রসাদাৎ সরকারের যে লাভপ্রসক্তি আছে তাহাতে এবং যে ব্যাপারিরা হুকুমমতে নিমক খরীদ করে তাহারদিগের সম্পর্কেও বিস্তর ক্ষতি দর্শিবেক অতএব ঐ সকল কুগতিক না হইতে পারিবার নিমিত্তে শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্টসাহেবের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

বোর্ড ত্রেডওগয়রহের সাহেবেরা আমলার নামনিদর্শনে নিমক চৌকীয়াতের শুমারী ফর্দ্দ এবং কোন চৌকীর স্থান কিম্বা আমলার পরিবর্ত্ত হইলে সে বার্ত্তা দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার কথা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা ও নিমক মহালের সাহেবেরা ও মোকাম নারায়ণগঞ্জের আমীনসাহেব যাঁহারং ব্যাপ্য নিমক চৌকীয়াতের আমলা থাকে তাঁহারং কর্ত্তব্য যে যথায়ং চৌকীয়াৎ রহে তাহার শুমারী ফর্দ্দ প্রত্যেক স্থানের আমলার নামনবীসীসুদ্ধা সেইং এলাকার দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ এবং কোন চৌকীর স্থানের কিম্বা আমলার পরিবর্ত্ত হইলেও অব্যাজে সে সংবাদ সেই আদালতে লিখেন্ ইতি।

৩ ধারা।

দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমার তলবচিঠী চালাইবার মতের কথা।

যদি কেহ নিমক চৌকীয়াতের কোন আমলার নামে নালিশ করে তবে কর্ত্তব্য যে সে আমলার যে ভার থাকে তাহা নালিশী আরজীতে লিখে তদ্দৃষ্টে জজসাহেব সে আমলার নামে তলবচিঠী করিয়া সেই আরজীর নকল সমেত বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের কিম্বা নিমক মহালের সাহেবদিগের অথবা নারায়ণগঞ্জের আমীন

সাহেবের

সাহেবের যথাকার ব্যাপ্য সে চৌকী হয় তথায় পাঠাইয়া দিবেন। ও তথাকার সাহেব অব্যাজে জনেককে সে চৌকীর কার্য্যের সরবরাহকারণ পাঠাইবেন এবং সেই আসামীকেও আদালতের পিয়াদার সঙ্গে চালান করিবেন ইহাতে যদি সে তলবচিঠী পিয়াদার হাওয়ালে হইয়া না চলিয়া থাকে তবে সে আসামীকে আপনি আদালতে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

৪ ধারা।

জামিন লইবার বিধি থাকা মোকদ্দমার দস্তক চালানের মতের কথা।

আইনমতে জামিন লইবার বিধিথাকা কোন মোকদ্দমায় কেহ নিমক চৌকীয়াতের আমলার কাহার নামে মাজিষ্ট্রেট অর্থাৎ ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে নালিশ করিলে উপরের লিখনানুসারে তলবচিঠীর দাঁড়ায় সে আসামীর নামে দস্তক হইবেক ও সে দস্তক যে সাহেবের নিকটে চলিবেক সে সাহেব মাজিষ্ট্রেটসাহেবের দস্তকের লিখনানুসারে সে আসামীর স্থানে জামিন লইবেন অথবা তাহাকে কিম্বা তাহার পক্ষের উকীলকে ফৌজদারী কাছারীতে শীঘ্র চালান করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

জামিন লইবার বিধি না থাকা মোকদ্দমার দস্তক জারীর মতের কথা।

আইনমতে জামিন লইবার বিধি না থাকা কোন মোকদ্দমায় কেহ নিমক চৌকীয়াতের আমলার কাহার নামে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানে শপথপূর্ব্বক নালিশ করিলে ও সে সাহেব তাহাকে ধরিবার যোগ্য বুঝিলে অন্যং লোকের উপর যে রূপে দস্তক জারী হয় সেই রূপে তাহার উপরেও জারী করিবেন কিন্তু তাহাতে ফৌজদারীর পিয়াদার কর্ত্তব্য যে সে আসামীকে ধরিবামাত্র তাহার সমাচার এলাকা বুঝিয়া বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের কিম্বা নিমকমহালের সাহেবদিগের অথবা নারায়ণগঞ্জের আমীনসাহেবের স্থানে লিখে ইতি।

৬ ধারা।

পোলীসের দারোগারা নিমক চৌকীয়াতের আমলার নামে হওয়া নালিশে যে মতাচরিবে তাহার কথা।

পোলীসের থানার দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে যদি তাহারদিগের কাহার নিকটে নিমক চৌকীয়াতের কোন আমলার নামে নালিশ হয় তবে ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করে ইতি।

৭ ধারা।

নিমক চৌকীয়াতের আমলাকে সাক্ষিক্রমে তলব করিবার মতের কথা।

নিমক চৌকীয়াতের আমলার নামে সাক্ষিক্রমের সপীনা ৩ তৃতীয় ধারার লিখনানুসারে চালাইতে হইবেক কিন্তু বিনাবশ্যকে কোন আমলার তলব না হয় ইহাতে জজসাহেবেরা অতিসাবধান থাকিবেন ও তাহারা হাজির হইলে যত ত্বরাতে পারেন্ জোবানবন্দী করিয়া বিদায় দিবেন এইহেতুক যে আমলারা পারতপক্ষে আপনারদিগের চৌকী ছাড়া না হয় ইতি।

৮ ধারা।

৮ ধারা।

এ আইনের নির্য্যাস মর্ম্ম এই যে নিমক পোক্তানীর প্রসাদাৎ সরকারের যে লাভ প্রসক্তি আছে তাহাতে ক্ষতি না দর্শে ও তদর্থক পার্য্যমাণে কোন প্রকারে কাহার স্বত্বলোপ না হয় অতএব এ আইন বিদ্যমানে সময়বিশেষে জজ ও মাজিস্ট্রেট্ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে নিমক চৌকীয়াতের যে কোন আমলা সাক্ষী কিম্বা আসামী হয় তাহাকে কাহার স্বত্বালোচন অর্থাৎ হক তহকীকের কারণ হাজির করাণ অত্যাবশ্যক জানিলে হাজির করান্ ও তাহাতে অন্যং লোকের প্রতি হুকুম চালাইবার মতে সে আমলার প্রতিও হুকুম চালাইতে পারেন্ কিন্তু এমত গতিকে সে সাহেবেরা উপরের লিখিত বিধানে সপীনা ও তলবচিঠী এবং দস্তক জারীর অর্থে সচরাচর যে হুকুম আছে তাহার ব্যত্যয় কোন হেতুতে করিতে হইলে সে হেতু আপনারদিগের রুবকারী রোয়দাদী বহীতে লিখিবেন এবং সে সপীনাদিগরে এমত নিদর্শন রাখিবেন যে অমুক ধারার এতাবতা এই ধারার লিখিত ক্ষমতাক্রমে এই দাঁড়ায় অমুকের উপর সপীনা কিম্বা তলবচিঠী অথবা দস্তক জারী করা গেল ও ইহাতে ঐ সাহেবদিগের প্রতি যথোচিত হুকুম আছে যে অনর্থক এরূপ ক্ষমতা না চালান্ ইতি।

জজ ও মাজিস্ট্রেট্সাহেবেরা নিমক চৌকীয়াতের আমলার প্রতি সপীনাদিগর অন্যং লোকের উপর জারী করিবার মতে করিতে পারিবার ও তাহার হেতু বহীতে লিখিবার কথা।

৯ ধারা।

যদি নিমক চৌকীয়াতের কোন আমলার নামে ডিক্রী হয় ও জজসাহেব সে ডিক্রী জারী করেন্ তবে তাহার ধনসম্পত্তি জব্দ হইতে পারে কিন্তু যদি তাহাকে ধরিয়া আনিতে হয় তবে সে ব্যক্তি তাবৎ চৌকীহইতে উঠিবেক না যাবৎ সে বার্ত্তা সে যথাকার ব্যাপ্য তথায় না দেওয়া যায় হেতু এই যে তথাহইতে সে আমলা চৌকীতে রুজু না থাকিবাপর্য্যন্ত তাহার স্থানে অন্য কেহ নিযুক্ত হইবেক ইতি।

নিমক চৌকীয়াতের কোন আমলাকে তাহার ব্যাপক সাহেবের অগোচরে চৌকীছাড়া না করিবার কথা।

Vol. III, 163.

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমাসকলের আপীল হইবার ভার পুনর্লাঘবের এবং আপীলের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হইবাপর্য্যন্ত নিরূপিতাপেক্ষা বিশেষিয়া জামিন লইবার আর নালিশের কালে সরকারে রসুম লইবার ও উকীলগণের রসুমের সংক্রান্ত চলন আইনসকলের কোনং হুকুম স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৮ অষ্টাদশ আইনের ১০ দশম ও ১৪ চতুর্দশ ধারানুসারে সমাধাহওয়া মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ রাখিবার হুকুম মৌকুফের আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের তারিখ ৫ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৫ সালের ২৪ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ৭ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ২৪ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৫ সালের ৭ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২১৩ সালের ১৯ মোহরমে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারায় হুকুম আছে যে ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুছাড়া সিক্কা পাঁচ হাজার টাকার অনূর্দ্ধসংখ্যক নগদের কিম্বা মূল্যের অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার যে ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতসকলে হয় তাহাই চূড়ান্ত হইবেক কিন্তু পশ্চাৎ জানা গেল যে এমত সংখ্যাদির মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবার নিষেধে যে আশয়ে আছে তাহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইল না। বিশেষত এইক্ষণে ঐ আপীল আদাতসকলের সাহেবদিগকে ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার বিচারে অতিবিচক্ষণ জ্ঞান হইল। অতএব পশ্চাৎ অস্থাবর ও স্থাবর বস্তুর প্রভেদ করিয়া ঐ সংখ্যাদির কোন মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের আপীলের যোগ্য ঠাহরিবার তাৎপর্য্য নাই। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে আপেলাণ্টের স্থানে যত টাকার মালজামিন লইবার নির্ণয় আছে তাহাতেই কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে অথবা মফঃসল আপীল আদালতে হওয়া ডিক্রী জারী না হইয়া তাহার উপর আপীল হইলে সে ডিক্রীর মোকদ্দমা আপীলে নিষ্পত্তি না হইবাপর্য্যন্ত জয়ির যে ক্ষতি দর্শে তাহা ইতর মোকদ্দমায় প্রায় পোষাইতে পারে কদাচিৎ কোন ইতর মোকদ্দমায় পোষাইতে পারে না কিন্তু নিষ্কর ভূমির অনেক মোকদ্দমায় পোষাণ ভার হয়। আর সন্দেহ জন্মিল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার নিরূপিত যে রসুম মোকদ্দমার নালিশের কালে সরকারে লইতে হয় তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ ঊনপঞ্চাশৎ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ ও ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইনের মতে সংক্ষেপে বিচার্য্য মোকদ্দমায় লওয়া যাইবেক কি না এবং সেই সংক্ষেপে বিচার্য্য মোকদ্দমা জিলা

ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে সমাধা পাইয়া তাহার আপীল মফঃসল আপীল আদালতসকলে ও তথাহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে কি না। এতদ্ভিন্ন জানা গেল যে উকীলগণের রসুমের ও তাহা যে হারে মিলিবে তাহার সংক্রান্ত ঐ ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের কোনং হুকুম অস্পষ্ট ও অপরিষ্কার হইয়াছে। তদিতর বুঝা গেল যে ঐ ১৭৯৩ সালের ১৮ অষ্টাদশ আইনের ১০ দশম ও ১৪ চতুর্দশ ধারাক্রমে সমাধাহওয়া মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ রাখিতে প্রতিবৎসর বিস্তর ব্যয় হয় ও তাহা রাখিবার তাদৃশাবশ্যক সেইহেতুক নাই যেহেতুক ঐ ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার এবং ৬ ষষ্ঠ আইনের ১১ একাদশ ধারার অনুসারে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগকে আর মফঃসল আপীল আদালতসকলের জজসাহেবদিগকে তাঁহারা আপীলে চালানকরা মোকদ্দমার কাগজপত্রের নকল দস্তখতে সটিক করিয়া রাখিবার হুকুম আছে এপ্রযুক্ত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিহিত বিবেচনা হইল যে উত্তর কালে সে রোয়দাদ না রাখা যায়। এই নিমিত্তে এবং উপরের প্রস্তাবিত সন্দেহভঞ্জন ও অস্পষ্টাদি স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিবার জন্যে এবং এ আইনের নির্দ্দিষ্ট নব্য বিধান চালাইবার কারণ নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসের আদালতসকলে এ আইন পঁহুছিলে তৎকালহইতে কার্য্যে আসিবেক যদি তৎকালে ইহার প্রতিপ্রসব কিছু বিশেষ হুকুম না থাকে ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ২ ধারার হুকুম এ সনের ১ অক্টোবরহইতে মফঃসল আপীল আদালতসকলের পাঁচ হাজার টাকার অনূর্দ্ধ মূল্য স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার ডিক্রীতে চলিবার কথা।

এই ধারার লিখিত মোকদ্দমার মূল্য বিবেচিবার মতের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ২ ধারার বিধিদৃষ্টে সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা আপীলের যোগ্যাযোগ্য ঠাহরিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত যে হুকুম সিক্কা পাঁচ হাজার টাকার অনূর্দ্ধসংখ্যক নগদের কিম্বা মূল্যের অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমায় মফঃসল আপীল আদালতসকলে হওয়া ডিক্রী চূড়ান্ত হইবার নিদর্শনে আছে সে হুকুম এই ধারাক্রমে বর্ত্তমান সন ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ অক্টোবরহইতে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসের মফঃসল আপীল আদালতসকলে হওয়া সিক্কা পাঁচহাজার টাকার অনূর্দ্ধ মূল্য ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার যাবদীয় ডিক্রীর প্রতিও বাহল্য ও চলন হইবেক ও সে মূল্যের বিবেচনা নির্দ্ধারিত দাঁড়াক্রমে করা যাইবেক। তস্মাৎ মোকদ্দমা সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমির হইলে তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্ন যদি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার বেওরামতে সিক্কা পাঁচহাজার টাকার ঊর্দ্ধ না হয় এবং বাটী কিম্বা পুষ্করিণী অথবা বাগানের কিম্বা এতদ্ভিন্ন অন্য স্থাবর বস্তুর হইলে এ সকলের আটসাটী মূল্য যদি সিক্কা পাঁচ হাজার টাকার অধিক না হয় ইহাতে জানিবেন যে উপরের লিখিত মোকদ্দমার মূল্যাবধারণ কোনরূপে হইয়া তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের যোগ্যাযোগ্য ঠাহরিবেক তাহার বিধি ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ২ ধারায় দৃষ্ট হইবেক। ও এমত না জানিবেন যে সদর দে

ওয়ানী

ওয়ানী আদালতে আপীল হইবার যোগ্য ঐ মূল্যাবধারিত যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ঐ ১ অক্তোবরের পূর্ব্বে হয় তাহার আপীল এ ধারাক্রমে এইক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালতে না হইতে পারে। বরং এমত বুঝিবেন যে উপরের লিখিত মূল্যাবধারণক্রমে মোকদ্দমার আপীল হইবার হুকুমছাড়া আপীলের অর্থের অন্য কোন হুকুম এ ধারানুসারে ফেরফার হইল না ইতি।

এ সনের ১ অক্তোবরের পূর্ব্বে নিষ্পত্তি হওয়া এ ধারার লিখিত মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

৩ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতে এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলে আপীলহওয়া মোকদ্দমা মুলতবী অর্থাৎ বিনানিষ্পত্তিতে যবস্থবে রহিলে তথায় তাহার আপেলাণ্ট আদৌ যে মালজামিন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে দিয়া থাকে তাহাতে রিস্পণ্ডেণ্টের দরখাস্তমতে তাহার ক্ষতির নিশা না মিলিবার অনুমান সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির বিলম্ববোধে ঐ সকল আদালতের সাহেবেরা করিলে ক্ষমতা রাখেন্ যে সে মোকদ্দমা আপীলে সমাধা না পড়িবাপর্য্যন্ত তাহার আদি ডিক্রী জারী না হইবাতে রিস্পণ্ডেণ্টের যত ক্ষতি দর্শিতে পারে তাহার নিশা মিলিবার অনুসারে অন্য মালজামিন আপেলাণ্টের স্থানে চাহেন্। তাহাতে আপেলাণ্ট বিহিত নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে অন্য মালজামিন না দিলে তৎকালে ঐ সাহেবদিগের শক্তি আছে যে নোকসান জামিন না দিলে যে রূপে ডিক্রী জারী হয় সেইরূপে সে মোকদ্দমার ডিক্রীও জারী করান্ কিন্তু এমত করিতে লাগিলে উচিত যে রিস্পণ্ডেণ্টের স্থানে তাহাকে সবিরোধ বস্তুতে দখল দেওয়াইবার পূর্ব্বে আইনমতে মাতবর মালজামিন লন্ ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতওয়গরহের সাহেবেরা সময়বিশেষে আপেলাণ্টের স্থানে অন্য মালজামিন চাহিতে পারিবার ও সে তাহা না দিলে রিস্পণ্ডেণ্টের স্থানে মালজামিন লইয়া আদি ডিক্রী জারী করাইতে শক্ত হইবার কথা।

৪ ধারা।

কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর কোন মোকদ্দমা ফরিয়াদীর নামে অর্থাৎ প্রাপকে ডিক্রী হইলে যদি আসামী তাহাতে সম্মত না হইয়া তথাহইতে মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল করিয়া আইনমতে মালজামিন দিয়া সবিরোধ বস্তুতে ভোগদখল রাখিয়া সে মোকদ্দমা সেই আপীল আদালতে উপস্থিত থাকিতে কিম্বা তথায় নিষ্পত্তি পাইয়া তথাহইতে পুনরায় সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইয়া সেখানে মুলতবী অর্থাৎ বিনানিষ্পত্তিতে যবস্থবে রহিতে সে বস্তু স্বেচ্ছায় বিক্রয় কিম্বা দান করে অথবা বন্ধক দেয় তবে সে ডিক্রী আপীলে মঞ্জুর হইলে সেই বিক্রয়াদি অসিদ্ধ হইবেক। কিন্তু এ গতিকে সকর ভূমি যাহার দখলে থাকে সেই তাহার মালগুজারীর দায় ঠেকে ও তাহাতে সরকারের মালওয়াজিবী আদায় না হইবাতে সে সকর ভূমি ও তৎসংক্রান্ত নিষ্কর ভূম্যাদি স্থাবর বস্তু সরকারের মালওয়াজিবী তহসীলের সচারাচর দাঁড়াক্রমে তাহার ভোগবানের হস্তছাড়া হইয়া সরকারের পক্ষে নীলাম হইতে পারে ইহাতে যাহার নামে আপীলে চূড়ান্ত ডিক্রী হয় তাহার ভোগেও সে

স্থাবর বস্তুর বিক্রয়াদি অসিদ্ধ হইবার সময়ের কথা।

আপীলে থাকা মোকদ্দমার সংক্রান্ত স্থাবর বস্তু নীলাম হইতে পারিবার সময়ের কথা।

এই ধারার লিখনানুসারে স্থাবর বস্তু রিস্পণ্ডেণ্ট খরীদ করিলে তাহার মূল্যাদির দাওয়া আপেলাণ্টের উপর হইবার মতের কথা।

বস্তু আসিতে পারে না যদ্যপি সে ব্যক্তি নীলামের কালে আপনি সে বস্তু খরীদ না করে। ও খরীদ করিলে তাহার স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট কোন্‌রূপে হইবেক ইহার সন্দেহভঞ্জনার্থে লেখা যাইতেছে যে কোন দেওয়ানী আদালতে কাহার নামে ডিক্রীহওয়া ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা আপীল হইয়া তাহার নিষ্পত্তি আপীলে না হইবা পর্য্যন্ত সে বস্তু আপেলাণ্টের ভোগদখলে রহিলে তৎকালে কিম্বা তাহার চূড়ান্ত ডিক্রী জারী হইবার পূর্ব্বে যদি সে বস্তু সরকারের মালওয়াজিবী আদায়ের নিমিত্তে নীলাম হয় ও তাহা রিস্পণ্ডেণ্ট খরীদ করে ও তদনন্তর আপীলের বিচারে রিস্পণ্ডেণ্টের নামেই চূড়ান্ত ডিক্রী হয় তবে সেই খরীদার রিস্পণ্ডেণ্ট যে মূল্যে সে বস্তু খরীদ করিয়া থাকে তাহার উপর খরীদগী খরচা চড়াইয়া অপর যাবদীয় বিষয়ের পাওনাসুদ্ধা আদি ডিক্রী হইবার দিনহইতে নীলামের দিবসপর্য্যন্ত বৎসরে শতকরা ১২ বার টাকার হারে সুদ ধরিয়া মোটে যত টাকার ডিক্রী তাহার নামে চূড়ান্ত হয় তাহা সমস্ত সেই বস্তুর উপস্বত্বক্রমে আপেলাণ্টের স্থানে পাইবেক। ও যদ্যপি রিস্পণ্ডেণ্ট সে বস্তু নীলামে খরীদ না করে তথাচ তাহা যত টাকায় বিকায় তত টাকা অপর সমস্ত বিষয়ের পাওয়ানা সমেত আদি ডিক্রীর তারিখহইতে নীলামের তারিখপর্য্যন্ত ঐ হারে সুদ ধরিয়া মোটে যে টাকার ডিক্রী তাহার নামে চূড়ান্ত পায় তাহা সমস্ত আপেলাণ্টের স্থানে লাভ করিবেক। বিশেষতঃ যদি নীলামে সে বস্তু আপেলাণ্ট নিজে গোপনে কিম্বা অগোপনে অথবা তাহার পক্ষের কেহ খরীদ করে ও পশ্চাৎ চূড়ান্ত ডিক্রীর অনুসারে রিস্পণ্ডেণ্ট সে বস্তুতে আপন স্বত্ব সিদ্ধ করিয়া তাহা আপেলাণ্টের খরীদকরা প্রতিপন্ন করে তবে আপেলাণ্টের খরীদ বৃথা হইয়া সে বস্তুতে রিস্পণ্ডেণ্ট দখল পাইবেক অধিকন্তু খরচাওগয়রহ যাহা চূড়ান্ত ডিক্রীর অনুসারে পাইবার তাহাও সে বস্তুর উপস্বত্বক্রমে আপেলাণ্টের স্থানে লাভ করিবেক ইতি।

এই ধারার লিখনানুসারে স্থাবর বস্তু রিস্পণ্ডেণ্ট খরীদ না করিলেও তাহার মূল্যাদির দাওয়া আপেলাণ্টের উপর হইবার মতের কথা।

৫ ধারা।

ফরিয়াদী কিম্বা আসামী দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে দখল পাওয়া স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার আপীল হইলে তাহার নিষ্পত্তি আপীলে না হইবাপর্য্যন্ত তাহাতে উপরের দুই ধারার বিধি চলিবার কথা।

কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে হওয়া মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীল হইলে সে ডিক্রী জারী না হইবার কারণ আসামী আইনমতে মালজামিন না দিবাতে যদি ফরিয়াদী সে ডিক্রীর অনুসারে ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুতে দখল পায় তবে জানিবেন যে সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী আপীলে না হইবাপর্য্যন্ত উপরের দুই ধারার লিখিত বিধি তাহাতে এবং যে কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে স্থাবর বস্তু কাহার দখলে রহিয়া সে মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে ও তথাহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে ও সেখানহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের অনুসারে আক্টপার্লিমেণ্ট সংজ্ঞা বিলায়তের কানুনমতে অখণ্ডপ্রতাপ ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের সন্নিধানে হইলে তাহার শেষ নিষ্পত্তি আপীলে না হইবাবধি তাহাতেও খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা।

৬ ধারা।

সময়বিশেষে এমত হইতেও পারে যে আপেলাণ্ট কিম্বা রিস্পণ্ডেণ্ট আপীলহওয়া মোকদ্দমার পূর্ব্ব ডিক্রী জারী না হইবার অথবা জারী হইবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার এবং এ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে অবধারিত মালজামিন দিতে পারে না এপ্রযুক্ত লেখা যাইতেছে যে এমত কালে যাবৎ বাদি ও প্রতিবাদির কেহ অবধারিত মালজামিন না দেয় কিম্বা সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী আপীলে না হয় তাবৎ কোন আদালতের ডিক্রীক্রমে ভূমি নীলামে বিক্রয় হইবার সম্পর্কীয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশৎ আইনের লিখিত সেমত ভূমি ক্রোক হইবার বিধির যত খাটিতে পারে তদনুসারে সেই ডিক্রীর নিদর্শনী ভূম্যাদি স্থাবর বস্তু তাহার ব্যাপক কালেক্টরসাহেবের দ্বারা ক্রোক হইবেক ও যাহার নামে চূড়ান্ত ডিক্রী হয় তাহার স্থানে সে ক্রোকী খরচা মিলিবেক। কিন্তু কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সেই পূর্ব্ব ডিক্রীহওয়া জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের ক্রোকী পরওয়ানা না পাইয়া সে বস্তু ক্রোক করেন। ও ইহাতে তথাকার জজসাহেবের উচিত যে তন্নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবের নামে যে পরওয়ানা পাঠান তাহাতে ক্রোক হইবার বস্তুর নিদর্শন রাখেন এবং ক্রোক খালাসীর জন্যে অন্য পরওয়ানা না পাইবাপর্য্যন্ত সে বস্তু ক্রোক রাখিবার হুকুম লিখেন। পরে যে সময়ে উভয় বিবাদির কেহ মালজামিন দেয় কিম্বা চূড়ান্ত ডিক্রী পায় সেই সময়ে সে ক্রোক খালাসী পরওয়ানা দিবেন ইতি।

আপেলাণ্ট কিম্বা রিস্পণ্ডেণ্ট মালজামিন না দিতে পারিলে কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।

কালেক্টরসাহেব ডিক্রীহওয়া বস্তু ক্রোক করিবার সময়ের কথা।

৭ ধারা।

জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমার নালিশের কালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার নিরূপিত যে রসুম লইবার হুকুম আছে তাহা কেবল এ তিন সুবার অর্থে নির্দ্দিষ্টহওয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ আইনের অনুসারে এবং বারাণসের নিমিত্তে ধার্য্যহওয়া ১৭৯৫ সালের ৭ সপ্তম ও ৮ অষ্টম আইনের মতে বিচারাদি হইবার মোকদ্দমাসকলে খাটে এতদ্ভিন্ন সংক্ষেপে বিচার্য্য স্থাবরাদি বস্তু জবরদস্তীতে দখলের দাওয়ার যে সকল মোকদ্দমা ঐ ১৭৯৩ সালের ৪৯ ঊনপঞ্চাশৎ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ ও ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইনের অনুসারে উপস্থিত হয় তাহাতে খাটে না ইহার কারণ এক এই যে সংক্ষেপে বিচার্য্য মোকদ্দমায় আদৌ ভারী খরচা লাগিলে তাহার সম্পর্কীয় ঐ সকল আইনের আশয় বৃথা হয় দ্বিতীয় এই যে কোন মোকদ্দমার ডিক্রী সংক্ষেপ বিচারে হইলে সে ডিক্রী চূড়ান্ত না হইয়া সেই ডিক্রীহওয়া দেওয়ানী আদালতে তাহার পুনর্বিচার হইতে পারে ও তাহার পুনর্বিচারার্থের আরজী দিবার কালে তাহার রসুম অন্যং মোকদ্দমায় নালিশের কালে লইবার নিরূপিত রসুমের অনুসারেও লওয়া যায়। অতএব লেখা যাইতেছে

নালিশের কালে নিরূপিত রসুম লইবার সম্পর্কীয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ৪ ধারার হুকুম ব্যক্তের কথা।

আদালতসকলে এ আ

যে

ইন পঁহুছিলে পর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের ৩ ধারার ও ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ২ ধারার অনুসারে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় প্রথম নালিশের কালে কিম্বা আপীলের সময়ে লইবার নিরূপিত রসুম না লইবার কথা।

যে এ আইন জিলা ও শহরসকলের কোন দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিলে পর তথায় ঐ ১৭৯৫ সালের ১৪ আইনের অনুসারে বারাণসে চলিত ঐ ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার এবং ঐ ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার লিখনানুসারে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় নালিশের কালে লইবার নিরূপিত রসুম লওয়া যাইবেক না। এবং এ আইন কোন মফঃসল আপীল আদালতে পঁহুছিলে পর সেখানে ঐ সকল আইনমতে সংক্ষেপে বিচার্য্য কোন মোকদ্দমার দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে তাহাতেও আপীলের কালে লইবার নিরূপিত রসুম লইতে হইবেক না। জানিবেন যে ঐ ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ধারার এবং ঐ ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৯ নবম ধারাহইতে ২০ বিংশতি ধারাপর্য্যন্তের অনুসারের যে সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের যথায় সংক্ষেপ বিচারে নিষ্পত্তি পায় তাহার পুনর্বিচার তথায় হইতে পারে ও তাহার মধ্যের যে যে মোকদ্দমায় সংক্ষেপে বিচার্য্য মোকদ্দমার সংক্রান্ত ঐ সকল আইন না খাটে সেইং মোকদ্দমার উপর ব্যতীত অন্য মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে না।

মোকদ্দমাসকলের মধ্যে যে মোকদ্দমায় সংক্ষেপে বিচারের সংক্রান্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইন ও ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইন না খাটে সে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারিবার কথা।

ইহাতে যদি আপেলাণ্ট তাহার মোকদ্দমায় সংক্ষেপে বিচারের সংক্রান্ত কোন আইন না খাটিবার প্রস্তাব লিখিয়া আপীলের আরজী কোন মফঃসল আপীল আদালতে দেয় তবে তথাকার সাহেবেরা সে আরজী লইয়া তাহাতে সে আইন খাটে কি না বিবেচিয়া যদি খাটে তবে তাহার নালিশ ডিস্মিস্ করিয়া সেই আপেলাণ্টের স্থানে খরচা লইবেন। ও যদি না খাটে তবে সে মোকদ্দমার যে ডিক্রী জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে হইয়া থাকে তাহা রদ করিয়া যে হুকুম দেওয়া বিহিত তাহা দিবেন। তদনন্তর যদি আপীলের আইনসকলের মতে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের যোগ্য ঠাহরে তবে তথায় সময়ক্রমে তাহার আপীল হইতে পারিবেক নচেৎ অযোগ্য ঠাহরিলে হইতে পারিবেক না।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের ৬ ধারার মতে ভূম্যাদি জব্দ হইবার মোকদ্দমার বিশেষ কথা।

ও বুঝিবেন যে জিলা কিম্বা শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে ঐ ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারানুসারে সরকারে জব্দ হইবার ভূমি কিম্বা তাহার উপস্বত্বাদি বস্তুর মোকদ্দমার আপীল হইলেও নিষেধ থাকিবেক না। ও এমত মোকদ্দমায় সরকারী উকীলের কর্ত্তব্য হইবেক যে ঐ ৬ ষষ্ঠ ধারার অনুসারের মোকদ্দমায় সে বস্তু থাকিবার জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে সেই বস্তু জব্দ করাইবার দাওয়ায় সরকারের পক্ষে নালিশ করে ও তথায় নিষ্পত্তির পর সে মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে ও তথাহইতে আপীলের আইনসকলের মতে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের যোগ্য ঠাহরিলে তথায় সময়ক্রমে তাহার আপীল হইতেও পারিবেক। ও সে মোকদ্দমার পূর্ব্ব ডিক্রী ঐ ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ২২ দ্বাবিংশতি ধারার লিখনানুসারে জিলা কিম্বা শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের হুকুমের প্রতিরোধ করিবার কিম্বা করাইবার হেতুতে বস্তু জব্দ

হইবার

হইবার ডিক্রীর অনুসারে হইলেও তাহার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে অবশ্য হইতে পারিবেক। এপ্রযুক্ত এ ধারাক্রমে বিধি আছে যে ঐ ২২ ধারার প্রস্তাবিত বস্তু জব্দের বিষয়ের যত হুকুম ঐ ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারাক্রমে বস্তু জব্দ হইবার মোকদ্দমায় চলিতে পারে তাহা এ আইনের উল্লিখিত মোকদ্দমায় চলিবেক ইতি।

৮ধারা।

সকর ভূমির মোকদ্দমার নালিশের কালে লইবার নিরূপিত রসুম ও তন্নিদর্শনী কাগজপত্রের রসুম ও ইষ্টাম্পযুত কাগজের রসুম তাহার সালিয়ানা জমার উপর না লইয়া সাম্বৎসরিক উৎপন্নের উপর লওয়া যাইবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতসকলে কিম্বা যথাযোগ্যক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দমার আপীল হয় সে সকল মোকদ্দমা সকর ভূমির হইলে তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্নের ও নিস্কর ভূমির হইলে তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্নের দশ গুণের তহকীক অর্থাৎ নিস্কর্ষ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার বিধিদৃষ্টে জানা যাইবেক এপ্রযুক্ত হুকুম আছে যে তদনুসারে যত টাকা উৎপন্নাদি ঠাহরে তাহার সংখ্যা ফরিয়াদীরা আপনারদিগের আরজীসকলে ও জজসাহেবেরা দেওয়ানী আদালতসকলের ডিক্রীসমস্তে লিখিবেন। ও উচিত বোধ হইল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ ও ৭ সপ্তম ও ১০ দশম ও ১৭ সপ্তদশ ধারার প্রস্তাবিত সকর ভূমির মোকদ্দমায় নালিশের কালে লইবার নিরূপিত রসুম ও তাহার নিদর্শনী কাগজপত্রের রসুম ও ইষ্টাম্পযুত কাগজের রসুম সে ভূমির সালিয়ানা জমার উপর না লইয়া উপরের লিখিত বিধিক্রমে তহকীকের অনুসারে সে ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্নের উপর লওয়া যায়। অতএব পশ্চাৎ সকর ভূমির মোকদ্দমায় কোন অর্থে তাহার সালিয়ানা জমার উপর রসুম না লওয়া গিয়া উপরের উল্লিখিত ঐ কএক ধারার উক্ত দাঁড়া ও হুকুমদৃষ্টে সাম্বৎসরিক উৎপন্নের উপর লওয়া যাইবেক। কিন্তু জানিবেন যে এ আইন দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলে পঁহুছিবার পূর্ব্বে যে সকল মোকদ্দমার রসুম আদায় হইয়া থাকে অথবা তৎকালে আদায়ের যোগ্য হইয়া থাকে তাহাতে এ ধারার প্রস্তাবিত হুকুম খাটিবেক না ইতি।

৯ধারা।

উকীলগণ ওকালতী রসুম অন্যং মোকদ্দমায় বিশেষ নিরূপণে এবং সকর ও নিস্কর ভূমির মোকদ্দমায় তাহার সালিয়ানা জমার ও সাম্বৎসরিক উৎপন্নের উপর পাইবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ আ

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৯ নবম ধারায় যে হুকুম জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতসকলের ও সদর দেওয়ানী আদালতের ফরিয়াদী ও আসামীর এবং আপেলাণ্ট ও রিস্পণ্ডেণ্টের উকীলগণের ওকালতী রসুম অন্যং মোকদ্দমায় যে যে নিরূপণে এবং সকর ভূমির মোকদ্দমায় তাহার সালিয়ানা জমার উপর ও নিস্কর ভূমির মোকদ্দমায় তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্নের উপর পাইবার হার নির্দ্দিষ্ট আছে সে হুকুম এ ধারানুসারে নিবৃত্ত হইল তাহার পরিবর্ত্তে উকীলগণ জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদা

 লতে

ইনের ৯ ধারার হুকুম পরিবর্ত্তিবার কথা।

লতে এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলে ও সদর দেওয়ানী আদালতে এ আইন পঁহুছিলে পর ঐ সকল আদালতে যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার ওকালতী রসুম মোকদ্দমা বুঝিয়া নীচের ধারার লিখিত হারে পাইবেক ইতি।

১০ ধারা।

উকীলগণ ওকালতী রসুম পশ্চাৎ যে হারে দেওয়ানী মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াবে পাইবেক তাহার বেওরা কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ আইনমতে এ সুবেজাতের এবং ১৭৯৫ সালের ৭ সপ্তম ও ৮ অষ্টম আইনের অনুসারে বারাণসের জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি পায় ও তথায় নিষ্পত্তিপাওয়া যে সকল মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতসকলে ও সেখানহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে হয় কিম্বা ঐ দুই উচ্চ আদালতে বিশেষ যে সকল মোকদ্দমা গোড়াগুড়ি বিচারের তলে আইসে তাহার মধ্যের যে যে মোকদ্দমার ওকালতী রসুম ঐ সকল আদালতের চিহ্নিত উকীলগণ ইতর বিশেষ করিয়া পাইবার অর্থে স্বতন্ত্র কিছু হুকুম না হইয়া থাকে সেইং মোকদ্দমা সমস্তেই ফরিয়াদী ও আসামীদিগের এবং আপেলাণ্ট ও রিস্পণ্ডেণ্টগণের উকীসেরা ওকালতী রসুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৯ নবম ধারার উক্ত হারনির্দ্দিষ্টে না পাইয়া নীচের লিখিত হারে পাইবেক।

নগদ ও অন্য অস্থাবর বস্তুর এবং সকর ও নিষ্কর ভূমিছাড়া অন্যং স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার রসুমের হারনিরূপণের কথা।

সে হার এই যে নগদ ও অন্য অস্থাবর বস্তুর যে সকল মোকদ্দমার এবং নীচের লিখিত সকর ও নিষ্কর দুইপ্রকার ভূমিছাড়া অন্যং স্থাবর বস্তুর যে সকল মোকদ্দমার সংখ্যা কিম্বা মূল্য সিক্কা এক হাজার টাকার অধিক না হয় তাহাতে শতকরা ৫ পাঁচ টাকা॥ এবং সিক্কা এক হাজার টাকার অধিক হইয়া পাঁচ হাজারের উর্দ্ধ না হয় এমত সংখ্যাদির মোকদ্দমাসকলে আদৌ এক হাজারে শতকরা পাঁচ টাকা বাকীর উপর শতকরা ৪ চারি টাকা॥ আর সিক্কা পাঁচ হাজার টাকার অতিরিক্ত হইয়া দশ হাজারের উর্দ্ধ না হয় এমত সংখ্যাদির মোকদ্দমাসকলে আদৌ পাঁচ হাজারে উপরের লিখিত ক্রমেং ছেকনাবন্দীতে বাকীর উপর শতকরা ৩ তিন টাকা॥ ও সিক্কা দশ হাজার টাকার অধিক হইয়া পঁচিশ হাজারের উর্দ্ধ না হয় এমত সংখ্যাদির মোকদ্দমাসকলে আদৌ দশ হাজারে উপরের লিখিত ক্রমেং ছেকনাবন্দীতে বাকীর উপর শতকরা ২ দুই টাকা॥ এবং সিক্কা পঁচিশ হাজার টাকার অতিরিক্ত হইয়া পঞ্চাশ হাজারের উর্দ্ধ না হয় এমত সংখ্যাদির মোকদ্দমাসকলে আদৌ পঁচিশ হাজারে উপরের লিখিত ক্রমেং ছেকনাবন্দীতে বাকীর উপর শতকরা ১ এক টাকা॥ আর সিক্কা পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক হইয়া এক লক্ষের উর্দ্ধ না হয় এমত সংখ্যাদির মোকদ্দমাসকলে আদৌ পঞ্চাশ হাজারে উপরের লিখিত ক্রমেং ছেকনাবন্দীতে বাকীর উপর শতকরা ৸৴০ বার আনা॥ ও সিক্কা এক লক্ষ টাকার উর্দ্ধ সংখ্যাদির মোকদ্দমাসকলে আদৌ এক লক্ষে উপরের লিখিত ক্রমেং ছেকনাবন্দীতে বাকীর উপর শতকরা ॥০ আট আনা॥ ইহাতে যদি

কোন

কোন মোকদ্দমায় উপরের প্রস্তাবিত সংখ্যাদির টাকার উপর অনাগণ্ডা হয় তবে তাহার রসুম ধরিয়া পাইবেক না।

সকর ভূমির মোকদ্দমাসকলে তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্নের যে তহকীক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩ তৃতীয় ধারানুসারে জানা যায় তাহার উপর উপরের লিখিত ক্রমেৎ ছেক্‌নাবন্দীহারে ওকালতী রসুম উকীলগণ পাইবেক।

নিষ্কর ভূমির মোকদ্দমাসকলে তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্নের যে তহকীক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩ তৃতীয় ধারানুসারে জানা যায় তাহার দশ গুণের উপর উপরের লিখিত ক্রমেৎ ছেক্‌নাবন্দীহারে ওকালতী রসুম উকীলগণ পাইবেক ইতি।

সকর ভূমির মোকদ্দমাসকলে তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্নের উপর ওকালতী রসুম পাইবার কথা।

নিষ্কর ভূমির মোকদ্দমাসকলে তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্নের দশগুণের উপর ওকালতী রসুম পাইবার কথা।

১১ ধারা।

জানিবেন যে উপরের দুই ধারার লিখিত হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারানুসারে ক্ষান্তহওয়া মোকদ্দমাসকলে খাটিবেক না। এবং ঐ দুই ধারার লিখিত হুকুম ঐ ৭ আইনের উল্লিখিত যে যে বিষয়ের প্রস্তাব বিশেষিয়া ঐ দুই ধারায় লেখা গেল তাহাছাড়া ঐ ৭ আইনের উল্লিখিত অন্য কোন বিষয়েও চলিবেক না ইতি।

উপরের দুই ধারার লিখিত হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ১৩ ধারানুসারে ক্ষান্তহওয়া মোকদ্দমাসকলে না খাটিবার এবং ঐ দুই ধারার প্রস্তাবিত বিষয়ছাড়া ঐ ৭ আইনের অন্য বিষয়ে না চলিবার কথা।

১২ ধারা।

জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের চিহ্নিত উকীলগণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইনের মতে উপস্থিতহওয়া সংক্ষেপে বিচার্য্য মালওয়াজিবীর বাকীর মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াবের কারণ ওকালতী রসুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৯ নবম ধারার লিখিত মোকদ্দমাসকলের নিরূপিত রসুমের সুকীহারে পাইবার বিধান স্থির ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৮ অষ্টম আইনের অনুসারে হইয়াছে অতএব তাহারা সংক্ষেপে বিচার্য্য সেমত মোকদ্দমাসকলে এইক্ষণেও এ আইনের ১০ দশম ধারার অনুসারে অন্যং মোকদ্দমার নিরূপিত রসুমের সকী হিসাবে ওকালতী রসুম পাইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৮ আইনের ধার্য্যক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের মতের মালওয়াজিবীর বাকীর মোকদ্দমায় ওকালতী রসুম অন্যং মোকদ্দমার নিরূপিত রসুমের সুকীহারে পাইবার কথা।

১৩ ধারা।

ঐ উকীলগণ যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইনের মতে উপস্থিতহওয়া সংক্ষেপে বিচার্য্য মালওয়াজিবীর বাকীর মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াবের কারণ ওকালতী রসুম অন্যং মোকদ্দমার নিরূপিত রসুমের সুকীহারে পাইবার ধার্য্য আছে সেইহেতুক তাহারা ঐ ১৭৯৫ সালের ১৪ চতুর্দশ আইনের অনুসারে বারাণসে চলিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ উনপঞ্চাশৎ আইনের উল্লিখিত সংক্ষেপে বিচার্য্য ভূম্যাদি বস্তু জবরদস্তীতে দখলকরণের মোকদ্দমাসকলেও

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের মতে ভূম্যাদি জোরে দখলকরণের মোকদ্দমায় ওকালতী রসুম অন্যং মোকদ্দমার নিরূপিত রসুমের সুকীহারে মিলিবার কথা।

কলেও অন্যং মোকদ্দমার নিরূপিত রসুমের সুকীহারে পাওয়া সম্ভবিলে সুকী হারেই পাইতে পারে। অতএব এ ধারাক্রমে বিধি আছে যে দেওয়ানী আদালত সকলে এ আইন পঁহুছিবার পূর্ব্বে ঐ ৪১ আইনের উল্লিখিত সংক্ষেপে বিচার্য্য যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তি না পাইয়া থাকে ও যে সকল মোকদ্দমা এইক্ষণে উদয় পায় এবং উত্তরকাল উপস্থিত হয় সে সমস্ত মোদ্দমায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ৮ অষ্টম আইনের সমস্ত বিধান এ আইনের উপরের ধারার লিখনোপ লক্ষে চলিবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আদালসকলের সাহেবেরা উকীলগণকে ছুটা কাগজপত্র প্রস্তুরাইবার রসুম নিরূপিতাপেক্ষা অধিক করিয়া বাদি ও প্রতিবাদিপ্রভৃতির স্থানহইতে দেওয়াইতে পারিবার কথা।

কখন কোন ছুটা কাগজ প্রস্তুরাইবার উকীলের রসুম তৎসম্পর্কীয় বিষয়ের নালিশের কালে মিলিতে পারিবার নিরূপিত রসুমের সুকীর অধিক করিয়া না দেওয়াইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৪ চতুর্দশ ধারাক্রমে দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলের চিহ্নিত উকীলগণের সাধ্য আছে যে আদালতে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমার সম্পর্কছাড়া হুকুম হইবার উপযুক্ত বিষয়ান্তরের যে লোকের যত ছুটা আরজী ও দরখাস্তদিগের কাগজপত্র আদালতে দেয় তাহার রসুম কাগজ প্রতি।০ চারি আনা হারে সে লোকের স্থানে চাহিতে ও লইতে পারে। তাহাতে আদালতসকলের সাহেবেরা ক্ষমতা রাখিবেন যে সময়বিশেষে উকীলের শ্রম ও সে বিষয়ের ভাব বুঝিয়া ঐ চারি আনা হারকে উকীলের লাভের দশায় যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান করিলে সে সময়ে অধিক যাহা দেওয়ান উচিত হয় তাহা সেই কাগজ দায়ক বাদি কিম্বা প্রতিবাদি অথবা ব্যক্ত্যন্তরের স্থানহইতে দেওয়ান। কিন্তু সে অধিক এত না দেওয়ান্ যে কদাচিৎ সে কাগজের সম্পর্কীয় বিষয়ের নালিশ হইতে লাগিলে তৎকালে তাহার নিরূপিত রসুম যাহা মিলিতে পারে তাহার সুকীহারের অতিরিক্ত হয় ইতি।

১৫ ধারা।

উকীলগণকে মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াবের ওকালতী রসুমের বন্দোবস্ত নিরূপিতাপেক্ষা অল্পে করিতে নিষেধের কথা।

এমত সন্দেহ জন্মিল যে ঐ উকীলগণের প্রতি তাহারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের অনুসারে মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াবের কারণ আপনারদিগের মওক্কিলদিগের সহিত রসুমের বন্দোবস্ত এতাবতা পরিমিত তাহার নিরূপিত রসুমঅপেক্ষা অল্পে করিতে নিষেধ আছে কি না ও তদপেক্ষা অল্পে করা বন্দোবস্ত সাব্যস্থ রাখিলে ওকালতী রসুমের সৃষ্টি যেহেতুক হইয়াছে অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান্ লোকদিগেরে উকীল নিযুক্ত করিবার যে আশয় আছে তাহা বৃথা হয় এবং বাদি ও প্রতিবাদিগণেও শ্রমি ও বহুদর্শি ও জ্ঞানি লোকদিগেরে কৃচিৎ প্রবৃত্ত করিয়া গরজী এতাবতা স্বার্থি লোকদিগেরে অথবা ওকালতী কর্ম্মে পটু কি অপটু ইহা না বিবেচিয়া বিস্তর লোককে নিযুক্ত করিবেক। এপ্রযুক্ত হুকুম লেখা যাইতেছে যে ওকালতী রসুম দিবার ও লইবার অর্থে এমত বন্দোবস্ত করিলে তাহা মঞ্জুর হইবেক না। অধিকন্তু ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা আপেলান্ট কিম্বা রিস্পণ্ডেণ্ট যাহার উপর যে মোকদ্দমায় এ মতের নিষিদ্ধ বন্দোবস্তকরণ প্রতিপন্ন হয় তাহারি

এ ধারাক্রমে অল্পে করা কোন মোকদ্দমার

স্থানে

স্থানে সে মোকদ্দমায় ওকালতী রসুম পূর দস্তুরে যত টাকা উকীল পাইত তত টাকা সরকারে দণ্ড লওয়া যাইবেক। ও কোন উকীলের এমত কর্ম্মকরণ প্রমাণ হইলে সে উকীল অপদস্থের যোগ্য হইবেক। কিন্তু জানিবেন যে এ হুকুম যে মওক্কিলেরা ও উকীলগণ আপোসে পূর্ব্বে যে সকল মোদ্দমার ওকালতী রসুমের বন্দোবস্ত নিরূপিতাপেক্ষা যত অল্পে করিয়া থাকে তাহারা তত অল্পে বন্দোবস্ত নিবারিবার কথা এইক্ষণে আদালতে জানাইলে ও তাহাতে তাহারা তৎকালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের মর্ম্ম অবিজ্ঞ ছিল এমত সাব্যস্ত হইলে সে সকল মোকদ্দমায় খাটিবেক না। ও পশ্চাৎ উকীলগণের কেহ সে মর্ম্ম অবিজ্ঞ থাকিবার আপত্তির কথা কহিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবেক। এতদ্ভিন্ন উত্তরকালে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার উকীলগণ যদি দৈবাৎ ঐ আইনের মর্ম্ম না বুঝিয়া কিম্বা বিপরীত বুঝিয়া বাদি কিম্বা প্রতিবাদির সহিত ওকালতী রসুমের বন্দোবস্ত নিরূপিতাপেক্ষা অল্পে করে তবে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে এ আইনের লিখনাধীন তাহার মর্ম্ম স্পষ্ট বুঝিলে তৎক্ষণাৎ সেই অল্পে করা বন্দোবস্তের কথা আদালতে জানায় নতুবা তাহারদিগের প্রতিও উপরের লিখিত দণ্ড করা যাইবেক ইতি।

ওকালতী রসুমের বন্দোবস্ত নামঞ্জুর হইবার ও তাহার পূর দস্তুর রসুম সমুদয় সরকারে দণ্ডরূপে লইবার এবং সে উকীল অপদস্থের যোগ্য হইবার কথা।

ঐ হুকুম ওকালতী রসুমের বন্দোবস্তের পূর্ব্বে হওয়া মোকদ্দমাসকলে না খাটিবার কথা।

১৬ ধারা।

জানিবেন যে এই ধারাক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৮ অষ্টাদশ আইনের ১০ দশম ও ১৪ চতুর্দশ ধারা রদ হইল। এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগকে আর মফঃসল আপীল আদালতসকলের জজসাহেবদিগের প্রতি যথোচিত হুকুম আছে ও রহিল যে ঐ আইনের ৪ চতুর্থ ও ৯ নবম ও ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে আপনারদিগের এলাকার সমস্ত রোয়দাদ পরিপাটীক্রমে রাখেন্। এবং আপনারদিগের এলাকার আসল কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণের অর্থে যত বিধি ঐ আইনে আছে সে সমস্ত বিধিমতে ও অতিসাবধানে চলেন্ ইতি।

উকীলগণ পশ্চাৎ হইবার মোকদ্দমার রসুমের বন্দোবস্ত দৈবাৎ অল্পে করিলে সে বার্ত্তা আদালতে জানাইবার নতুবা দণ্ড্য হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৮ আইনের ১০। ১৪ ধারা রদ হইবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের আইনসকলের খোলাসা।

১১ দফা।

উপরের লিখিত যে যে বিষয়ের তলে যে যে কথা আছে তাহার বেওরা।

আপীলের বিষয়ের তলে।	ক্রোকের ও কালেক্টরসাহেবদিগের ও স্থাবরবন্ধকের ও উকীলগণের ও ভূমি ক্রয় ও বিক্রয়াদি হস্তান্তর হইবার কথা।
নিমকের বিষয়ের তলে।	মোকাম নারায়ণগঞ্জের আমীনের ও বোর্ড ত্রেডের ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ও পোলীসের দারোগাসকলের ও নিমকপোখ্তানীর এজেন্টসাহেবদিগের ও তলবচিঠীর কথা।
কর্জের বিষয়ের তলে।	বয়বিলওফায়ী ও কটকোবালায়ী ও স্থাবরবন্ধকী কথা।
জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের ও সদর দেওয়ানী আদালতের বিষয়ের তলে।	দেওয়ানী আদালতসকলের ও কাছারী সকল বন্ধ হইবার কথা।
দায়েরসায়েরী আদালতের বিষয়ের তলে।	দায়েরসায়েরী তজবীজের ও নিজামৎ আদালতের কথা।

সদর

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের আইনসকলের খোলাসা।

সদর দেওয়ানী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের বিষয়ের তলে।	দরখাস্তের কথা।
জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের বিষয়ের তলে।	মোকদ্দমাসকলের পুনর্বিচারের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের আইনসকলের খোলাসা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের			রদ ও বদল ও বাহুল্য ও মৌকুফ হইবার বিষয়ী।	ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের আইনসকলের মতে		
আইন	ধারা	প্রকরণ		আইন	ধারা	প্রকরণ
			রদ ও বদল ও বাহুল্য ও মৌকুফ হইল।			
৪	৩	০	রদ হইল।	৫	১০	২।৩
ঐ	১৫	০	স্পষ্ট হইল।	২	৪	০
ঐ	২২	০	যে সময় জব্দী মোকদ্দমায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের ৬ ধারানুসারে খাটিবেক।	৫	৭	০
৫	৮	০	রদ হইল এবং তাহার বদলে অন্য দাঁড়া ধার্য্য পড়িল।	২	৫	০
ঐ	১২	০	আপীলের মোকদ্দমায় জামিনের বিষয়ী হুকুম রদ হইল এবং তাহার বদলে নয়া দাঁড়া ধার্য্য পড়িল।	ঐ	৯	০
৬	৪	২	রদ হইল এবং তাহার বদলে নয়া দাঁড়া ধার্য্য পড়িল।	ঐ	৫	০
ঐ	৫	২	ঐ রূপ হইল।	ঐ	ঐ	০
ঐ	১০	০	আপীলের মোকদ্দমায় জামিনের বিষয়ী হুকুম মৌকুফ হইল এবং তাহার বদলে নয়া দাঁড়া ধার্য্য পড়িল।	ঐ	৯	০
৭	০	০	স্পষ্ট হইল।	৫	১৫	০
ঐ	৯	০	কিছু রদ হইল।	ঐ	১	০
ঐ	১৪	০	কোন২ সময়ার্থে বদল হইল।	ঐ	১৪	০
১৫	১০	০	কিছু বয়বিল্‌ওফার ও কট্‌কোবালার বিষয়ে খাটিবেক না।	১	৩	০
১৮	১০।১৪	০	রদ হইল।	৫	১৬	০
৪৫	০	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	৬	০

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের আইনসকলের খোলাসা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের				ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের আইনসকলের মতে		
আইন	ধারা	প্রকরণ		আইন	ধারা	প্রকরণ
৭	৯	০	রদ হইল।	৩	১	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের						
৮	৩	০	রদ হইল এবং তাহার বদলে কোন দাঁড়া ধার্য্য পড়িল।	২	৫	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের						
৮	০	০	রদ হইল।	৫	১২	০
ঐ	০	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	১৩	০
১৩	২	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	৩	০
ঐ	০	০	কোন২ সময়ার্থে বাহুল্য হইল।	ঐ	৬	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের						
৩	০	০	কিছু রদ হইল।	৩	৫।৬	০
৬	৪	০	স্পষ্ট করা গেল এবং বদল হইল।	৫	৭	০
ঐ	ইং ৪ লাং ৭ এবংইং ১০লা।০১৭		বাহুল্য হইল।	ঐ	৮	০
১২	২	০	বাহুল্য হইল।	ঐ	২	০

যে যে

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের আইনসকলের খোলাসা।

যে যে বিষয়ী যে যে কথা যথায়২ আছে তাহার বেওরা।	আইন	ধারা	প্রকরণ
আপীলের বিষয়ী।			
আপীলের দরখাস্ত দিবার কালে যে দাঁড়ায় জামিন লইতে হইবেক তাহার কথা।	২	১০	০
আপীলের ভার লাঘব হইবার এবং তদর্থে সময়বিশেষে অধিক টাকার দায়ধরা করিয়া জামিন লইতে হইবার কথা। ..	৫	১	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ অক্তোবরগতে পাঁচ হাজার টাকার অনূর্দ্ধসংখ্যা ও মূল্যের স্থাবরীয় মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবার অযোগ্য ঠাহরিবার এবং তাহার মূল্য নির্ণয়িবার মতের কথা।	ঐ	২	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ২ ধারার অনুসারে যত টাকার দায়ধরা করিয়া মালজামিন লইবার ধার্য্য আছে ততোধিক দায়ধরা করিয়া সময়বিশেষে জামিন চাহিতে পারিবার ও তাহা না দিতে পারিলে যদি রিস্পাণ্ডেণ্ট জামিন দেয় তবে সে মোকদ্দমার ডিক্রী জারী হইবার কথা।	ঐ	৩	০
স্থাবরের মোকদ্দমা আপীলে উপস্থিত থাকিতে যদি তাহা হস্তান্তর কিম্বা বন্ধক হয় তবে তাহার ডিক্রী আপীলে বহাল থাকিলে সে হস্তান্তরাদি সিদ্ধ না হইবার এবং সেমত স্থাবর মালগুজারীর বাকীর কারণ নীলামের যোগ্য হইতে পারিবার দাঁড়ার ও তাহাতে রিস্পাণ্ডেণ্টের স্বত্বলোপ না হইবার কথা।	ঐ	৪	০
মোকদ্দমার আপীল হইতে পারিবার মিয়াদের মধ্যে আসামী জামিন দিতে না পারিলে পর যদি সেহেতুক ফরিয়াদী স্থাবরে দখল পায় তবে তাহাতে এবং আপীল হইবার মিয়াদের মধ্যে কোন স্থাবরে ফরিয়াদীকে দখল দেওয়াইলে তাহাতেও উপরের লিখিত দুই ধারা খাটিবার কথা।	ঐ	৫	০
কোন ফরিয়াদী কিম্বা আসামীতে নির্দ্ধারিত জামিন দিতে না পারিলে যেমত কর্ত্তব্য তাহার কথা।	ঐ	৬	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের ৬ ধারানুসারে হওয়া			

ভূমি

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের আইনসকলের খোলসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
ভূমি জমের ডিক্রীছাড়া সংক্ষেপে বিচার্য্য অন্য যে মোকদ্দমায় ঐ ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইন খাটে সে মোকদ্দমার আপীল হইতে না পারিবার কথা।	৫	৭	০
দায়ের ও সায়েরী আদালতের বিষয়ী।			
আদালতসকল বন্ধ হইবার সময়ে দায়ের ও সায়েরী আদালতের ভ্রমণকাল উপস্থিত হইলে সে ভ্রমণ রহিত হইবেক কিন্তু ভ্রমণারম্ভ হইলে পর আদালতসকল বন্ধ হইবার সময়াগত হইলে তজ্জন্য সে ভ্রমণের বিরাম হইতে পারিবেক না এবং তেমত কালে সে মোকদ্দমাসকলের সংক্রান্ত লোকদিগের রুজু থাকাও ছাড়ান্ হইবেক না এই সকল কথা।	৩	৪	০
শহর জাহাঁগীরনগরের ও মুরশিদাবাদের ও আজীমাবাদের ও জিলা ঢাকা জলালপুরের ও মুরশিদাবাদের ও চব্বিশপরগনার দায়ের ও সায়েরী তজবীজের জন্যে ছয়২ মাসিয়া ভ্রমণের বিষয়ী হুকুম বাহুল্য হইবার কথা।	ঐ	৫	০
স্থানে২ ঐ ভ্রমণের প্রণালী স্থির পড়িবার ও তাহার ব্যত্যয় নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিনানুমতিতে না হইতে পারিবার কথা।	ঐ	৬	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৩ আইনের যেপর্য্যন্ত এ আইনের অনুসারে ফেরফার ও মোকুফ না হইল তাহা বহাল থাকিবার কথা।	ঐ	৭	০
রসুমের বিষয়ী।			
সরকারী ও উকীলগণের রসুম লইবার নয়া দাঁড়া ধার্য্য পড়িবার কথা।	৫	১	
যেং মোকদ্দমার রসুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ৪ ধারার নির্ণয়ক্রমে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	৭	০
সকর ভূমির মোকদ্দমায় তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্নের উপর রসুম লইবার ও তাহার সালিয়ানা জমার উপর না লইবার কথা।	ঐ	৮	০
উকীলগণের রসুম নির্ণয়ের দাঁড়ার কথা।	ঐ	৯। ১০	০
সকর ও নিষ্কর ভূমিছাড়া নগদ ও জিনিসের মোকদ্দমার রসুম নির্ণয়ের দাঁড়ার কথা।	ঐ	১০	১ বিবরণ

সকর

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
সদ্বর ভূমির রসূমের হিসাব করিবার দাঁড়ার কথা।	৫	১০	২ বিবরণ
নিম্বর ভূমির রসূমের হিসাব করিবার দাঁড়ার কথা।	ঐ	ঐ	৩ বিবরণ
ইঙ্গরেজী ১৭৭৩ সালের ৭ আইনের ১৩ ধারা এ আইনের অনুসারে ফেরফার না হইবার কথা।	ঐ	১১	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের তথা ১৭৯৬ সালের ৮ আইনের অনুসারে মালগুজারীর মোকদ্দমার রসুম এ আইনের ১০ ধারার নির্ণীত রসূমের সুকী হারে লইবার কথা। ..	ঐ	১২	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের অনুসারে ভূমি দখলের সংক্ষেপে বিচার্য্য মোকদ্দমার রসুম অন্যং মোকদ্দমার অনুসারে লইবার কথা।	ঐ	১৩	০
উকীলগণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ১৪ ধারার নির্ণীত রসুমঅপেক্ষা অধিক যত রসুম যে কোন সময়বিশেষে লইতে পারে তাহার কথা।	ঐ	১৪.	০
উকীলগণের প্রতি তাহারা আপনারদিগের মনিবদিগের সহিত ওকালতীর নির্ণীত রসুমঅপেক্ষা অল্পে বন্দোবস্ত করিতে নিষেধের ও সেমত করার করিলে তাহা নামঞ্জুর পড়িবার এবং তৎকর্ম্মি উকীলগণ পদচ্যুত হইবার আর এ হুকুম সময়বিশেষে গত মোকদ্দমাসকলে না খাটিবার কথা।	ঐ	১৫	০
ইহার অবশিষ্ট বিবরণ আপীলের ও কর্জের বিষয়ের মধ্যে ব্যক্ত আছে।			
কর্জের বিষয়ী।			
বয়বিলওফায়ী ও কর্জের মোকদ্দমায় খাউকী হইতে না পারিবার গতিকের কথা।	১	১	০
কেহ আপন ভূমির বন্ধকোন্ধারের কারণ কর্জ শোধ দিতে চাহিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।	ঐ	২	০
বন্ধকী ভূমিতে মহাজন দখল পাইয়া থাকিলে তাহার হিসাব নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের অনুসারে হইবেক কিন্তু সে আইনের ১০ ধারায় আসল ও সুদ শোধ পড়িয়া থাকিলে বন্ধকোন্ধার হইবার যে হুকুম আছে তাহা খাটিবেক না এই সকল কথা।	ঐ	৩	০
মহাজনের অসম্মতিতে বরাতী টীপ মঞ্জুর না হইবার কথা।	ঐ	৪	০

মহাজন

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
মহাজন ও খাতকের আপোসে হওয়া একরার এ আইনের অনুসারে ফেরফার না হইবার কথা।	১	৫	০
শরার ও শাস্ত্রের আমলার বিষয়ী।			
জজসাহেবেরা সময়বিশেষে ফতওয়ার ও ব্যবস্থার অনুসারে ডিক্রী করিবার এবং অন্য যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।	২	৪	০
মফঃসল আপীল আদালতের বিষয়ী।			
দেওয়ানী আদালতে যবেস্থবে থাকা ও নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার সংক্রান্ত দরখাস্ত লইতে পারিবার এবং তাহাতে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।	ঐ	৬	০
প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের যোগে ও মোহরমের কালে আদালত সকল বন্ধ হইবার কথা।	৩	২	০
ইহার অবশিষ্ট বিবরণ আপীলের ও দেওয়ানী আদালতের দফ্তরসকলের বিষয়ের মধ্যে ব্যক্ত আছে।			
দেওয়ানী আদালতের দফ্তরসকলের বিষয়ী।			
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৮ আইনের ১০ তথা ১৪ ধারার নিরূপণক্রমে বহী লেখা মৌকুফ হইবার কথা।	৫	১	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৮ আইনের ৪ এবং ৯ তথা ১৩ ধারার নিরূপণক্রমে বহী লিখিবার কথা।	ঐ	১৬	০
নিমকের বিষয়ী।			
নিমক চৌকীয়াতের আমলার নামে তলবচিঠী হইবার দাঁড়ার কথা।	৪	১	০
নিমকচৌকীয়াতের আমলার নামনবীসী ফর্দ্দ জজসাহেবদিগের স্থানে পাঠাইতে হইবার কথা।	ঐ	২	০
নিমকচৌকীয়াতের আমলার নামে দেওয়ানী আদালতহইতে তলবচিঠী জারী করিবার মতের কথা।	ঐ	৩	০
জামিন লইবার বিধিথাকা মোকদ্দমায় দস্তক জারী করিবার মতের কথা।	ঐ	৪	০
জামিন লইবার বিধি না থাকা মোকদ্দমায় অন্যং মোকদ্দ			

মার

	আইন	ধারা	প্রকরণ
মার অনুসারে দস্তক জারী হইবেক কিন্তু তাহা বোর্ড ত্রেডের সাহেবপ্রভৃতিকে জানাইতে হইবেক এই সকল কথা।	৪	৫	০
পোলীসের দারোগারা এ আইনের ৪ ধারার লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করিবার কথা।	ঐ	৬	০
নিমকচৌকীয়াতের আমলাকে সাক্ষ্য দিবার কারণ তলব করিবার মতের কথা।	ঐ	৭	০
জজ ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা সময়বিশেষে সচরাচর চলনমতে কার্য্য করিবেন কিন্তু তাহা করিবার অর্থে এ আইনের মতছাড়া যেহেতুক হন্ তাহা লিখিবেন এই কথা।	ঐ	৮	০
নিমকচৌকীয়াতের কোন আমলার উপর ডিক্রী হইলে সেহেতুক তাহাকে তাহার মনিবের অগোচরে চৌকীহইতে উঠাইতে না পারিবার কথা।	ঐ	৯	০
সদর দেওয়ানী আদালতের বিষয়ী।			
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আপনারদিগের ব্যাপ্য আদালতসকলের অনিষ্পত্তি কিম্বা নিষ্পত্তি মোকদ্দমার সংক্রান্ত দরখাস্ত লইতে পারিবার ও তাহার কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।	২	৭।৮	০
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা দুর্গোৎসবের যোগে ও মোহরমের কালে আপনারদিগের আদালত বন্ধ করিতে কিম্বা না করিতে পারিবার কথা।	৩	৩	০
ইহার অবশিষ্ট বিবরণ জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের ও আপীলের বিষয়ের মধ্যে ব্যক্ত আছে।			
জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের বিষয়ী।			
সময়বিশেষে নিষ্পত্তিপড়া মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবার কথা।	২	১	০
জজসাহেবেরা মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারার্থে দরখাস্ত লইতে পারিবেন এবং আবশ্যক হইলে তাহার বেওরা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন ও তথাকার হুকুমমতে কার্য্য করিবেন কিন্তু যদি জজসাহেবেরা সে দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ তবে তাহাতে পূর্ব্ব নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক এই সকল কথা। ..	ঐ	২	০
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরাও মোকদ্দমার পুনর্ব্বি			

	আইন	ধারা	প্রকরণ
চার করিতে পারিবার এবং তাঁহারা যে যে মোকদ্দমার বিচার করিবেন তাহার নির্ণয়ের কথা।	২	৩	০
জজসাহেবেরা কোন২ সময়ছাড়া আপনারদিগের ব্যাপ্য শরার ও শাস্ত্রের আমলার দেওয়া ফতওয়ার ও ব্যবস্থার অনুসারে কার্য্য করিবার এবং তত্তৎসময়ে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।	ঐ	৪	০
আদালতসকল বন্ধ হইবার মতের কথা।	৩	১	০
আদালতসকল প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের যোগে ও মোহরমের কালে বন্ধ হইবার কথা।	ঐ	২	০
ইহার অবশিষ্ট বিবরণ দেওয়ানী আদালতের দস্তুরসকলের ও নিমকের বিষয়ের মধ্যে ব্যক্ত আছে।			

সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. FORSTER.

শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাদুহারের হজুর কৌন্‌সেলহইতে যে যে বিষয়ের যে যে আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের যে যে তারিখে জারী হয় তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের আইনসকলের ফিরিস্তি।

১ প্রথম আইন। ৪ জানুআরি।

শ্রীহট্টের সীমামুড়ায় চূণআদি দ্রব্য বিশেষ নিষেধ ও বিধিক্রমে ক্রয় বিক্রয়ের ভার সর্ব্বতোভাবে সকলের প্রতি অর্পণের।

২ দ্বিতীয় আইন। ২৫ মার্চ।

শহর জাহাঁগীরনগরের ও মুরশিদাবাদের ও আজীমাবাদের বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচার প্রতিমাসে করিবার এবং কয়েদের মিয়াদের মধ্যে পলায়িত বন্দিগণ দেশত্যাগের যোগ্য ঠাহরিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ১৯ আপ্রিল।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইনের ২০ বিংশতি ধারা বাঙ্গলা ১২০৪ সালের আখেরী মোতাবেকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১০ আপ্রিলপর্য্যন্ত জিলা শ্রীহট্টে না চলিবার মর্ম্ম স্পষ্ট করিবার।

৪ চতুর্থ আইন। ২৬ আপ্রিল।

সরকারের অপকারাদিজন্য অপরাধের অপবাদিগণের মোকদ্দমার বিচারার্থের।

৫ পঞ্চম আইন। ৩ মাই।

লোকেরা উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা নিজোত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়া মরিলে সে পত্র সিদ্ধ হইবার অর্থে এবং তাহা না করিয়া গতপ্রাণ হইলে তাহারদিগের ন্যস্ত ধনাধিকারের অধ্যক্ষতা চলিবার প্রতি জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের কত ক্ষমতা বর্ত্তে তাহা নির্ণয়ের।

৬ ষষ্ঠ আইন। ১১ জুলাই।

সরকারের পক্ষে আড়তে আফীন জমাইবার ভারপাওয়া সাহেবপ্রভৃতির কর্ত্তব্যাচরণের এবং সরকারের বিনানুমতিতে পোস্তের চাস না করিবার আর বিনাহুকুমে আফীন আনিতে এবং কোনপ্রকারে আফীন ক্রয় ও বিক্রয় করিতে না পারিবার।

৭ সপ্তম

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের আইনসকলের ফিরিস্তি।

৭ সপ্তম আইন। ২৯ আগস্ত।

সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে স্বস্বব্যাপ্য প্রজাদির স্থানে রাজস্ব গ্রহণার্থে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতার্পণের এবং তাহারদিগের অধিকার ভূমির মোকররী মালগুজারী দিতে অবিশিষ্ট হেতুতে বিলম্ব না দর্শিতে পারিবার আর যে অধিকারের মালগুজারীর যত বাকী পড়ে তাহা সাল আখিরীতে সে অধিকার নীলামের মুখে অনায়াসে উসুল হইবার।

৮ অষ্টম আইন। ১০ অক্তোবর।

খুনের মোকদ্দমার সংক্রান্ত শরার সম্মত কোন২ ফতওয়ার ফেরফারের আর ধরণার মোকদ্দমার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২১ একবিংশতি আইনের এবং ১৭৯৭ সালের ৫ পঞ্চম আইনের বিশেষ মর্ম্ম স্পষ্ট করিবার।

৯ নবম আইন। ১০ অক্তোবর।

শহর জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদের দেওয়ানী আদালতসকলের হুকুম জারীর বাধা না হইতে পারিবার পুনরুপায়ের এবং অন্য আদালতসকলের হুকুম জারীর আটক হইতেও না পারিবার।

১০ দশম আইন। ১৭ অক্তোবর।

নিজামৎ আদালতে চালানের যোগ্য মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ অব্যাজে ত্বরায় চালাইবার।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সাল ১ প্রথম আইন।

শ্রীহট্টের সীমামুড়ায় চূর্ণআদি দ্রব্যবিশেষ নিষেধ ও বিধিক্রমে ক্রয় বিক্রয়ের ভার সর্ব্বতোভাবে সকলের প্রতি অর্পণের আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের তারিখ ৪ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৫ সালের ২৩ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৬ সালের ১৩ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৬ সালের ২৩ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৫ সালের ১৩ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২১৩ সালের ২৬ রজবে জারী হইল।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ৮ অক্তোবরে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে জিলা শ্রীহট্টের সীমামুড়ায় চূর্ণআদি সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ার্থে হুকুম বিশেষ হইয়া তাহা কলিকাতার গাজেট্ অর্থাৎ সরকারী খবরের কাগজেতে ইশ্তিহার দেওয়া গিয়াছিল এইক্ষণে তাহার কোনং মর্ম্মের নিবর্ত্তে ও পরিবর্ত্তে এই আইন নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ আইন জারী হইবার সময়হইতে উপরের লিখিত গাজেটের হুকুমের পরিবর্ত্তী হুকুমমতে কার্য্য হইবেক ইতি।

হেতুবাদ।

২ ধারা।

জানান যাইতেছে যে জিলা শ্রীহট্টের নিবাসিরা এবং প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীমান্ ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোক অর্থাৎ ইঙ্গরেজছাড়া শ্রীযুক্ত দেশাধিপ কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারস্থ লোকেরা এবং আরমানী ও ইউনানীপ্রভৃতি সকলে আর ঐ জিলায় বাসের হুকুম সরকারহইতে পাওয়া ইঙ্গরেজেরাও খ্যাতি খাসীপ্রভৃতি পাহাড়িয়া লোকদিগের সহিত দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেক কিন্তু তাহা করিতে ঐ সকল শ্রেণীর প্রতি এতাবতা ইঙ্গরেজপ্রভৃতির উপর নীচের লিখিত সমগ্র নিষেধ ও বিধি চলিবেক ইতি।

শ্রীহট্টে বাসের হুকুম না পাওয়া ইঙ্গরেজছাড়া সকলে পাহাড়িয়াদিগের সঙ্গে দ্রব্য কেনা বেচা করিতে পারিবার কথা।

৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— পূর্ব্বের ন্যায় বিরোধ বিসম্বাদ না হইতে পারিবার কারণ কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারস্থ কেহ সরমা নদীর উত্তর পশ্চিম কোণের দেশে অর্থাৎ বায়ুকোণ অঞ্চলে কোন দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেক না।

কোম্পানির অধিকারস্থ কেহ সরমা নদীর উত্তর পশ্চিমে কেনা বেচা করিতে না পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয়

খাসীপ্রভৃতির স্থানে যুদ্ধসামগ্রী বেচিতে নিষেধের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কাহার কর্ত্তব্য নহে যে খাসীপ্রভৃতি পাহাড়িয়াদিগের স্থানে অস্ত্র শস্ত্র এবং বারুদ ও গুলী ও শোরা ও গন্ধকাদি যুদ্ধসামগ্রী বিক্রয় করে।

এই প্রকরণের প্রবাচিত অস্ত্রধারিছাড়া কেহ কোম্পানির সীমার বাহিরে অস্ত্র ধরিয়া যাইতে না পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। প্রজাপ্রভৃতিতে আপনারদিগের ধনপ্রাণ নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা পাইবার কারণ নিযুক্তকরা বরকন্দাজআদি অস্ত্রশস্ত্রধারীছাড়া অন্য কাহার কর্ত্তব্য নহে যে কোন ছুতালতায় মোকাম লাওর কিম্বা তাহার আগে বাড়িয়া অথবা কোম্পানি বাহাদুরের অন্যাধিকারের সীমানার বাহিরে বিশেষতঃ সরমা নদীর পারে অস্ত্রাদি ধরিয়া যায় ইতি।

৪ ধারা।

উপরের ধারার নিষেধের অন্যথায় কোম্পানির সীমার বাহিরে ও সরমার পারে দ্রব্যমাত্র চালাইলে তাহা জব্দ হইবার কথা।

জিলা শ্রীহট্টের মাজিস্ট্রেট অর্থাৎ ফৌজদারীর সাহেবের ও তাঁহার ব্যাপ্য পোলীসের থানার আমলার উচিত যে উপরের ধারার প্রস্তাবিত সম্যক্ হুকুমমতে চলেন্। তাহাতে যদি কেহ ৩ তৃতীয় ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের নিষেধ উল্লঙ্ঘিয়া তাহার লিখিত নিষিদ্ধ সামগ্রী কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের বাহিরে লয় কিম্বা লইতে উদ্যত হয় এবং ঐ ৩ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের উল্লিখিত বারণের অন্যথায় কোন প্রকার সামগ্রী সরমা নদীর পারে চালায় তবে সে সকল সামগ্রী নৌকা কিম্বা সগড় অথবা বলদআদি যাহাতে বোঝাই থাকে তাহা সমেত সরকারে ক্রোক্ ও জব্দের যোগ্য জানেন্। আর মোকাম লাওরের পোলীসের থানার আমলার এবং কোম্পানি বাহাদুরের সীমানার অন্যং থানার আমলাদিগের ক্ষমতা আছে যে একযোগে কি বিযোগেইবা যত নৌকা কিম্বা সগড় অথবা বলদআদি চলে তাহাতে ঐ সকল নিষিদ্ধ সামগ্রী রহে কি না তথ্য জানিবার নিমিত্তে সে নৌকাদির তত্ত্ব ও তহকীক যথেষ্ট করে কিন্তু কর্ত্তব্য নহে যে আবশ্যক কালাপেক্ষা অধিক কাল সে নৌকাদি আটক রাখে। ইহাতে যদি সে নৌকাদিতে নিষিদ্ধ দ্রব্য ধরা পড়ে তবে উচিত যে তাহা চালানিয়া লোকসুদ্ধা মাজিস্ট্রেটসাহেবের স্থানে পাঠায়। এবং ঐ সাহেব তাহার বিচার সূক্ষ্ম করেন্ ও সেই ধরাপড়া দ্রব্য এ আইনমতে জব্দের যোগ্য ঠাহরিলে জব্দ করিয়া তাহা শেষ কি কর্ত্তব্য জানিবার নিমিত্তে আপন কৃত বিচারের বেওরাকৈফিয়ৎ গবরনর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন্। আর যদি কোন ইঙ্গরেজ কিম্বা অন্য শ্রেণীর কেহ ঐ ৩ ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের অন্যথাচরণ করে তবে তদর্থে যে হুকুমের আবশ্যক থাকে তাহা হইবার জন্যে কৈফিয়ৎ লিখিয়া ঐ হজুর কৌন্সেলে চালান করেন্। ইহাতে যদি জানা যায় যে কোন ইঙ্গরেজ কিম্বা অন্য বিলায়তী লোক অথবা আরমানী কিম্বা ইউনানী কেহ অথবা ঐ জিলার নিবাসিছাড়া অপর কোন ব্যক্তি ঐ ৩ ধারার প্রস্তাবিত কোন হুকুম হেলন করে কিম্বা পাহাড়িয়াদিগের সঙ্গে কেনা বেচা করিতে বিরুদ্ধাচারী হয় তবে সে ব্যক্তি ঐ জিলায় বসতির সাধ্য না রাখিয়া কলিকাতায় চালানের যোগ্য হইবেক ইতি।

পোলীসের আমলায় নৌকাদির তত্ত্ব লইতে পারিবার ও তাহাতে নিষিদ্ধ দ্রব্য মিলিলে ঐ আমলার এবং মাজিস্ট্রেটসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৫ ধারা।

৫ ধারা।

যদি পোলীসের আমলায় উপরের ধারাদৃষ্টে ক্রোক ও জব্দের যোগ্য সামগ্রী নিজানুসন্ধানে আটক করে তবে তাহা বিক্রয়মুখে শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকা পুরস্কার পাইবেক। আর যদি কোন গোয়েন্দা এতাবতা সন্ধানির কথায় আটকায় তবে ঐ পুরস্কার সেই সন্ধানিকে মিলিবেক। তাহাতে যদি মাজিষ্ট্রেটসাহেব সেই আটকান দুব্য জব্দ না করেন্ তবে সে দুব্যাধিকারির সাধ্য আছে যে আপন ক্ষতি পূরণ ও প্রতিফল দণ্ডের কারণ সেই আটকানিয়ার নামে অথবা আটকানের গোহারীতে ঐ জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ইতি।

পোলীসের আমলা ও গোয়েন্দা দুব্য জব্দের বিষয়ে যত ইনাম পাইবেক তাহার এবং অযথা জব্দ করিলে কিম্বা করাইলে দুব্যাধিকারী নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৬ ধারা।

যদি কেহ ৪ চতুর্থ ধারার অনুসারে দুব্য জব্দের অর্থে করা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুমে অসম্মত হয় তবে তাহার শক্তি আছে যে আপন অসম্মতির বিবরণ লিখিয়া গবর্নর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলে দেয়। ঐ হজুর কৌন্সেলে বিহিত বুঝিয়া হয় তাহার বিচার করিবেন না হয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১১ একাদশ ধারাক্রমে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবার হুকুম তাহাকে দিবেন। তাহাতে এ আইনের অনুসারে কৃত কর্ম্মের দ্বারা সরকারের নামে নালিশহওয়া মোকদ্দমাসকলে ঐ ১১ ধারা ইহাই প্রভেদ হইয়া খাটিবেক যে জিলা শ্রীহট্টের জজী ও মাজিষ্ট্রেটী ভার এক জনের প্রতি আছে এপ্রযুক্ত দুব্য জব্দের অর্থে হওয়া মাজিষ্ট্রেটের হুকুমে কেহ অসম্মত হইয়া সে নালিশ হজুর কৌন্সেলে করিয়া হকে না পঁহুছিতে পারিলে সে লোকের যদি কর্ত্তব্য হয় তবে ঐ ১১ ধারাদৃষ্টে দেওয়ানী আদালতে নালিশ না করিয়া এককালে এলাকা জাহাঁগীরনগরের প্রবিন্স্যল্ কোর্টআপীল অর্থাৎ মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক। ও তাহাতে যথানিয়মে নালিশ করিলে তাহার নালিশী আরজী ঐ কোর্টের সাহেবেরা লইয়া ঐ ১১ ধারানুসারে বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

কেহ দুব্য জব্দের অর্থে হওয়া মাজিষ্ট্রেটের হুকুমে অসম্মত হইলে সে নালিশ হজুর কৌন্সেলে করিতে পারিবার ও তথায় তাহার তদারক না হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১১ ধারাক্রমে প্রকার ভেদের নালিশ করিতে শক্ত হইবার কথা।

৭ ধারা।

বহালী আইনসকলের মতে হুকুম আছে যে ইঙ্গরেজছাড়া অন্যং বিলায়তী লোকসকলে এদেশীয় লোকদিগের ন্যায় জিলাসকলের দেওয়ানী আদালতের নীচে রহিবেক। ও তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৮ অষ্টাবিংশতি আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে আদেশ আছে যে ইঙ্গরেজের বাদশাহী ফৌজের সরদার সাহেবেরা এবং কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের লশ্করের সরদার সাহেবেরা আর ঐ সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবছাড়া যে বাজে ইঙ্গরেজেরা কলিকাতার বাহির পাঁচ ক্রোশ অন্তরে বসতির সাধ্য রাখে তাহারদিগের নামে এদেশীয় লোকেরা সিক্কা পাঁচ শত টাকা সংখ্যা কিম্বা মূল্যের অনূর্দ্ধ নগদ কিম্বা জিনিসের মোকদ্দমার

যে বাজে ইঙ্গরেজেরা জিলা শ্রীহট্টে বসতি করিতে পারে তাহারা পাহাড়িয়াদিগের নালিশে ঠেকিতে হইবার কারণ তাহার জওয়াব দিবার অর্থে মুচল্কা দিবার কথা।

মার নালিশ করিলে তাহার জওয়াব যোগাইবার অর্থে মুচলকা আপনারদিগের বসতির স্থানের ব্যাপক জিলার দেওয়ানী আদালতে দিবেক ইহাতে জিলা শ্রীহট্টের সীমামুড়ায় খাসীপ্রভৃতি যে পাহাড়িয়াদিগের স্থানে চূণআদি সামগ্রী কেনা যায় তাহারদিগের বিদেশ গমন সম্ভবে না এপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজদিগের নামে নিজের দাওয়া সিব্বা পাঁচশত টাকার ঊর্দ্ধের মোকদ্দমার নালিশ কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টে এতাবতা বড় আদালতে করিতে পারে না অতএব উপরের নামলব্ধ ফৌজীপ্রভৃতি সাহেবছাড়া যে সকল বাজে ইঙ্গরেজ হুকুমমতে জিলা শ্রীহট্টে বসতি রাখে তাহারা এক্ষণে ঐ ২৮ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার প্রস্তাবানুসারের মুচলকা ফিরাইয়া তাহার বদলে তদনুযায়ী মুচলকা কিঞ্চিৎ পাঠের বৈলক্ষণ্যে দিবেক বাক্যার্থ এই ক্ষণের মুচলকা পাঁচ শত টাকা সংখ্যাযুতে না হইয়া শ্রীহট্টের সীমামুড়ার অথবা তৎসমীপের পাহাড়িয়ারা যত টাকা সংখ্যা কিম্বা মূল্যের মোকদ্দমার নালিশ তাহারদিগের নামে করে তাহার জওয়াব যোগাইবার নিদর্শনে লিখিবেক। আর যে বাজে ইঙ্গরেজেরা ঐ জিলায় বাসের হুকুম সংপ্রতি পায় ও উত্তরকালে পাইবেক তাহারাও এমত মুচলকা না দিলে তথায় বসতি করিতে পারিবেক না। ইহাতে যদি কেহ এমত মুচলকা দিতে সম্মত না হয় তবে ঐ জিলার জজসাহেব তৎক্ষণাৎ তাহার বেওরা লিখিয়া গবরনর জেনরলের হজুর কৌন্সেলে চালাইবেন ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে সেই অসম্মত লোককে কলিকাতায় পাঠাইতে হুকুম দিবেন ইতি।

বাজে ইঙ্গরেজেরা যথানিয়মে মুচলকা না দিলে জিলা শ্রীহট্টে বাস করিতে না পারিবার কথা।

কেহ মুচলকা দিতে না চাহিলে জজসাহেব তাহার বেওরা লিখিয়া হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার কথা।

৮ ধারা।

এই আইনের লিখিত উপায়াধীন আবশ্যক নাই যে এদেশীয় কি বিলায়তী কি অপর কোন ব্যবসায়িতে পূর্ব্বমতে কালেক্টর কিম্বা মাজিস্ট্রেট্সাহেবের স্থানহইতে চূণ খরীদ করিতে পারিবার নিদর্শনী পরওয়ানা মোকাম লাওরের থানার দারোগার নামে লয়। এ আইনমতে এককালেই নিষেধ হইল যে উত্তরকালে এমত পরওয়ানা দেওয়া না যায় কারণ এই যে ইহা নহিলে এ আইনক্রমে দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের যে ভার সর্ব্বতোভাবে সকলের প্রতি হইল তাহার লাঘবতা জন্মিবেক। কিন্তু এ ধারানুসারে এমত বোধ না হয় যে জিলা শ্রীহট্টের মাজিস্ট্রেটসাহেব এ আইনের সংস্থাপিত উপায়ের মর্ম্ম পাইবার কারণ কিম্বা সীমামুড়ার পাহাড়িয়াদিগের সহিত ব্যবসায়ি লোকের বিরোধ ও বিসম্বাদ না হইতে পারিবার জন্যে আপন সীমানাভুক্ত লাওরের থানার দারোগা ও পোলীসের অন্যং আমলার উপর যে যে হুকুমকরণ আবশ্যক জানেন্ তাহা এ আইনের কিম্বা অন্যং বহালী আইনের বহির্ভূতে না হইলে না করেন্ ইতি।

ব্যবসায়িদিগেরে পূর্ব্বে যে পরওয়ানা দেওয়া যাইত তাহা না দিতে হইবার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

শহর জাহাঁগীরনগরের ও মুরশিদাবাদের ও আজীমাবাদের বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচার প্রতিমাসে করিবার। এবং কয়েদের মিয়াদের মধ্যে পলায়িত বন্দিগণ দেশত্যাগের যোগ্য ঠাহরিবার আইন শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেন্ট সাহেবের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের তারিখ ২৫ মার্চ্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৫ সালের ১৪ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২০৬ সালের ৪ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৬ সালের ১৪ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৬ সালের ৪ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১৩ সালের ১৭ শওয়ালে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ১৯ ঊনবিংশতি তথা ২০ বিংশতি ধারানুসারে হুকুম আছে যে শহর বারাণসের বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচার প্রতিমাসে হইবেক। আর শহরসকলের ফৌজদারী আদালতের ফরিয়াদী ও সাক্ষিগণের অনেকেই মহাজনাদি বিদেশীয় লোক তাহারা আপনারদিগের মোকদ্দমা করিবার অর্থে ছয়২ মাসিয়া ভ্রমণের প্রতীক্ষায় থাকিতে লাগিলে তাহা তাহারদিগের বিনা ক্ষতিতে নির্বাহ হইতে পারে না। অতএব তাহারদিগের আয়াস দূরের নিমিত্তে উচিত যে শহর জাহাঁগীরনগরের ও মুরশিদাবাদের ও আজীমাবাদের বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচার মাসে২ এমতে করা যায় যে তাহাতে মফঃসল আপীল আদালতসকলের কর্ম্মের ভণ্ডুল না দর্শে। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ১০ দশম ধারাক্রমে যে বন্দিগণ দেশত্যাগের যোগ্য না হয় তাহারদিগের অনেকেই পলায় এ জন্যে তাহারা উত্তরকালে ঈদৃশ কর্ম্মে উদ্যত না হইবার কারণ আবশ্যক যে কেহ এমত ক্রিয়া করিলে তাহাকে দেশত্যাগ করাণ যায়। এপ্রযুক্ত শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেন্টসাহেবের হুজুর কৌন্সেলহইতে এ আইন নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ আইন বর্ত্তমান সন ১৭৯৯ ইঙ্গরেজীর ১ পহিলা মাই তারিখহইতে সুবেজাৎ বঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারাণসে চলিবেক ইতি।

২ ধারা।

মূলের লিখিত শহর সকলের বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচার মাসে২ হইবার ও তাহা যে২ সাহেবের সমক্ষে হইবেক তাহার কথা।

উত্তরকাল শহর জাহাঁগীনগরের ও মুরশিদাবাদের ও আজীমাবাদের বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচার ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৫ পঞ্চম ধারানুসারে ছয়২ মাসান্তর না হইয়া ইঙ্গরেজী প্রতিমাসের প্রথমে দায়ের ও সায়েরী একং আদালতের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় জজসাহেবের যে কেহ জিলাসকলের ভ্রম

ণানন্তর

স্থানান্তর সদর মোকামে উপস্থিত থাকেন তাঁহার সাক্ষাৎ ঐ ৩ তৃতীয় আইনমতে হইবেক। তাহাতে সময়ক্রমে ঐ সাহেব দুই জনেই প্রত্যক্ষ থাকিলে একং জনের সমক্ষে বিচার করা যাইবেক। ইহাতে যদি ঐ একং আদালতের প্রধান জজ সাহেবছাড়া অন্য দুই জনের এক জন সাক্ষাৎ রহেন্ তবে তাঁহার সমক্ষেই ঐ বন্ধিগণের মোকদ্দমার বিচার যে দিন মফঃসল আপীল আদালতের বৈঠক না হয় ও যে গতিকে ঐ আপীল আদালতের ব্যাপারের ভঙ্গুল না দর্শে সেই দিন ও সেই গতিকে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

শহরসকলের বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচার যবস্থবে থাকিবার সময়ের কথা।

যদি কখন জিলাসকলের ভ্রমণে এত বিলম্ব হয় যে তাহাতে তৎকালের ভ্রমণিয়া দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় জজসাহেব ও তৎসহগামি কাজী কি মুফ্তী আগামি ভ্রমণের পূর্ব্বে সদর মোকামে পঁহুছিতে না পারেন্ ও তাঁহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা না করিয়া দ্বিতীয় কি তৃতীয় জজসাহেব কাজী অথবা মুফ্তীকে লইয়া পুনর্ভ্রমণে প্রস্থান করেন্ তবে ভ্রমণে গত ঐ দুই সাহেবের জনেক সাহেব এবং কাজী কি মুফ্তীর এক জন যাবৎ সদর মোকামে না পঁহুছেন্ তাবৎ উপরের লিখিত মোকদ্দমার বিচার মাসেং হওয়া স্থগিত থাকিবেক। কিন্তু সেই সাহেব পঁহুছিলে তৎকালে কিম্বা পশ্চাৎ সময় বুঝিয়া যত শীঘ্র হইতে পারে ঐ সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে হইবেক। ইহাতে যে সময়ে যে কোন হেতুতে ঐ তিন শহরের বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচার মাসেং হইতে না পারে সে সময়ে দায়ের ও সায়েরী ভ্রমণিয়া জজসাহেবেরা কিম্বা অগ্রগণ্য সাহেব তাহার বেওরা হকীকৎ লিখিয়া নিজামৎ আদালতে পাঠাইবেন। নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে কোন দায়ের ও সায়েরী আদালতের দ্বিতীয় কি তৃতীয় জজসাহেব পীড়িত হইলে কিম্বা উপস্থিত না থাকিলে অথবা কারণান্তরে উচিত জানিলে তথাকার প্রধান জজসাহেবকে হুকুম লিখেন্ যে কাজী কিম্বা মুফ্তী জনেক পঁহুছিলেই তৎকালে সে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সংক্রান্ত যে সকল কর্ম্ম তথাকার অন্য জজসাহেবেরা প্রত্যক্ষ না থাকিবার কালে তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য সে সকল কর্ম্মের ভঙ্গুল না হইবার গতিকে সে শহরের বন্দিগণের সে মাসের বিচার্য্য মোকদ্দমাসকলের বিচার করেন্ ইতি।

মোকদ্দমার বিচার যবস্থবে থাকিবার বেওরা লিখিয়া নিজামৎ আদালতে পাঠাইতে হইবার ও তাহাতে ঐ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

৪ ধারা।

এ আইনের ২।৩ ধারার হুকুম শহর বারাণসে চলিবার কথা।

জানিবেন যে শহর জাহাঁগীরনগরের ও মুরশিদাবাদের ও আজীমাবাদের বন্দিগণের মোকদ্দমার বিচার প্রতিমাসে হইবার নিদর্শনী উপরের দুই ধারার লিখিত উপায় শহর বারাণসের বন্দিসকলের মোকদ্দমার বিচারার্থে যত খাটিতে পারে তাহাই খাটিবেক। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৩০ ত্রিংশৎ ধারানুসারে বন্দিগণের ফিরিস্তি ছয়ং মাসান্তর চালাইবার অর্থে হুকুম আছে। তাহাতে এইক্ষণে ঐ চারি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিসন

বন্দিগণের ফিরিস্তি চালানের সময় নির্ণয়ের কথা।

ইঙ্গরেজীর

ইঙ্গরেজীর ৩০ জুনঅবধির ফিরিস্তি তৈয়ার করিয়া ২০ জুলাইতক এবং ৩১ দিসেম্বরপর্য্যন্তের ফিরিস্তি লিখিয়া ২০ জানুআরিতক চালান করিতে থাকেন ইতি।

৫ ধারা।

বন্দিগণ বন্ধনাবধারিত কালের মধ্যে পলাইলে যে শাস্ত্যর্হ হইবেক তাহার কথা।

যদি কেহ দায়েরসায়েরী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের হুকুমে কয়েদ হইয়া সেই কয়েদের মিয়াদ অতীত না হইতে কয়েদথাকা জেহলখানা অর্থাৎ কারাগার কিম্বা গৃহান্তরহইতে অথবা রাস্তাবন্দীর কর্ম্মে কিম্বা অপর কোন কার্য্যে নিযুক্তথাকিয়া তথাহইতে পলায় ও পুনরায় ধরা পড়ে তবে সেই পলায়নকরা তারিখ অবধি ধরাপড়া তারিখপর্য্যন্ত যত দিবস পলাইয়াছিল তাহা ধর্ত্তব্য না হইয়া মিয়াদের বাকী যত দিন থাকিতে পলাইয়া থাকে তত দিন কিম্বা সে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ততোধিক যত কাল কয়েদ থাকিবার অর্থে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা হুকুম দেন্ তত কালপর্য্যন্ত শেষে কয়েদ থাকিবেক ও তদর্থে সে অপরাধী সমুদ্রের পারে পাঠাইবার যোগ্য ঠাহরিবেক। ইহাতে জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের উচিত যে এ ধারানুসারে কয়েদের মিয়াদের মধ্যে বন্দিগণের কেহ পলাইলে ও পুনর্ব্বার ধরা পড়িলে তাহার রোয়দাদের সঙ্গে সে অপরাধী তাহার কয়েদের নিরূপিত মিয়াদের বাকীর অধিক কাল সমুদ্রের পারে রহিবার যোগ্য ঠাহরিবেক কি না ইহার যুক্তিসহ হকীকৎ লিখিয়া নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা বন্দিগণ পলাইবার ও পুনরায় ধরা পড়িবার রোয়দাদআদি লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

৬ ধারা।

রক্ষকেরা অসাবধান হইলে কিম্বা অবজ্ঞা ও গড়ন করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

যে কোন প্রকার চৌকীদার হউক তাহার চৌকীহইতে বন্দিগণের কেহ পলাইলে যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিচারে সে চৌকীদারের অসাবধানতায় তাহার পলায়ন ঠাহরে তবে তৎক্ষণাৎ সেই চৌকীদার সরকারের চাকরীহইতে অবসরের যোগ্য হইবেক। আর যদি ঐ সাহেবের বিচারে সাব্যস্ত হয় যে তাহার অবজ্ঞা কিম্বা অপর কোন গড়নে সেই বন্দি পলাইয়াছে তবে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া সে চৌকীদারকে দায়ের ও সায়েরী আদালতে বিচার হইবার অর্থে কয়েদ অথবা জামিনীতে রাখা যাইবেক এইহেতুক যে তথায় শরার মতে তাহার যোগ্য যে শাস্তি সম্ভবে তাহাই পাইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইনের ২০ বিংশতি ধারা বাঙ্গলা ১২০৪ সালের আখিরী মোতাবেকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১০ আপ্রিলপর্য্যন্ত জিলা শ্রীহট্টে না চলিবার মর্ম্ম স্পষ্ট করিবার আইন শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্ট সাহেবের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের তারিখ ১৯ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ৯ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৬ সালের ২৯ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৬ সালের ৯ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৬ সালের ২৯ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১৩ সালের ১২ জীকাদে জারী হইল।

হেতুবাদ।

জিলা শ্রীহট্টের জজসাহেবের দেওয়া সমাচারে জানা গেল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ৩৫ আইন সোণা ও রুপার ১৯ সন মুদ্রাছাড়া অন্য কোন রকম টাকাদিগর ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১০ আপ্রিলের পর না চলিবার নিদর্শনে আছে সে আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের মাহ সেপ্তেম্বর মোতাবকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের মাহ আশ্বিনের পূর্ব্বে ঐ জিলায় জারী হইবার ইশ্‌তিহার পায় নাই এ কারণ সেপর্য্যন্ত ঐ জিলায় তথাকার চলন সকল রকম টাকার নিদর্শনেই খতআদি দেনা ও পাওনার লিখনপঠন হইয়াছে কিন্তু ইহাতে সে লিখনাদির লিখিত টাকা ঐ ৩৫ আইনের ২০ ধারাদৃষ্টে আদালতক্রমে উসুলের যোগ্য হয় না অতএব শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্টসাহেবের হুজুর কৌন্সেলহইতে ঐ আইন অজ্ঞাত লোকদিগের ক্ষতি না হইবার নিমিত্তে নীচের লিখিত হুকুম কেবল ঐ জিলায় চলিবার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২০ ধারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১০ আপ্রিলের পূর্ব্বে জিলা শ্রীহট্টে না চলিবার কথা।

জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২০ ধারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের তারিখ ১০ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ৩০ চৈত্র মওয়াফেকে হিজরী ১২১৩ সালের ২২ শওয়াল মোতাবেকে সম্বৎ ১৮৫৫ সালের ১০ বৈশাখের পূর্ব্বে জিলা শ্রীহট্টে চলে নাই ঐ আইন ও ধারার হুকুম যে রুপে সুবে বাঙ্গালার অন্যং জিলায় চলিয়াছে সেই রুপে ঐ তারিখের পর ঐ জিলায় চলিয়াছে ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLTION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

সরকারের অপকারাদিজন্য অপরাধের অপবাদিগণের মোকদ্দমার বিচারার্থের আইন শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেন্টসাহেবের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের তারিখ ২৬ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ১৬ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৬ সালের ৭ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৬ সালের ১৬ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৬ সালের ৭ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২১৩ সালের ১৯ জীকাদে জারী হইল।

হেতুবাদ।

দেশাধিপ শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে ফৌজদারী ব্যাপারের সচরাচর চলিত আইনসকলের অনুসারে অপরাধের অপবাদিগণের মোকদ্দমার বিচার দায়ের ও সায়েরী আদালতের এক জজসাহেবের ও কাজী কিম্বা মুফ্তীর নিকটে হয়। ইহাতে কেহ কখন সরকারের সম্পর্কে কৃত শত্রুতা ও দুঁদ্যামী আদি অপরাধের অপবাদী হইলে অবিলম্বে তাহার মোকদ্দমার বিচার সেই এলাকার দায়ের ও সায়েরী আদালতে তথাকার সকল জজসাহেবের সাক্ষাৎ অথবা অন্য যে কোন আদালত কেবল সেমত মোকদ্দমার বিচারার্থে সরকারহইতে নির্দ্দিষ্ট হয় তথায় হওয়া উচিত অতএব শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেন্টসাহেবের হজুর কৌন্সেল হইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্ধার্য্য হইল এ হুকুম এক্ষণহইতেই সুবেজাৎ বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসে চলিবেক ইতি।

২ ধারা।

হজুরী সাময়িক কর্ম্মকর্ত্তারা সরকারের সম্পর্কে কৃত শত্রুতাদি জন্যাপরাধের অপবাদিগণের মোকদ্দমার বিচার শীঘ্র করাইবার অর্থে আদালত বসাইতে পারিবার কথা।

যদি প্রচরদ্রূপ দায়ের ও সায়েরী আদালতের ব্যাপ্য কেহ সরকারের সম্পর্কে কৃত শত্রুতা ও দুঁদ্যামীআদি অপরাধের অপবাদী হয় তবে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের কিম্বা তাঁহার অনুপস্থিতে মোকাম ফোর্ট উলিয়মের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব দিগের কর্তৃত্ব আছে যে সে অপরাধির মোকদ্দমার বিচার সেই এলাকার দায়ের ও সায়েরী আদালতে তথাকার সকল জজসাহেবের সাক্ষাৎ অথবা অন্য যে কোন আদালত কেবল সেমতাপরাধিগণের মোকদ্দমার বিচারার্থে নির্দ্দিষ্ট হয় তথায় অব্যাজে করাইতে পারেন ও সেই নির্দ্দিষ্ট আদালতে ৩ তিন সাহেব জজ ও ২ দুই জন আহলশরা এতাবতা কাজী ও মুফ্তী কিম্বা যত সাহেব জজ ও যত জন আহলশরা তথায় প্রবৃত্ত করা বিহিত জানেন তাহা করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

এ আইনমতে নির্দ্দিষ্টহওয়া সাহেবদিগের ভারের ও তাঁহারদিগের কৃত বিচার মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ হজুরে পাঠাইবার কথা।

উপায় স্থির না হওয়া বিষয়ের কথা।

উপরের ধারার লিখনানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইবার আদালতের জজ দায়ের সায়েরী আদালতের সাহেবেরা হন্ কি অন্যং সাহেবেরাইবা হউন তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের স্থানে উপস্থিতহওয়া অপরাধির কিম্বা অপরাধিগণের মোকদ্দমার বিচার সেইরূপে করেন্ যে রূপে প্রচরদ্রূপ দায়ের ও সায়েরী আদোলতের সাহেবেরা মোকদ্দমাসকলের বিচার করিয়া থাকেন। ও তদর্থে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি যে ভার অর্পিত আছে সে ভার এ আইনমতে নির্দ্দিষ্ট হইবার আদালতের সাহেবদিগের প্রতি এতৎপ্রভেদে বর্ত্তিবেক যে ফতওয়ার অনুসারে অপরাধী মোচনের উপযুক্ত হয় কি শাস্তির যোগ্যইবা হউক সে ফতওয়া তাহা জারীর পূর্ব্বে আপনারদিগের কৃত বিচারের রোয়দাদ সমেত নিজামৎ আদালতে পাঠাইবেন। আর ঐ আদালত বসিবার স্থানের ও কর্ত্তব্য বিচার মোকদ্দমাসকলের অপরাধিগণের অর্থে ও অপর কোন বিষয়ের নিমিত্তে যদি কিছু উপায় স্থির আইনসকলে না হইয়া থাকে তবে তৎসংক্রান্ত কর্ম্ম গবর্নর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলহইতে কিম্বা হজুরী সাময়িক কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের সন্নিধানহইতে অথবা নিজামৎ আদালতহইতে স্বতন্ত্র যে হুকুম হয় তদনুসারে করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

কোন জজসাহেব কিম্বা আহ্‌লশরা মরণাদিপ্রযুক্ত অসাক্ষাৎ হইলে তাহার উপায়ের কথা।

এ আইনের অনুসারে অপরাধের অপবাদিগণের মোকদ্দমাসকলের বিচারার্থে নির্দ্দিষ্ট হইবার আদালতের জজসাহেবদিগের কিম্বা আহ্‌লশরাদিগের কেহ মরিলে কিম্বা পীড়াদিপ্রযুক্ত উপস্থিত না থাকিলে তথাকার অবশিষ্ট জজসাহেব কি সাহেবেরা ও আহ্‌লশরা কি আহ্‌লশরাগণ তাবৎ আদালতে বসিয়া মোকদ্দমা অথবা মোকদ্দমাসকলের বিচার করিতে পারিবেন যাবৎ তাঁহারদিগের পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিবার বিহিত বোধ গবর্নর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলে কিম্বা তাঁহার অনুপস্থিতে হজুরী সাময়িক কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের সন্নিধানে হইয়া নিযুক্ত না হয়। আর যদি তাঁহারদিগের পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিবার আবশ্যক না জানেন্ তবে ঐ অবশিষ্ট জজসাহেবপ্রভৃতির উপর সে মোকদ্দমাসকলের বিচারের ভার তদনুসারে স্থির ও বলবৎ রহিবেক যদনুসারে সেই জজসাহেব কিম্বা আহ্‌লশরা না মরিলে ও অনুপস্থিত না থাকিলে স্থির ও বলবৎ রহিত ইতি।

৫ ধারা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সকল রোয়দাদসুদ্ধা আপনারদি

নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে চালানকরা ফতওয়া ও রোয়দাদ তাঁহারা পাইলে তাহার বিবেচনা তাঁহারদিগের নিকটে পঁহুছা অন্যং মোকদ্দমার

দ্দমার রোয়দাদ বিবেচিবার মতে করেন্। ও তাহাতে এই বিশেষ আচরেন্ যে সর্ব্বদা সকল রোয়দাদসমেত আপনারদিগের বিবেচিত ফতওয়া গবর্নর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলে কিম্বা হজুরী সাময়িক কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের সন্নিধানে পাঠান্ ও তথাকার বিনাহুকুমে আপনারদিগের বিবেচিত ফতওয়া জারী করিতে আদেশ না করেন্ ইতি।

গের বিবেচিত ফতওয়া হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া তথাকার হুকুমের অপেক্ষায় থাকিবার কথা।

৬ ধারা।

জিলা ও শহরসকলের মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের প্রতি যথোচিত হুকুম আছে যে এ আইনের প্রসঙ্গিত অপরাধের অপবাদিগণের মোকদ্দমার বিচার করাইবার কারণ যথাসাধ্য সহকার হন্। ও যদি কোন মাজিস্ট্রেট্সাহেবের নিকটে কাহার নামে এমতাপরাধের হেতুতে নালিশ আদৌ হয় তবে কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ তদর্থে হুকুম লাভের জন্যে সে সমাচার লিখিয়া গবর্নর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলে পাঠান্। আর ঐ সাহেবদিগের উচিত যে যে সময়ে হজুরী সাময়িক কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের সন্নিধানহইতে উপরের প্রস্তাবিতাপরাধের অপবাদিগণকে ধরিবার জন্যে কিম্বা তাহারদিগের অন্তরা জানিবার কারণ অথবা বিচারার্থে তাহারদিগেরে প্রচরদ্রূপ দায়ের সায়েরী আদালতে কিম্বা এ আইনমতে নির্দ্দিষ্ট হইবার আদালতে সমর্পিবার নিমিত্তে হুকুম পান্ সে সময়ে তদনুসারে অবিলম্বে ও অতিসাবধানে কার্য্য করেন্ ইতি।

মাজিস্ট্রেট্সাহেবেরা এ আইনের বাচিতাপবাদিগণের মোকদ্দমার বিচার করাইতে সহকার হইবার। ও তাঁহারদিগের নিকটে এমত নালিশ আদৌ হইলে সে বার্ত্তা হজুরে লিখিবার। ও তথাকার হুকুমমতে শীঘ্র অতিসাবধানে কার্য্য করিবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

লোকেরা উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা নিজোত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়া মরিলে সে পত্র সিদ্ধ হইবার অর্থে এবং তাহা না করিয়া গতপ্রাণ হইলে তাহার দিগের ন্যস্ত ধনাধিকারের অধ্যক্ষতা চলিবার প্রতি জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের কত ক্ষমতা বর্ত্তে তাহা নির্ণয়ের আইন শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্টসাহেবের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের তারিখ ৩ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ২৩ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৬ সালের ১৪ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৬ সালের ২৩ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৬ সালের ১৪ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২১৩ সালের ২৬ জীকাদে জারী হইল।

হেতুবাদ।

সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার ও বারাণসের মধ্যে যাহারা উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা আপনং ন্যস্ত ধনাধিকারের উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়া ও সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতার কারণ কাহাকেও নির্দ্দিষ্ট করিয়া মরে কি এমত পত্রাদি না করিয়াইবা বিগতপ্রাণ হয় ও সেই মৃতগণের ন্যস্ত স্থাবর কি অস্থাবর কিছু ধন থাকে তবে এমত সকল বিষয়ে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা কিপর্য্যন্ত চলিবেক তাহাতে সন্দেহ জন্মিল। অতএব এই সন্দেহভঞ্জনার্থে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারার লিখনক্রমের এতাবতা উত্তরাধিকারিতার মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি হিন্দুর বিষয়ে শাস্ত্রানুসারে ও মুসলমানের হইলে শরার মতে ফলতো যাহার যে ধর্ম্মশাস্ত্র তদনুসারে যত হইতে পারে তাহা ঐ জজসাহেবেরা করিবার নিমিত্তে শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্টসাহেবের হুজুর কৌন্সেলহইতে এ আইন ধার্য্য হইল জানিবেন যে এ আইন ঐ সুবেজাতে ঘোষণা পাইলে পর তথায় এতদনুসারে কার্য্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

উত্তরাধিকারি বিহীন মৃতগণের কৃতোত্তরাধিকারিরা কোর্ট ওয়ার্ডসের ব্যাপ্য না হইলে সরকারের অনুমতির সা

যদি জিলা ও শহরসকলের কোন দেওয়ানী আদালতের ব্যাপ্য হিন্দু কিম্বা মুসলমান অথবা অন্য জাতির কেহ উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা আপনার ন্যস্ত ধনাধিকারের উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়া সে ধনাধিকারের ব্যাপার চালাইবার অর্থে কাহাকেও অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া মরে ও সেই কৃতোত্তরাধিকারী অযোগ্য

ভূম্যধি

পেক্ষ না হইয়া উত্তরাধিকার পত্রানুসারে সেই মৃতগণের ন্যস্ত ধনের অধিকারিতা ও অধ্যক্ষতা করিতে পারিবার কথা।

জজসাহেবেরা বিনা নালিশে মূলের লিখিত মোকদ্দমাসকলে হাত না দিবার কথা।

মূলের লিখিত মোকদ্দমাসকলের বিচার আইনমতে এবং ব্যবস্থা ও ফতওয়াদৃষ্টে হইবার কথা।

ভূম্যধিকারিগণের বিষয়ী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের মতে কোর্ট ওয়ার্ডসের ব্যাপ্য না হয় তবে সেই অধ্যক্ষ দেওয়ানী আদালতের জজপ্রভৃতি সরকারের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগেরে না জানাইয়া তৎপত্রানুসারে এবং শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে তথা এ দেশাচারক্রমেও সেই ধনাধিকারকে স্বহস্তে রাখিতে ও তাহার অধ্যক্ষতা করিতে পারিবেক। ইহাতে জজসাহেবদিগের কাহার কর্ত্তব্য নহে যে কোন উত্তরাধিকারপত্র সিদ্ধাসিদ্ধের কারণ কিম্বা সে পত্রের সদসদ্বিবেচনার নিমিত্তে অথবা তৎসংঘটিত অপর কোন বিষয়হেতুক কাহার নামে কেহ নালিশ না করিলে সেমত কোন মোকদ্দমায় হস্ত নিঃক্ষেপ করেন্। ও উচিত যে তদর্থে কেহ নালিশ করিলে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৮ অষ্টম ধারাক্রমে দেওয়ানী আদালতের সংক্রান্ত অন্যং মোকদ্দমার নালিশ শুনিবার মতে শুনেন্ এবং সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি আইনসকলের অনুসারে করেন্। ও তাহাতে যদি শাস্ত্র কিম্বা শরার সম্মতে এরূপের কৃত নির্দ্দিষ্ট কোন অধ্যক্ষকে এমত কোন ধনাধিকারের অধ্যক্ষতা অর্শিবার প্রতি কিছু আপত্তি জন্মে তবে তদর্থে আদালতের পণ্ডিতের স্থানে যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা কিম্বা শরাজ্ঞানির স্থানে এতাবতা কাজীর নিকটে শরার সম্মত যে ফতওয়া হয় তাহা লইবেন ও তদ্দৃষ্টে সে অধ্যক্ষ পদচ্যুত হইলে সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতাকর্ম্ম অন্য কোন্ ব্যক্তি করিবেক তাহা জিজ্ঞাসিবেন এবং এমত মোকদ্দমায় অপর যে কোন হেতুতে ব্যবস্থা কি ফতওয়া লইবার দায় রাখে তাহাতেই পণ্ডিত কিম্বা শরাজ্ঞানির স্থানে ব্যবস্থা কি ফতওয়া লইয়া তাহার মতভেদে যদি কোন আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখিত ডৌলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্ধার্য্য ও জারী না হইয়া থাকে তবে সেই ব্যবস্থা কিম্বা ফতওয়াদৃষ্টে কার্য্য করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

কেহ উত্তরাধিকার পত্র লিখনের দ্বারা নিজোত্তরাধিকারী না নির্দ্দিষ্ট করিয়া মরিলে তদুত্তরাধিকারী যে থাকে সে যদি কোর্ট ওয়ার্ডসের ব্যাপ্য না হয় তবে আপনাহইতে উত্তরাধিকারিতার ধন ভোগ করিতে পারিবার কথা।

জজসাহেবেরা বিনা নালিশে ঐ রূপের মো

যদি কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের ব্যাপ্য হিন্দু কিম্বা মুসলমানে অথবা অন্য জাতির কেহ উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও নিজোত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট না করিয়া মরে ও তাহার পুত্র কিম্বা অন্যোত্তরাধিকারী থাকে ও সে উত্তরাধিকারিকে শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে সেই মৃতের ন্যস্ত ধনাধিকার সম্যক্ অর্শে তবে সেই উত্তরাধিকারী সে ধনাধিকারের কর্ম্ম চালাইবার যোগ্য যুবা হউক কি অযোগ্য শিশু হইয়াইবা কোর্ট ওয়ার্ডসের অব্যাপ্য হউক তথাচ তাহার পক্ষে তস্য সংসারের অধ্যক্ষ কিম্বা নিকট সম্পর্কীয় অভিভাবক যে কেহ কোন বিশেষ হকুমের অনুসারে কিম্বা শাস্ত্র কি শরার মতে অথবা দেশাচারক্রমে অধ্যক্ষতাচার রাখে তাহার কর্ত্তব্য নহে যে সে উত্তরাধিকারী অবিরোধে ও বিনাজোরে সেই ধনাধিকার ভোগদখল করিতে পারিলে তাহা করিতে তথাকার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের অনুমতির অপেক্ষা করে। ইহাতে জজ

সাহেবদিগের

সাহেবদিগের প্রতিও হুকুম আছে যে বিনানালিশে এমত কোন মোকদ্দমায় হস্তনিঃক্ষেপ না করেন্ ও নালিশ পঁহুছিলে তাহার বিচার আইনদৃষ্টে করেন্ ইতি।

কদ্দমাসকলে হাত না দিবার কথা।

৪ ধারা।

যদি কেহ উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা কাহকেও নিজোত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট না করিয়া মরে ও তাহার উত্তরাধিকারী জনেকের অধিক থাকিয়া আপোসে সর্ব্বসম্মতিতে এক জনকে সেই মৃতের ন্যস্ত ধনাধিকারের অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহা ভোগদখল করিতে চাহে তবে তাহারা তাহা করিতে পারে। ও জজসাহেবদিগের প্রতি যেরূপে বিনা নালিশে জনেক উত্তরাধিকারির স্বত্বাধিকারের মোকদ্দমায় হস্ত নিক্ষেপ করিতে নিষেধ হইয়াছে সেই রূপে এমত মোকদ্দমাতেও হাত দিতে বারণ আছে। কিন্তু কোন ধনাধিকারের দাওয়াদার অনেক থাকিলে যদি তাহা জনেক কিম্বা জনকএকে দখল করে তবে এমতাপত্তিসূচক নালিশ বেদখল ব্যক্তি করিলে তৎকালে জজসাহেব সেই দখলীকার আসামীর কিম্বা আসামীদিগের স্থানে সে মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইবেক তাহা তাহারা মানিবার কারণ জামিন লইবেন ও তাহাতে যদি নিরূপিত কালের মধ্যে জামিন না দেয় তবে সেই ফরিয়াদীর স্থানে তদনুসারে জামিন লইয়া সেই ধনাধিকারে দখল দেওয়াইবেন। ও তৎকালে এমত জানাইবেন যে তাহাকে এরূপে সে ধনাধিকারে দখল দেওয়াইবাতে তাহার অন্য স্বত্ববানদিগের স্বত্বলোপ হইবেক না কেবল বিচারপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বত্বলাভার্থে ও সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতাকর্ম্ম চলিবার কারণ এমত করা গেল ইতি।

কোন মৃতের ন্যস্ত ধনাধিকারের উত্তরাধিকারী অনেকে থাকিলে তাহারা আপোসে জনেককে অধ্যক্ষ করিয়া সে ধনাদি ভোগ করিতে পারিবার কথা।

জজসাহেবেরা অধিকারিতার মোকদ্দমায় ডিক্রী মানাইবার অর্থে সে ধন আসামীর দখলে থাকিলে আসামীর স্থানে কিম্বা ফরিয়াদীকে দখল দেওয়াইলে ফরিয়াদীর স্থানে জামিন লইবার কথা।

কোন ধনাধিকার কাহাকেও দখল দেওয়াইলে যদি তাহাতে অন্যের স্বত্ব থাকে তবে তাহা লোপ না হইবার কথা।

৫ ধারা।

যদি কোন মৃত ব্যক্তির ন্যস্ত ধনাধিকারের দাওয়াদারদিগের কেহ উপরের ধারার লিখনানুসারে জামিন দিতে না পারে। কিম্বা যদি কেহ সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে কি নির্দ্দিষ্ট হইয়াইবা সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতা করিতে না চাহে। তবে এই সকল হেতুতে সে ধনাধিকার যে জিলায় থাকে সেই জিলার জজসাহেবের কিম্বা সেই মৃত ব্যক্তির বাস যে জিলায় ছিল তথাকার জজসাহেবের অথবা সে ধনাধিকার দুই কিম্বা ততোধিক জিলায় থাকিলে যে জিলায় অধিক ভাগে রহে সেই জিলার জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে প্রথম হেতুতে সে দাওয়াদারদিগের বিরোধভঞ্জন না হইবাপর্য্যন্ত জনেককে সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করেন্। ও দ্বিতীয় হেতুতে যে ব্যক্তি শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে সে ধনাধিকারের উত্তরাধিকারী হয় সেই ব্যক্তি কি সে মতে অন্য যে লোক সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতার যোগ্য হয় সেই লোকেইবা উপস্থিত হইয়া উত্তরাধিকারিতার দাওয়া কিম্বা অধ্যক্ষতা করিবার দরখাস্ত করিলে জজসাহেব সেই দাওয়া ও

জজসাহেবদিগের দ্বারা ন্যস্ত ধনাধিকারের অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত হইবার সময়ের কথা।

দরখাস্ত

দরখাস্ত সম্ভব জানিলে কিম্বা বিচারতঃ সঙ্গত বোধ করিলে সে দাওয়া ও দরখাস্ত বলবৎ হইবেক। এবং সেই উত্তরাধিকারি কিম্বা অধ্যক্ষকে জজসাহেবের দ্বারা নিযুক্তহওয়া অধ্যক্ষ সে ধনাধিকার গতাইয়া আপন অধ্যক্ষতার কালের জমা খরচওগয়রহ নিকাশ প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝাইয়া দিবেক ইতি।

জজসাহেবদিগের দ্বারা নিযুক্তহওয়া অধ্যক্ষগণ অবসর হইবার সময়ের কথা।

৬ ধারা।

জজসাহেবদিগের দ্বারা নিযুক্ত হইবার অধ্যক্ষগণের স্থানে জামিন লইতে হইবার কথা।

এ আইনমতে কেহ অধ্যক্ষতাকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে লাগিলে তাহার কর্ত্তব্য যে তৎকর্ম্মে বসিবার পূর্ব্বে সেই ন্যস্ত ধনাধিকারের লাভ ও মূল বিবেচিয়া তাহার রক্ষণাদি যথান্যায়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে করিবার অর্থে জামিন দেয়। তাহাতে সে লোককে প্রবর্ত্তকারক জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাহার শুম বুঝিয়া যাহা দেওয়ান উচিত জানেন্ তাহা সে ধনাধিকারের উৎপন্নের মধ্যে সরঞ্জামী খরচবাদে অবশিষ্ট স্থিতের শতকরার উপর নিরূপিয়া মঞ্জুরের কারণ হকীকত লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ ইতি।

৭ ধারা।

কেহ অস্থাবর ধন সম্বন্ধে উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও উত্তরাধিকারী না নির্দ্দিষ্ট করিয়া মরিলে ও সে ধনের দাওয়াদার কেহ উপস্থিত না হইলে তাহাতে জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

যদি জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের কেহ সমাচার পান্ যে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট না করিয়া মরিয়াছে ও তাহার ন্যস্ত কিছু অস্থাবর ধন আছে এবং সে ধনের দাওয়াও কেহ করে না তবে কর্ত্তব্য যে কিছু কালের জন্যে সে ধনাবরণার্থে যে বিহিত উপায় খাটে তাহাই করেন্। এবং এ দেশীয় ভাষায় ইশ্‌তিহার নামা এতাবতা ঘোষণাপত্র এই পাঠে যে কেহ সেই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী থাকে কিম্বা যে কেহ সে ধনের অধ্যক্ষ সম্ভবে সে লোক সে ধন লইবার কিম্বা তাহার অধ্যক্ষতা করিবার কারণ উপস্থিত হয় লিখিয়া যথায় সে ধন মিলিয়া থাকে তথায় এবং তথাকার ব্যাপক জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে এবং সেই মৃত ব্যক্তির বসতির ঠিকানা মিলিলে সে স্থানেও লট্‌কাইয়া দেওয়ান্। আর যদি সেই মৃত ব্যক্তি বিলায়তী টোপীওয়ালা হয় তবে কলিকাতার গেজেট অর্থাৎ সরকারী আখবারের কাগজে সে পাঠ লেখাইয়া ঘোষণা দেওয়াইবেন। এবং সে ঘোষণা দেওয়া গেলে পর যদি কেহ উপস্থিত হইয়া উত্তরাধিকারিতা কিম্বা অধ্যক্ষতা অর্শিবার প্রমাণ দেয় তবে তাহাতে সে ধনাবরণার্থে যে খরচ যথার্থ হইয়া থাকে তাহা দিলে সে ধন তাহাকে গতাইবেন। আর যদি সেই ঘোষণাপত্রের তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে কেহ উপস্থিত না হয় তবে সে বিষয়ে যথোপযুক্ত হুকুম হইবার কারণ সে ধনের তালিকাফিরিস্তি ও হকীকত লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে চালান করিবেন ইতি।

৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

৮ ধারা।

এ আইনক্রমে জানিবেন যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের যে শক্তি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের অনুসারে অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণের অধিকারের সরবরাহকার ও সংসারের অধ্যক্ষাদি অভিভাবকগণকে নিযুক্ত করিবার বিষয়ে আছে তাহার কিম্বা ঐ ১০ দশম আইনের মতে অথবা অন্য যে কোন আইনের অনুসারে ঐ সাহেবদিগের বিশেষ যে ক্ষমতা বর্ত্তে তাহার কিছু ন্যূনতা ও ফেরফার হইল না ইতি।

এ আইনমতে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের কর্তৃত্বের লাঘব ও ফেরফার না হইবার কথা।

VOL. III. 195.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

সরকারের পক্ষে আড়তে আফীন জম্মাইবার ভারপাওয়া সাহেবপ্রভৃতির কর্ত্তব্যাচরণের। এবং সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাস না করিবার আর বিনাহুকুমে আফীন আনিতে এবং কোন প্রকারে আফীন ক্রয় ও বিক্রয় করিতে না পারিবার আইন শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্টসাহেবের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের তারিখ ১১ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ২৯ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২০৬ সালের ২৪ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৬ সালের ২৯ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৬ সালের ২৪ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২১৪ সালের ৭ সফরে জারী হইল।

হেতুবাদ।

আফীনের দ্বারা সরকারের যে আয় আছে তাহাতে চুক্তি অর্থাৎ কট্‌কিনা সওদার মিয়াদের শেষ কএক বৎসর বিস্তর ক্ষতি দর্শিয়াছে একারণ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সরকারের এই বিশিষ্ট আয়ের অটলতা ও বৃদ্ধি হইবার নিমিত্তে স্থির করিয়াছিলেন যে উত্তরকালে আফীন জম্মানের ব্যাপার সরকারে আড়তক্রমে হয় অতএব চারি সুবার উৎপন্ন আফীন সরকারে লইবার জন্যে এবং আফীনের এজেণ্ট এতাবতা আড়তিয়া সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের বিষয়লিপ্ত আমলারা প্রজাগণের কাহাকেও অসম্মতিতে বলক্রমে পোস্তের চাস না করাইবার এবং তাহারদিগের প্রতি কোন প্রকারে দৌরাত্ম্য না করিবার কারণ আর কেহ সম্মতিপূর্ব্বক সওদাপত্র করিয়া আফীন সরকারে দিলে তাহাকে তাহার দেওয়া সম্যক আফীনের পূরা মূল্য দেওয়াইবার নিমিত্তে এবং এজেণ্ট সাহেবেরা পোস্তের চাসিগণের শঠতা ও খাউকীতে সাবধান রহিবার কারণ আর সরকারের বিনানুমতিতে কেহ পোস্তের চাস করিলে কিম্বা আফীন আনিলে অথবা আফীনের ক্রয় ও বিক্রয়াদি ব্যাপারে আসক্ত হইলে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে জানিবেন যে এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম সবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যায় ও বারাণসে চলিতেছে ইতি।

২ ধারা।

আফীনের এজেণ্টসাহেবেরদের দিব্য করিবার মতের কথা।

সরকারহইতে আফীনের এজেণ্টীভার যে সাহেবেরা পান্ তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মে বসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে কিম্বা ঐ হুজুরের হুকুম পাইলে তদনুসারে যে কোন ব্যক্ত্যন্তরের

স্থানে

স্থানে হউক নীচের লিখনানুক্রমে শপথ করেন্। লিখিতং শ্রীঅমুকস্য আমি শ পথ করিতেছি এই মতে যে আফীনের ব্যাপারার্থে যত টাকা সরকারহইতে পাইব তাহার এবং যত আফীন জন্মিবেক তাহার নিকাশী সটীক জমাখরচ তলবমতে সরকারে দাখিল করিব। এবং আফীনের এজেণ্টকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবাপর্য্যন্ত স্বার্থ সাধনের নিমিত্তে আফীনের ব্যাপারের কিছু সম্পর্ক রাখিব না। আর আ মার রসুম ও মাহিয়ানা যত নির্ণয় হয় তদপেক্ষা কিছু গ্রহণ করিব না এবং আ পন জ্ঞাতসারে আপনার বিষয়লিপ্ত কোন আমলা কিম্বা পারিষদ লোককে ঐ হজুরের মঞ্জুরী প্রাপ্তব্যছাড়া অপর কিছু লইতে দিব না।

৩ ধারা।

সরকারের নিমিত্তাদি ছাড়া পোস্তের চাস করি তে নিষেধের কথা।

নিষেধ আছে যে সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার ও বারাণসের মধ্যে সরকারের নিমিত্তব্যতীত কিম্বা সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাস না হয় ইতি।

৪ ধারা।

এজেণ্টসাহেবেরা পো স্তের চাসিগণের সহিত প্রতিবৎসর সওয়াদাপত্র করিবার কথা।

এজেণ্টসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে পোস্তের চাস করিতে সম্মত চাসিগণের স হিত আগামি সনের আফীনের দরের বন্দোবস্ত অর্থাৎ পরিমিত প্রতিবৎসর দাদ নীর কালের পূর্ব্বে সময়শিরে করেন। ও সে চাসিগণ সেই বন্দোবস্তী কাগজে আফীনের সেরপ্রতি যে দরের নিরিখ পড়ে তাহাই পাইবার এবং যে পরগনায় যত সিক্কার ওজনী সেরের চলন থাকে সেই ওজনে আফীন দিবার একরার সওদা পত্রে লেখাইবেন। এবং বন্দোবস্তের পর সে কাগজের নকল ও তরজমা বোর্ড ত্রেডে বিবেচনা হইবার কারণ অব্যাজে পাঠাইবেন এবং সে কাগজ ঐ বোর্ডে ম ঞ্জুর হইলে পর তাহার লিখিত পরিমিতানুসারে দাদনী দিবেন ও সে কাগজের নকল আদালতের কাছারীতে লটকাইয়া ঘোষণা দেওয়াইবার জন্যে পোস্তের চাসথাকা জিলাসকলের আদালতে চালান করিবেন এবং যে পরগনায় যে দরের নিরিখ পড়ে তথায় তাহা প্রচার করাইবেন ইতি।

৫ ধারা।

বন্দোবস্তী দরে পো স্তের চাস করিতে অথ বা না করিতে পারিবার কথা।

সকলের সাধ্য আছে যে চাহে বন্দোবস্তী দরের উপর নির্ভর করিয়া সরকারের নিমিত্তে পোস্তের চাস করে অথবা সে কর্ম্মহইতে এককালে ক্ষান্ত হয় ইতি।

৬ ধারা।

চাসিগণের স্থানে সও দাপত্র লইবার মতের কথা।

এজেণ্টসাহেবদিগের নিজের কিম্বা তাঁহারদিগের নিযুক্তকরা লোকদিগের কর্ত্তব্য যে চাসিগণের যে যত বিঘা পোস্তের চাস করিতে চাহে তাহার স্থানে তত বিঘার সওদাপত্র পোস্ত বুনিবার সময়শিরে লেখাইয়া লন্ ও তদনুসারে তত বিঘা

চাস

চাস করিবার দায় তাহার উপর থাকিবেক তাহাতে একরারমতে চাস না করিলে চাস না করা বিঘাপ্রতি দাদনীর তিনগুণ কিম্বা বিঘার কম হইলেও ঐ হারে দ গুের দায়ে ঠেকিবেক। আর সে সাহেবদিগের উচিত যে সেই সকল ভূমিতে যত আফীন জন্মিতে পারে তাহার কুত ঠাহরিবার কারণ পোস্ত পাকিবার সময়ে আ পন বিষয়লিপ্ত লোকদিগেরে পাঠান্ ও তাহারা চাসিগণের সঙ্গে ভূমিশিরে গিয়া দুই তিন জন প্রগাঢ় চাসিকে লইয়া যত আফীন কুতে ঠাহরিবেক চাসিরা তত আ ফীন দিবার করার করিবেক ও সে কুতের অধিক কিছু আফীন যদি সে ভূমিতে জন্মে তবে তাহাও বন্দোবস্তী দরে সরকারে দাখিল করিবেক ইতি।

৭ ধারা।

রসুমআদি লইতে নিষেধের কথা।

রসুমআদি লইলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

সকল প্রকার আমলাপ্রভৃতি আফীনের বিষয়লিপ্ত লোকদিগেরে নিষেধ আছে যে তাহারা পোস্তের চাস করিবার কিম্বা আফীন জন্মাইবার সংক্রান্ত চাসি প্রভৃতি কাহার স্থানে কোন পাক দিয়া কিম্বা ছল করিয়া রসুম কিম্বা সেলামী ধরিয়া অথবা অপর লাভাকাঙ্খিত হইয়া কিছু নগদ কিম্বা জিনিস না লয়। ইহাতে যদি প্রমাণ হয় যে আফীনের এজেণ্টসাহেবদিগের ব্যাপ্য আমলাপ্রভৃতির কেহ এ নিষেধের অন্যথাচরণ করিয়াছে তবে সে ব্যক্তি যাহার স্থানে যত নগদ টাকা কিম্বা জিনিস লইয়া থাকে অথবা পাইয়া থাকে তাহার চতুর্গুণ ফিরিয়া দিবেক এবং আপন কর্ম্মহইতে অবসর হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

ওজনের বাটখারা ও তরাজুতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের মোহর হইবার কথা।

চাসিগণের দেওয়া আফীন তৌলের কারণ পরগনার কুঠীসকলে যে বাট্খারা ও দাঁড়ী পাল্লা অর্থাৎ তরাজু থাকে তাহার উপর মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের মোহর হইবেক এবং সে সাহেব নিজে প্রতিবৎসর ইঙ্গরেজী জানুআরি মাসে সেই বাট্খারা ও তরাজু দেখিবেন ও তহকীক করিবেন কিম্বা আপন পক্ষের কাহাকেও তাহা করিতে ভার দিবেন। তাহাতে যদি এজেণ্টসাহেবদিগের বিষয়লিপ্ত আমলাপ্রভৃতির কেহ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের মোহর হীন কোন বাট্খারা ও তরাজু কি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের মোহরযুক্ত কোন অসঙ্গত বাটখারা ও তরাজুকেইবা কার্য্যে লাগায় তবে তাহার যে দণ্ড জজসাহেবের বিবেচনায় হইবেক সে তাহাই দিবেক। আর উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ সেপায়ায় ঝুলান তরাজুতে প্রকৃত প্রস্তাবে আফীন তৌল করা যাইবেক ইহাব্যতীত অপর যে কোন প্রকারে তৌল করা যায় তাহা অসঙ্গত ঠাহরিবেক ইতি।

৯ ধারা।

কোন চাসী করারের কম আফীন দিলে তা

যদি চাসিগণের কেহ ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত করারের কম আফীন দেয় তবে এজেণ্টসাহেব নীচের লিখনানুসারে কার্য্য করিবেন বাক্যার্থ যদি তহকীকে এমত

নিশ্চা

হাতে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

নিষ্ঠা বোধ হয় যে সেই চাসী তাচ্ছল্য করিয়া কিম্বা নিজে উড়াইয়া সে কমী পাড়িয়াছে তবে তদর্থে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেন। তাহাতে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে বিচারে সে চাসির তাচ্ছল্য প্রমাণ হইলে সেই কম আফীনের মূল্যের টাকা শতকরা বৎসরে ১২ বার টাকার হারে সুদ সমেত এজেন্টসাহেবের স্থানে ফিরিয়া দিবার নিমিত্তে হুকুম দেন্। আর যদি সপ্রমাণ হয় যে সে চাসী বিক্রয় কিম্বা মার্জা করিয়া অথবা প্রকারান্তরে আফীন উড়াইয়া সেই কমী করিয়াছে তবে সেই উড়ান আফীন যদি ধরা পড়ে তবে তাহার সেরপ্রতি সিক্কা ৪ চারিটাকা ও ধরা না পড়িলে সেরকরা ১০ দশ টাকার হারে দণ্ড দিবার হুকুম সে চাসির শাস্তিক্রমে করিবেন ও আদালতের ডিক্রীর টাকা আদায়ের জন্যে যে মতাচরণ করিবার নির্ণয় আছে সেই মতাচরণ সে দণ্ড আদায়ের কারণেও করিবেন এবং যত আফীন ধরা পড়িয়া আটক্ হয় তাহাও এজেন্টসাহেবের স্থানে দাখিল হইবেক ও সে সাহেব তাহার রসীদ দিবেন। এবং যত দণ্ড মিলিবেক তাহা সরকারে দাখিল হইয়া আফীনের কারবারের খরচে লাগিবেক ইতি।

১০ ধারা।

কেহ বড় তরল আফীন দিলে তাহাতে এজেন্টসাহেব কিম্বা তাঁহার আমলারা যে উপায় করিবেন তাহার কথা।

চাসিগণের কাহার দেওয়া আফীন যদি অতিতরল হয় ও তাহা প্রগাঢ় চাসিদিগের পরখে সর্ব্বতোভাবে টন্‌ক না চাহরে তবে এজেন্টসাহেবের কিম্বা তাঁহার আমলা লোকের কর্ত্তব্য যে সে আফীন সুন্দররূপে নিরাট হইবার অর্থে যত খাস্তা লইতে হইবেক তাহারা ধর্ম্মতঃ বিবেচনার কারণ দুই কিম্বা ততোধিক জন প্রগাঢ় চাসিকে মধ্যস্থাদরণ করেন্। তাহাতে সে মধ্যস্থেরা যে নিষ্পত্তি করিবেক সে নিষ্পত্তিতে পক্ষপাত প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে না হইতে পারিলে তাহাই উভয়ের মান্য হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

আফীনে দ্রব্যান্তর মিলাইলে এজেন্টসাহেব যে উপায় করিবেন তাহার কথা।

যদি চাসিগণের কেহ কাঁচা আফীনে কিছু দ্রব্যান্তর মিলাইয়া দেয় তবে এজেন্টসাহেবের কিম্বা তাঁহার আমলা লোকের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ সে আফীন সেই চাসির সাক্ষাৎ আটক করিয়া জব্দের তলে আনেন এবং দুই জন মান্য সাক্ষির সমক্ষে সে আফীনের উপর সেই চাসির ছাপাদি কিছু চিহ্ন করাইয়া ও আপন মোহর করিয়া স্বতন্ত্র স্থানে সাবধানে রাখেন্। এবং সে চাসির সাধ্য থাকিবেক যে যদি সে নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে চাহে তবে তাহা করিতে পারিবেক এবং সে ব্যক্তি সেই নালিশ করিতে পারিবার মিয়াদ পাইবার কারণ এজেন্টসাহেব সেই জব্দহওয়া আফীনকে যেমন তেম্‌নি মোহরসুদ্ধা তিন সপ্তাহপর্য্যন্ত আমানৎ রাখিবেন। তাহাতে যদি ঐ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সে চাসী নালিশ না করে তবে ঐ মিয়াদগতে তাহার সে নালিশ শুনা যাইবেক না এবং এজেন্ট

সাহেব

সাহেব সে মোহর ভাঙ্গিয়া আফীন খুলিয়া সে বিষয়ের বেওরাহকীকৎ লিখিয়া যথোপযুক্ত হুকুম হইবার নিমিত্তে বোর্ড ত্রেডে পাঠাইবেন ইতি।

১২ ধারা।

মোকররী জমাঅপেক্ষা বেশী চাহিলে কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।

যদি জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের কেহ কিম্বা হজুরী কোন ইজারদার অথবা তাহারদিগের পক্ষীয় কোন লোক প্রজাদিগের কাহার স্থানে পোস্তচাসের ভূমির উপর মোকররী জমা অপেক্ষা কিছু বেশী তলব করে তবে তদর্থে এজেণ্টসাহেব কিম্বা সেই চাসী দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন ও তথাকার জজসাহেব অব্যাজে তাহার বিচার করিয়া দৌরাত্ম্য মিটাইবেন ইতি।

১৩ ধারা।

যে আপত্তিভঞ্জনের নির্ণয় উপরের কএক ধারায় হয় নাই তাহা উপস্থিতমুখে দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি পাইবার কথা।

উপরের কএক ধারায় যে কোন আপত্তিভঞ্জনের ও শাসনের নির্ণয় হয় নাই সে আপত্তি যদি পোস্তের চাসের কিম্বা আফীন জন্মাইবার অথবা তাহা চালাইবার নিমিত্তে কোন এজেণ্টসাহেবের কিম্বা তাঁহার বিষয়লিপ্ত আমলার সহিত অন্যং লোকের হয় তবে উভয় পক্ষের সাধ্য আছে যে তদর্থে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করেন্ ও তথাকার জজসাহেব তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি যেমতে করণ উচিত বুঝেন্ তাহাই করিবেন ইতি।

১৪ ধারা।

জজসাহেবেরা উপস্থিত সমস্ত মোকদ্দমা রাখিয়া আফীনের মোকদ্দমার বিচারাদি অগ্রে করিবার কথা।

জিলাসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যদি তাঁহারদিগের কাহার স্থানে কোন এজেণ্টসাহেব কিম্বা তৎপক্ষের আমলার কেহ আফীন জন্মানিয়া কি তাহা যোগানিয়া কোন চাসি প্রজার কিম্বা অন্য কাহার নামে নালিশ করেন্ অথবা সেই চাসি প্রজাদির কেহ কোন এজেণ্টসাহেবের অথবা তৎপক্ষের আমলার কাহার নামে ফরিয়াদী হয় তবে সে নালিশ শুনিয়া তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি তাঁহার নিকটে উপস্থিতথাকা অপর সকল মোকদ্দমার অগ্রে করেন্ ও তাহাতে যে কেহ হারে তাহার স্থানহইতে সে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া অন্য মোকদ্দমার অনুসারে ক্ষতির দায় ধরিয়া দেওয়ান্ ইতি।

১৫ ধারা।

কেহ এ আইনের ৩ধারার নিষেধ না মানিলে কর্ত্তব্যোপায়ের কথা।

যদি কেহ এ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার উল্লিখিত নিষেধ না মানিয়া পোস্তের চাস করে তবে তাহার দণ্ড নীচের লিখনানুসারে হইবেক। এতাবতা এজেণ্টসাহেবদিগের কি তাঁহারদিগের বিষয়লিপ্ত আমলার অথবা সরকারী অন্য আমলাদিগেরো ক্ষমতা আছে যে এমতে করা পোস্তের চাস আটক রাখেন্ এবং তাহার আফীন সরকারে জমা করিতে থাকেন ও সে আফীন কি করিতে হইবেক ইহার হুকুমের কারণ সেই হকীকৎ লিখিয়া বোর্ড ত্রেডে চালান্ করিবেন। এবং তাহাতে

যত

যত আফীন মিলে তাহার সেরকরা ৪ চারি টাকার হারে দণ্ড সেই পোস্তের চাসির শিরে ধরিয়া লন্ ইতি।

১৬ ধারা।

সরকারের দাদনীতে জন্মান কিম্বা হুকুমে বিকানছাড়া আফীন সমস্তই নিষিদ্ধ ঠাহরিয়া জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১ প্রথম আইনের ৭ সপ্তম ধারানুসারে নিষেধ হইয়াছিল যে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের অধিকারদেশের এবং অন্য যে যে দেশ শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার আছে তথাকার উৎপন্ন কিম্বা বানান কিছু আফীন সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারাণসে না আইসে অতএব ঐ সরকারের দাদনীতে উৎপন্ন ও বানান কিম্বা ঐ সরকারের হুকুমে বিকান আফীনব্যতীত অন্য যত আফীন এ সুবেজাতে আমদানী হইবেক তাহা সমস্তই নিষিদ্ধ অর্থাৎ বেহুকুমী ঠাহরিয়া আটক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

কেহ নিষিদ্ধ আফীন কিনিলে কিম্বা তাহা কাহার জানতায় কি তাচ্ছল্যেইবা কেনা ও বেচা হইলে সে লোক দণ্ড্য হইবার কথা।

কেহ নিষিদ্ধ আফীন কিনিয়াছে এমত প্রমাণ হইলে কিম্বা কাহার স্থানে নিষিদ্ধ আফীন ধরা পড়িলে যে দণ্ড আফীন বেচনিয়া কিম্বা উড়ানিয়া চাসির সম্বন্ধে হইবার অর্থে ৯ নবম ধারায় লেখা গিয়াছে তাহার সেই দণ্ড হইবেক বাক্যার্থ সে আফীন ধরা পড়িলে যত ধরা পড়ে তাহার সেরপ্রতি সিক্কা ৪ চারিটাকা দণ্ড দিবেক অধিকন্তু সেই যে আফীন ধরা পড়ে তাহাও জব্দ হইবেক। আর সে আফীন ধরা না পড়িলে যত আফীন তফাত ঠাহরে তাহার সেরকরা সিক্কা ১০ দশ টাকা দণ্ড সে লোকের হইবেক এবং সে সকল দণ্ড আদালতের দাঁড়াক্রমে উসুল করা যাইবেক। এতভিন্ন যদি সাব্যস্থ হয় যে জমীদারপ্রভৃতি কোন ভূম্যধিকারির কিম্বা হুজুরী ইজারদারদিগের কাহার জ্ঞাতসারে কিম্বা তাচ্ছল্যে অর্থাৎ জানিয়া না জানা ভাবে তাহার অধিকারের কি ইজারার সীমানায় নিষিদ্ধ আফীন বিক্রয় হইয়াছে তবে সে ব্যক্তি যদি সে আফীন নিজেও না কিনিয়া থাকে কিম্বা তাহার গাঁতওয়ালাও না হয় তথাচ উপরের লিখনানুসারে সেই বিক্রীত আফীনের সেরকরা সিক্কা ১০ দশ টাকার হারে ধরিয়া তাহার দণ্ড করা যাইবেক এবং সে দণ্ড তদনুক্রমে উসুল করিতেও হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

কোন ইঙ্গরেজ নিষিদ্ধ আফীন কেনা ও বেচা করিলে সে দণ্ড্য ও বিলায়তে চালানের যোগ্য হইবার কথা।

যদি কখন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে এমত প্রমাণ নিশ্চয় হয় যে প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীমান্ ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী টোপীওয়ালাদিগের কেহ এ আইনের অন্যথায় নিষিদ্ধ আফীনের কারবার করে তবে তৎকালে সে ব্যক্তি এ আইনের উল্লিখিত দণ্ডের দায়ে ঠেকিবেক অধিকন্তু শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অনুগ্রহাশ্রয়হইতে নিরাশ ও বিলায়তে চালানের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

১৯ ধারা।

আফীন ধরা পড়িলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

কখন কিছু আফীন ধরা পড়িলে তাহা যথায় ধরা পড়ে সেই জিলার কিম্বা শহরের জজসাহেবের স্থানে গতান যাইবেক ও তৎকালে সে সাহেব এমত ইশ্‌তিহার দিবেন যে যদি কেহ এক মাসের মধ্যে তাহার দাওয়া না করে তবে সে আফীন সরকারে জব্দ হইবেক। ও সেই নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কেহ সে আফীনের দাওয়া করিলে জজসাহেব তাহার স্বত্বের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। তাহাতে যদি সে লোকের দাওয়া অগ্রাহ্য ঠাহর হয় কিম্বা যদি সেই মিয়াদের মধ্যে কেহ দাওয়া না করে তবে এই দুইরূপেই জজসাহেব সে আফীনকে তৎসমীপের এজেণ্টসাহেবের স্থানে অথবা বোর্ড ত্রেডে চালান করিবেন ও তথাহইতে তাহার রসীদ পাইবেন ইতি।

২০ ধারা।

নিষিদ্ধ আফীন বোঝাইথাকা নৌকাদি সমেত জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে যে সকল নৌকা ও গরু ও অপর পশু ও গাড়ীতে নিষিদ্ধ আফীন বোঝাই থাকে তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক এবং সে সকল নৌকাদি দ্রব্য ও গবাদি পশু আফীন সমেত সেই জিলার অথবা শহরের জজসাহেবের স্থানে গতান যাইবেক তাহার হেতু এই যে ধরাপড়া আফীনের অর্থে যেমত উপায় ও আচরণ করিবার নির্ণয় উপরের ধারায় লেখা আছে সেই মত উপায় ও আচরণ সেই সকল নৌকাদি দ্রব্যের ও গবাদি পশুর অর্থেও করিতে হইবেক ও তাহাতে বিশেষ ইহাই থাকিবেক যে জজসাহেব সে সকল দ্রব্য ও পশুকে কোন স্থানে চালান না করিয়া তাহা আইনমতে জব্দে আনিয়া বিক্রয় করিবেন ও তাহার মূল্য যে হয় তাহা তৎসমীপের এজেণ্টসাহেবের স্থানে কিম্বা বোর্ড ত্রেডে চালান করিবেন যে তাহা সরকারের আফীনের খাতায় জমা হয় ইতি।

২১ ধারা।

নিষিদ্ধ আফীন কোন সন্ধানির সন্ধানে জব্দ হইলে সে সন্ধানীও সরকারী আমলা মূলের লিখনানুসারে ইনাম পাইবার কথা।

সুবেজাত বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার ও বারাণসের মধ্যে সরকারের বিনানুমতিতে পোস্তের চাস হইবার কিম্বা নিষিদ্ধ আফীন বিক্রয় অথবা তাহা স্থানছাড়া কিম্বা আমদানী করিবার সন্ধান অথবা সে বিষয়ের অপর কোন ভেদ যে কেহ কহিবেক তাহাকে তাহার কথিত সন্ধানের আফীন আটক ও জব্দ হইলে সে আফীনের ৮০ আশী সিক্কার ওজনী সেরপ্রতি ৵৹ বার আনার হারে পুরস্কারক্রমে দেওয়া যাইবেক। এতদ্ভিন্ন সেই জব্দহওয়া আফীনের বিষয়ে যত দণ্ড আইনমতে নির্ণয় হয় তাহার মোটের চৌঠাও সেই সন্ধানী পাইবেক। আর সরকারের চাকর যে আমলারা সেই সন্ধানির স্থানে সন্ধান পাইয়া সেই আফীন আটক করিবেক তাহারাও ঐ সকল পুরস্কার এতাবতা সেই জব্দহওয়া আফীনের ঐ ওজনী সেরকরা ৵৹ বার আনা এবং নির্ণীত দণ্ডের মোটের চৌথাই লাভ করিবেক

কিন্তু

কিন্তু সে পুরস্কার সেই চাকর আমলা জনেক কিম্বা অধিক যত জনকে দেওয়া বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা উচিত জানেন তত জনকেই দেওয়াইতে পারিবেন ইতি।

২২ ধারা।

সরকারী চাকর আমলার নিজ চেষ্টায় আফীন ক্রোক ও জব্দ হইলে তাহারা যত ইনাম পাইবেক তাহার কথা।

যদি সরকারের চাকর আমলায় অন্যের স্থানে সন্ধান না পাইয়া নিজ চেষ্টায় কিছু আফীন আটক করে ও সে আফীন জব্দ হয় তবে সে আমলা সেই জব্দহওয়া আফীনের ৮০ আশী সিক্কার ওজনী সেরকরা ১॥০ ডেড় টাকা এবং তদর্থে নিরূপিত দণ্ডের মোটের অর্দ্ধেক পুরস্কারক্রমে পাইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

ধরা না পড়া নিষিদ্ধ আফীনের বিষয়ে মেলা দণ্ডের অর্দ্ধেক তৎসন্ধানিকে দেওয়া যাইবার কথা।

এ আইনের ৯ নবম ও ১৭ সপ্তদশ ধারার অনুসারে ধরা না পড়া নিষিদ্ধ আফীনের সেরকরা সিক্কা ১০ দশ টাকার হারে দণ্ড লওয়া গেলে পর সে দণ্ড যে লোকের কথিত সন্ধানক্রমে মিলে সে লোক সরকারের চাকর আমলা হউক কি না হউক তথাচ তাহাকে সেই দণ্ডের মোটের অর্দ্ধেক দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

জব্দহওয়া নৌকা ও পশ্বাদির বিষয়ে সন্ধানি প্রভৃতিতে যত ইনাম পাইবেক তাহার কথা।

সন্ধানিদিগের কথিত সন্ধানে জব্দহওয়া নৌকা ও গবাদি পশু ও গাড়ীসকলের মূল্যের মোটের চৌঠী সেই সন্ধানিরা ও চৌথাই সরকারের চাকর আমলায় পাইবেক। এবং কোন সন্ধানির বিনাসন্ধানে যদি সরকারী চাকর আমলায় নিজ চেষ্টায় সেই সকল দ্রব্যাদি আটক করে তবে তাহা জব্দ ও বিক্রয় হইয়া মূল্যের মোটের অর্দ্ধেক সেই চাকর আমলাকে মিলিবেক ইতি।

২৫ ধারা।

বস্তু জব্দ হইলে পর বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের কিম্বা এজেন্টসাহেবদিগের দ্বারা ইনাম দেওয়া যাইবার কথা।

এ আইনের অনুসারে যে লোকেরা পুরস্কারপ্রাপক হইবেক তাহারা আফীন কিম্বা নৌকা অথবা পশু কিম্বা গাড়ী আইনমতে জব্দ হইলে পর অথবা নির্ণয়ক্রমে দণ্ড মিলিলে পশ্চাৎ যত শীঘ্র হইতে পারে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের কিম্বা এজেন্টসাহেবদিগের স্থানে পুরস্কার পাইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

এজেন্টসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের আমলারা নিজে জামিন হইতে কিম্বা অন্যকে জামিন দেওয়াইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যদি কেহ কোন আফীনের কুঠীর ক্ষুদ্র আমলার কাহার নামে কোন মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তবে তথাকার এজেন্টসাহেব তদর্থে সে আসামীর ও তাহার উকীলের রসুমের জামিন নিজহইতে কিম্বা আপন বিষয়লিপ্ত কোন আমলাকে দেওয়াইতে পারিবেন অথবা উপরি কাহাকেও তাহার জামিন হইবার ভার দিতে শক্ত হইবেন অথবা সে আসামী নিজেই ব্যক্ত্যন্তরকে জামিন দিতে সাধ্য রাখিবেক। তাহাতে যদি সে আসামী নিজে ব্যক্ত্যন্তরকে

জামিন

জামিন দেয় ও সে জামিনকে আদালতের পিয়াদায় বিশ্বাস না করে তবে তাহাকে এজেণ্টসাহেব কিম্বা কুঠীর প্রধান আমলায় অথবা জামিন হইবার ভারপাওয়া উপরি লোকে মাতবর জানাইতে পারিবেন ও তাঁহারা মাতবর জানাইলে সে পিয়াদার কর্ত্তব্য যে সেই জামিনকে বিশ্বাস করিয়া লয়। আর যদি এজেণ্টসাহেব নিজে কিম্বা কুঠীর প্রধান আমলায় অথবা জামিন হইবার ভারপাওয়া উপরি লোকে স্বয়ং জামিন না হন্ কিম্বা সে জামিন হইবার কারণ অন্য কাহাকেও উপস্থিত না করেন্ এবং সে আসামীও জামিন মাতবর ঠাহরাইয়া দিতে না পারে তবে এজেণ্টসাহেব কিম্বা কুঠীর প্রধান আমলায় সে আসামীকে আদালতের পিয়াদার হাওয়ালে করিয়া দিবেন তাহাতে জামিন দিতে অশক্ত অন্যং আসামীর উপর যেমতাচরণ করিতে হয় সেই মতাচরণ সে আসামীর প্রতিও করিতে পারিবেক।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এজেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে কুঠীর প্রধান আমলাকে কিম্বা আদালতের সিরিস্তার চিহ্নিত উকীল অথবা অন্য যাহাকে আদালতের কাছারীতে নিযুক্ত রাখেন্ তাহাকে উপরের প্রকরণের লিখিত বিষয়ের জামিন হইবার ভার দেন্ এবং সেই সকল ভারদেওয়া লোকের নিবাস গ্রামের নিদর্শনে নামনবীসীর ফর্দ্দ করিয়া জজসাহেবের স্থানে পাঠান্।

এজেণ্টসাহেবেরা মূলের লিখিত লোকদিগেরে জামিন হইতে ভার দিবার ও তাহারদিগের সাকিন ও নাম লিখিয়া জজসাহেবদিগের স্থানে পাঠাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি জামিন হইবার ক্ষমতাপন্ন এজেণ্টসাহেবদিগের কিম্বা প্রধান অমলাদিগের কেহ উপরের প্রকরণের অনুসারে আফীনের কুঠীর কোন ক্ষুদ্র আমলা আসামীর কিম্বা তাহার উকীলের রসুমের জামিন হন্ অথবা উপরি কাহাকেও জামিন দেওয়ান্ কিম্বা সে আসামী নিজে দেওয়া জামিনকে মাতবর জানান্ তবে সে আসামী কিম্বা তাহার জামিনহওয়া লোক সেই জামিনী একরার মতে না চলিলে সে একরারমতে কার্য্য করিবার দায় সেই এজেণ্টসাহেবের শিরে থাকিবেক। অতএব এজেণ্টসাহেবদিগের উচিত যে আফীনের ব্যাপার চালাইবার কারণ এবং ঐ সকল আমলা লোকের জামিন হইবার নিমিত্তে অতিসাবধানে প্রগাঢ় লোকদিগেরে ঠাহরিয়া কুঠীসকলের প্রধান আমলার ভারে নিযুক্ত করেন্ এবং তাহারদিগের কর্ত্তব্যাচরণার্থে বিশিষ্ট হুকুম দেন্। ও তাহারদিগের কৃত কর্ম্মের দায়হইতে আপনি রক্ষা পাইবার কারণ সে সকলের স্থানে বিশ্বস্ত জামিন লন্ ইতি।

জামিনীর দায় এজেণ্টসাহেবদিগের শিরে থাকিবার কথা।

এজেণ্টসাহেবেরা আপন আমলার জামিন লইবার কথা।

২৭ ধারা।

জানিবেন যে যদি কোন এজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার বিষয়লিপ্ত এদেশীয় কোন প্রকার আমলার কেহ কাহাকেও তাহার অসম্মতিতে বলক্রমে দাদনী দেন্ কিম্বা সওদাপত্রের অনুসারে আফীনের মূল্য না দেন্ অথবা আফীনের সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কাহার উপর উৎপাত করেন্ তবে তদর্থে তাঁহার নামে দেওয়ানী আদালতে

এজেণ্টসাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের আমলারা এ আইনের হুকুমের অন্যথা করিলে তাহারদিগের নামে দেও

য়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

তে নালিশ হইতে পারে। অতএব উৎপাতগ্রস্ত ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে সে উৎপাত এজেণ্টসাহেব কিম্বা যে কোন আমলাকর্ত্তৃক হইয়া থাকে আদৌ সে নালিশ সেই এজেণ্টসাহেবের সমীপে করে তাহাতে যদি সে সাহেব তাহা না শুনেন্ কিম্বা শুনিয়া যথাসম্ভব কালের মধ্যে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি না করেন্ তবে সে উৎপাতগ্রস্ত ব্যক্তির সাধ্য আছে যে সে উৎপাত যৎকর্ত্তৃক হইয়া থাকে তাহার উপর নির্ভর না করিয়া সে নালিশ সেই এজেণ্টসাহেবের নামেই করে। কিন্তু ইহাতে জজসাহেবদিগের কাহার উচিত নহে যে যাবৎ কোন ফরিয়াদীতে নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা এমত উৎপাতের নালিশ আদৌ এজেণ্টসাহেবের সমীপে করিয়াছিল ও সে সাহেব তাহা শুনেন্ নাই কি শুনিয়াইবা যথাসম্ভব কালের মধ্যে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ নাই ইহা দিব্য করিয়া কিম্বা মতান্তরে প্রমাণ করিতে ও বিশিষ্ট প্রত্যয় জন্মাইতে না পারে তাবৎ কোন এজেণ্টসাহেবের কিম্বা তাঁহার আমলার নামে নালিশ লন্। আর যদি এ ধারানুসারে এজেণ্টসাহেবের সমীপে নালিশ পঁহুছিলে তাঁহার কৃত বিচার ও নিষ্পত্তিতে ফরিয়াদী কিম্বা আসামীতে সম্মত না হয় তবে উভয় পক্ষের শক্তি আছে যে সে মোকদ্দমার আপীল দেওয়ানী আদালতে করে ইতি।

২৮ ধারা।

এজেণ্টসাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের আমলারা বোর্ড ত্রেডের বিনা হুকুমে কিম্বা হুজুর কৌন্সেলের স্বতন্ত্র হুকুমব্যতীত কোন কর্ম্ম করিলে তাহার দায়ী নিজে হইবার কথা।

কোন এজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার আমলায় যে কিছু কর্ম্ম বোর্ড ত্রেডের বিনা হুকুমে কিম্বা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের স্বতন্ত্র হুকুম ব্যতীত করেন্ সে কর্ম্মপ্রযুক্ত যদি এ আইনের অনুসারে তাঁহার নামে নালিশ হয় তবে সে আসামীর উচিত যে আপন জোখমে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ আদালতের সিরিস্তার চিহ্নিত উকীল জনেককে নিযুক্ত করেন্ ইতি।

২৯ ধারা।

এজেণ্টসাহেবেরা আপন আমলার নামে হওয়া নালিশের সওয়াল ও জওয়াব করিতে পারিবার ও তাহা করিলে ডিক্রীর হুকুম মানিবার দায়ে তাহারা ঠেকিবার কথা।

এজেণ্টসাহেবদিগের সাধ্য আছে যে তাঁহারদিগের কাহার কোন আমলার নামে কেহ কোন মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে তাহার সওয়াল ও জওয়াবের ভার আপন শিরে লন্। কিন্তু যদি এমত করেন্ তবে সে মোকদ্দমায় যে ডিক্রী সে আমলা আসামীর উপর হয় সে ডিক্রীর হুকুমমতে কার্য্য করিবার দায়ে সে এজেণ্টসাহেব সেইরূপে ঠেকিবেন যে রূপে সে মোকদ্দমার নালিশ আদৌ তাঁহার নামে হইলে তাহার ডিক্রীর হুকুম মানিবার দায়ে ঠেকিতেন ইতি।

৩০ ধারা।

এজেণ্টসাহেবদিগের নামে হুকুম চালানের মতের কথা।

যদি কখন কোন এজেণ্টসাহেবের নামে দেওয়ানী আদালতের কিছু হুকুম চালাইতে হয় তবে তৎকালে সে আদালতের জজসাহেবের কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের

কর্ত্তব্য

কর্ত্তব্য যে সে হুকুম লিখিয়া পত্রের ন্যায় থাম করিয়া সেই এজেণ্টসাহেবের নামে শিরনামা দিয়া ও তাহাতে আপন নাম নিজ ভারনিদর্শনে লিখিয়া অর্থাৎ অমুকের লিখিত হুকুমনামা স্ফুট দিয়া চালান করিবেন তাহাতে সেই এজেণ্টসাহেবের উচিত যে সে হুকুমনামা পাইলে পর তাহার পৃষ্ঠে রসীদক্রমে তাহা পাইবার সমাচার আপন নামনিদর্শনে লিখিয়া পুনরায় মড়ক ও মোহর করিয়া সেই প্রেষক সাহেবের স্থানে ফিরিয়া পাঠান্ ইতি।

৩১ ধারা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা মোকদ্দমা বুঝিয়া তাহার ডিক্রীর নিশা এজেণ্টসাহেবের কিম্বা তাঁহার আমলার স্থানহইতে দেওয়াইতে পারিবার কথা।

যদি কোন এজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার আমলায় নিজভারক্রমে বোর্ড ত্রেডের বিনাহুকুমে কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের স্বতন্ত্র হুকুমব্যতীত দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমায় নালিশ করেন্ কিম্বা জওয়াব দেন্ ও সে মোকদ্দমার ডিক্রী তাঁহার উপর হয় তবে তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার ভাব ও বেওরা এবং আসামীর ভাব বুঝিয়া যদি সে ডিক্রী অসঙ্গত জানেন্ ও মোকদ্দমার খরচা ও নোকসান সমুদয় কিম্বা কিছু এবং সে ডিক্রীর হুকুমের আঞ্জাম সরকারহইতে দেওয়া অনুচিত ঠাহরেন্ তবে সে সমস্তের নিশা সেই দায়ির স্থানহইতে দেওয়ান্। ইহাতে সে দায়ির সাধ্য আছে যে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে চাহিলে তাহা নিজের খরচ ও জোখমে করে ইতি।

৩২ ধারা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমার ডিক্রীতে সম্মত না হইলে তাহার আপীল করাইতে পারিবার কথা।

কোন এজেণ্টসাহেব কিম্বা তাঁহার আমলায় নিজভারক্রমে কিছু কর্ম্ম বোর্ড ত্রেডের হুকুমে কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুমে কি তদ্ব্যতীতেইবা করিলে তাহাতে দেওয়ানী আদালতের যে ডিক্রী সেই এজেণ্ট সাহেবের কিম্বা আমলার উপর হয় সে ডিক্রীতে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সম্মত না হন্ তবে ক্ষমতা রাখেন্ যে সে মোকদ্দমার আপীল নির্দ্ধারিত দাঁড়াক্রমে করিতে অনুমতি দেন্। তাহাতে যদি সে আপীল মফঃসল আপীল আদালতে ও তথাহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে হইবার বিধি এ আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট কোন আইনে লেখা না থাকে তথাচ হইতে পারিবেক এবং সে আপীলের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব সে আপীল আদালতের সিরিস্তার সরকারী উকীলের কিম্বা তথাকার চিহ্নিত অন্য উকীলের দ্বারা করা যাইবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

এজেণ্টসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের প্রধান আমলাদিগের স্থানে সরকারী কোন মোকদ্দ

এজেণ্টসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের প্রধান আমলারা নিজভারক্রমে অর্থাৎ সরকারের পক্ষে যে যে কর্ম্ম করেন্ তাহাঘটিত কোন মোকদ্দমায় তাঁহারদিগের স্থানে তাহারা হাজির থাকিবার জন্যে এবং খরচা ও নোকসানের নিশার নিমিত্তে

এবং

মায় হাজির থাকিবার অর্থে কিম্বা খরচাদিগরের নিশার নিমিত্তে জামিন তলব না হইবার কথা।

এবং ডিক্রীর হুকুম মানিবার কারণ জামিন লইতে হইবেক না। কেননা এজেণ্ট সাহেবদিগের উপর কোন মোকদ্দমায় আদালতের যে ডিক্রী হয় তাহার নিশা দেওয়াইবার দায় সরকার জিম্মা করিয়া লইবেন এবং প্রধান আমলাদিগের উপর যে সকল মোকদ্দমা হইবেক তাহাতে সে আমলারা হাজির থাকিবার ও তাহার জওয়াব দিবার ও ডিক্রীর হুকুম মানিবার দায় এজেণ্টসাহেবদিগের শিরে রাখিবেন ও এজেণ্টসাহেবেরা প্রধান আমলাদিগের কৃত কর্ম্মের দায়ী থাকিবেন ইতি।

৩৪ ধারা।

হালের এজেণ্টসাহেবপ্রভৃতিতে সাবেক এজেণ্টসাহেবওগয়রহের কৃতকর্ম্মের দায়ে না ঠেকিবার এবং সাবেক ব্যক্তিরা যেং মোকদ্দমার দায়ী থাকিবেন তাহার কথা।

হালের এজেণ্টসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের প্রধান আমলাদিগের কেহ সাবেক এজেণ্টসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের প্রধান আমলাসকলের কাহার কৃত কর্ম্মের দায়ে ঠেকা সম্ভব হইবেক না। ইহাতে যদি সাবেক কোন এজেণ্টসাহেবের কিম্বা প্রধান আমলার উপর তৎপদস্থ কালের কৃতকর্ম্মসংঘটিত কোন মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাকে তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব সেই রূপে করিতে থাকেন্ যেরূপে তাহা তৎপদস্থ কালে তাঁহার কর্ত্তব্য হইত। এমত নহিলে যদি বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার বেওরা বুঝিয়া তাহার সওয়াল ও জওয়াব করিবার ভার হালের এজেণ্টসাহেবের প্রতি দেওয়া উচিত জানেন্ তবে তাহাই করিতে হুকুম দিবেন। কিন্তু জানিবেন যে যদি ঐ বোর্ডের হুকুমে কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন স্বতন্ত্র হুকুমের অনুসারে করা কিছু কর্ম্মঘটিত কোন মোকদ্দমা তৎপদচ্যুত সাবেক ব্যক্তির উপর হয় তবে তাহাতে উপরের লিখিত বিধি চলিবেক না সেমত সকল মোকদ্দমার জোখম সরকারে রহিবেক এবং সরকারের খরচে তাহার সওয়াল ও জওয়াব করিবার ভার হালের এজেণ্টসাহেবের প্রতি থাকিবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

এজেণ্টসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের প্রধান আমলারা স্বস্বভারঘটিত মোকদ্দমাসকলের কাগজপত্র আদালতসকলের উকীলগণের সঙ্গে পরস্পর চালাচালি বিনারসুমে সরকারী ডাকে করিতে পারিবার কথা।

এজেণ্টসাহেবদিগের কিম্বা তাঁহারদিগের প্রধান আমলাদিগের নিজভারক্রমে করা কর্ম্মঘটিত মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াবের কারণ জিলা ও শহর সকলের দেওয়ানী আদালতে ও মফঃসল আপীল আদালতসকলে ও সদর দেওয়ানী আদালতে তথাকার সিরিস্তার চিহ্নিত যে উকীলরা নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের সহিত তাহারদিগের মওক্কেলেরা অর্থাৎ সেই এজেণ্টসাহেবেরা কিম্বা প্রধান আমলারা পদস্থ কি অপদস্থ কালেইবা সে মোকদ্দমাসকলের সংক্রান্ত হুকুম আদি কাগজপত্র অনায়াসে বিনারসুমে সরকারী ডাকে চালাচালি করিতে পারিবার জন্যে আদেশ থাকিবেক যে এজেণ্টসাহেবদিগের কিম্বা প্রধান আমলাদিগের কেহ যে সময়ে হুকুমআদি কাগজপত্র যে আদালতের উকীলের নিকটে পাঠাইতে চাহেন্ সে সময়ে তাহা মড়ক ও মোহর করিয়া সেই উকীলের নামে শিরনামা লিখিয়া পরে দোহারা খাম ও মোহর করিয়া তদুপরি সেই মোকদ্দমা উপস্থিতথাকা আদা

লতের

লতের রেজিষ্টরসাহেবের নামে শিরনামা দিয়া তৎকালে আপনি যে পদস্থ থাকেন্ কিম্বা সে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার সময়ে আপনি যে পদস্থ ছিলেন তাহার নিদর্শন নিজ নামযুক্তে লিখিয়া এতাবতা অমুক পদস্থ শ্রী অমুকের লিখিত লিখন জানাইয়া সরকারী ডাকে চালান্ করিবেন। তাহাতে সেই রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত লিখন পাইলে উকীলের নামযুত থাম না খুলিয়া বজিনিস বা ক্যার্থ যেমন তেমনী সেই উকীলকে দেন্। ও তদনুসারে উপরের লিখিত মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াবের জন্যে নিযুক্তথাকা ঐ সকল আদালতের সিরিস্তার চিহ্নিত উকীলগণেও সে মোকদ্দমাসকলের সংক্রান্ত কাগজপত্র আপনারদিগের মওক্কেল এজেণ্টসাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের প্রধান আমলারা তৎপদস্থ কি অপদস্থইবা থাকেন তাঁহারদিগের স্থানে পাঠাইতে চাহিলে তৎকালে তাহা রসুম না দিয়া সরকারী ডাকে পাঠাইতে শক্তি রাখিবেক ও তাহাতে এই গতিক করিতে হইবেক যে সে কাগজপত্র মড়ক ও মোহর করিয়া সেই মওক্কেলের নামে শিরনামা লিখিয়া আপন নামনিদর্শনে নিবেদনপত্র ধুনি দিয়া সেই আদালতের জজসাহেবের কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের স্থানে দিবেক সে সাহেব সে মড়কের উপরে দোহারা থাম ও মোহর করিয়া পুনঃশিরনামা পূর্ব্বমতে দিয়া তাহাতে আপন লিখিত লিখন নিজ নামনিদর্শনে প্রবাচক করিয়া লিখিয়া সরকারী ডাকে চালাইয়া দিবেন ইতি।

আদালতসকলের উকীলেরাও মূলের লিখিত মোকদ্দমাসকলের কাগজপত্র বিনারসুমে সরকারী ডাকে পাঠাইতে পারিবার মতের কথা।

৩৬ ধারা।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরদের কিম্বা তাঁহারদিগের ব্যাপ্য আমলাসকলের কেহ যে কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা আপেলাণ্ট কিম্বা রিস্পণ্ডেণ্ট কোন জিলার কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে অথবা মফঃসল আপীল আদালতে কিম্বা সদর দেওয়াদী আদালতে হন্ সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব ও তত্ত্বাবধারণ করা যদি ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিজের কর্ত্তব্য তাঁহারদিগের বিবেচনাক্রমে কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমের অনুসারে হয় তবে তাহা করিবার ভার কোন এজেণ্টসাহেবের কিম্বা তাঁহার বিষয় লিপ্ত কোন আমলার প্রতি না দিয়া আপনারাই করিবেন ইতি।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা মোকদ্দমা বুঝিয়া তাহার সওয়াল ও জওয়াবআদি নিজে করিতে পারিবার কথা।

৩৭ ধারা।

এজেণ্টসাহেবদিগের কিম্বা তাঁহারদিগের প্রধান আমলাদিগের নিজ ভারক্রমে করা কর্ম্মঘটিত যে সকল মোকদ্দমা আদালতসকলে উপস্থিত থাকে অথবা তাঁহারদিগের সহিত যে সকল মোকদ্দমার কিছু এলাকা রহে সে সকল মোকদ্দমায় তাঁহারদিগের কিছু লাভ কোন প্রকারে হইবেক না। এবং যদি তাঁহারা সে সকল মোকদ্দমার মূলকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আইনের মতে কিম্বা বোর্ড ত্রেডের হুকুমের অনুসারে করিয়া থাকেন্ ও তাহাতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর

এজেণ্টসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের প্রধান আমলারা স্বস্বভারঘটিত মোকদ্দমাসকলের লাভ ও নোকসানের দায়ী না হইবার কথা।

কৌন্সেলে

সেই পাওয়া ও দেও য়া টাকার জমা ও খরচ লিখিবার মতের কথা।

কৌন্সেলে মঞ্জুর হইয়া থাকে তবে যে সকল মোকদ্দমায় কিছু ক্ষতির দায়েও তাঁহারা ঠেকেন্ এমত মনস্থ সরকারের নহে। অতএব এজেন্টসাহেবদিগের ও তাহারদিগের প্রধান আমলাদিগের কর্ত্তব্য যে এমত সকল মোকদ্দমায় যে কোন আদালতে যত টাকার ডিক্রী তাঁহারদিগের পাওনানিদর্শনে হয় তাহা আপনার দিগের সিরিস্তার সরকারী হিসাবে জমা করেন্। এবং এমত সকল মোকদ্দমায় যত টাকা তাঁহারদিগের তহবীলহইতে খরচ পড়ে এবং কোন আদালতের ডি ক্রীক্রমে যত টাকা তাঁহারদিগের দেনা হয় সে সমস্ত টাকা আপনারদিগের রাখা হিসাবের তলে কিম্বা মধ্যে অথবা স্বতন্ত্র ফর্দে যথায় যেরূপে লিখিবার হুকুম ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হয় তথায় সেই রূপে লিখিবেন। এতদ্ভিন্ন যাবৎ ঐ বো র্ডের সাহেবদিগের কিম্বা হজুর কৌন্সেলের কোন হুকুম না মিলে তাবৎ সে সমস্ত টাকা সরকারী হিসাবে ধর্ত্তব্য হইবেক না বরং হজুরী হুকুম না মিলিবাপর্য্যন্ত সে সমস্ত টাকা এজেন্টসাহেবদিগের ও তাঁহারদের প্রধান আমলাদিগের শিরে পড়ি বার দায় থাকিবেক ইতি।

৩৮ ধারা।

এজেন্টসাহেবদিগের সম্পর্কীয় হুকুমসমস্তই তাঁ হারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবপ্রভৃতির প্রতি ব র্ত্তিবার কথা।

জানিবেন যে এজেন্টসাহেবদিগের বিষয়ের সম্পর্কে যত হুকুম এ আইনে আছে তাহা সমস্তই তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের প্রতি এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর অন্য যে যে সাহেবকে আফীন জন্মাইবার ও তৎকর্ম্ম চালাইবার ভার দেওয়া যায় সেইং সাহেবের প্রতিও বর্ত্তিবেক ইতি।

৩৯ ধারা।

প্রজাপ্রভৃতিতে নালি শ করিতে পারিবার ম তের কথা।

যদি কোন এজেন্টসাহেব কিম্বা আফীনের এলাকার অন্য কোন সাহেব বোর্ড ত্রেডের হুকুমমতে কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের স্ব তন্ত্র কোন হুকুমক্রমে আফীনের ব্যাপার চালাইতে এ আইনের অন্যথাচরণ হয় ও তাহাতে পোস্তের চাসী প্রজা কিম্বা আফীনের বিষয়সংক্রান্ত এ দেশীয় অন্য কোন লোকে আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত মানে তবে সে লোক তদর্থে সেই উৎপাত কারকের নামে সেই রূপে নালিশ করিবার সাধ্য রাখিবেক যেরূপে ইঙ্গরেজী ১৭ ৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ১০ দশম ধারার উল্লিখিত সরকারের বিষয়লিপ্ত আ মলাদিগের কেহ ঐ বোর্ডের হুকুমে কিম্বা হজুর কৌন্সেলের স্বতন্ত্র কোন হুকুমক্র মে কিছু কর্ম্ম করিলে ও তাহাতে কেহ আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত মানিলে সেহেতুক সেই উৎপাতকারি ব্যক্তির নামে সেই ৩ তৃতীয় আইনের ১১ একাদশ ধারার অনু সারে নালিশ করিতে সাধ্য রাখে ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সাল ৭ সপ্তম আইন।

সদরের মালগুজার ভূম্যাধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে স্বস্বব্যাপ্য প্রজাদির স্থানে রাজস্ব গ্রহণার্থে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতার্পণের এবং তাহারদিগের অধিকারভূমির মোকররী মালগুজারী দিতে অবিশিষ্ট হেতুতে বিলম্ব না দর্শিতে পারিবার আর যে অধিকারের মালগুজারীর যত বাকী পড়ে তাহা সালআখিরীতে সে অধিকার নীলামের মুখে অনায়াসে উসুল হইবার আইন শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্টসাহেবের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের তারিখ ২৯ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ১৫ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২০৬ সালের ১৪ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৬ সালের ১৫ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৬ সালের ১৪ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২১৪ সালের ২৬ রবিয়লআউওলে জারী হইল।

হেতুবাদ।

জানা গেল যে সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে তাহারদিগের যাহার যে ব্যাপ্য প্রজাদির স্থানে রাজস্ব লইবার অর্থে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তাহাতে কখনং তাদৃশ উপকার দর্শে না বিশেষতঃ ভূমির উৎপন্ন শস্য বাকীদারদিগের বশে না রহিলে অর্থাৎ তাহারা স্বহস্তছাড়া করিলে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের অনুসারে ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে না উপরের উল্লিখিত ঐ হেতুতে দ্বিতীয়তঃ নীলামের দাঁড়া অতিবাহুল্যপ্রযুক্ত তাহাহইতে ব্যাপক কালহরণ হয় সেই অবকাশে অসচ্চরিত্র কোনং জমীদারআদি ভূম্যধিকারী উপস্বত্ব দাবিয়া নীলামের নিরূপিত দিবসপর্য্যন্তেও আপনং মালগুজারীর কিস্তি দাখিল করে না ইহাতেও ইদানী প্রায় অনেক ভূম্যধিকারির স্থানে মালগুজারী আদায়ে বিস্তর বিলম্ব দর্শিতেছে। এতভিন্ন বুঝা যায় যে তাহারদিগের কেহং নীলামের কালে আপনং অধিকারভূমি বিনামে কিম্বা আপনার অসম্ভাবিত অমাত্যাদি কাহারং নামে খরীদ করিয়াছে। এবং সম্বৎসরের মধ্যে বারেং অধিকারভূমি নীলাম হইবাতেও ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদির এবং সরকারী মোকররী জমার বহুত লটখট হয় অতএব উত্তরকালে এই সকল ঝঞ্ঝাট মিটাইবার কারণ এবং সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা প্রজাদির স্থানে অনায়াসে খাজানা উসুল করিবার এবং সরকারের কর্ম্মকর্ত্তা আমলারা সালআখিরীতক কোন অধিকার নীলাম না করিয়া সরকারী মোকররী মালগুজারী তহসীল করিতে পারিবার দাঁড়া ধার্য্যের নিমিত্তে শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেণ্টসাহেবের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন

বেন যে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার জিলাসকলে এ আইন ইশ্‌তিহার হইলেপর এতদনুসারে কার্য্য চলিবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২ ধারাক্রমে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির যে ভার আছে সে ভার তাহারা নিজ নায়েবআদিকে দিতে পারিবার কথা।

মনিবদিগের স্থানে পাওয়া ভারক্রমে নায়েবআদিতে কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

নায়েবআদির ও তাহারদিগের মনিবদিগের শিরে দায় থাকিবার কথা।

আইনের অন্যথাচরণ না করিলে দণ্ড না হইবার কথা।

অযথা ক্রোক জ্ঞাতসারে করা প্রমাণ না হইলে কেবল অন্যায়ার্থের ক্ষতি পোষাইয়া দিতে হইবার কথা।

আটকানিয়া দিতে উদ্যত হওয়া অপচয় ফরিয়াদী লয় নাই প্রমাণ হইলে তাহা পুনরায় দিতে না হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২ ধারানুসারে সদরের মালগুজার জমীদার ও তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের যাহারং প্রতি মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ স্বস্বব্যাপ্য প্রজাদির ভূমির শস্য ও পশ্বাদি জন্তু এবং অপর দ্রব্যাদি অস্থাবর যে সকল সম্পত্তি যে যে মতে ক্রোক অর্থাৎ আটক করিবার ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তাহারা তদর্থে এ আইনের হুকুমদৃষ্টেও সেইং মতে সে সকল সম্পত্তি ক্রোকের ভার আপনারদিগের তহসীলের সংক্রান্ত নায়েব ও গোমস্তাওগয়রহ আমলাদিগেরে ঐ ১৭ আইনের ৩২ ধারার প্রস্তাবিত ঝুঁকী শিরে রাখিয়া দিতে পারে। ও সে নায়েবওগয়রহ আমলারাও পাওয়া ভারক্রমে বাকী আদায়ের নিমিত্তে আপনং মনিবের ধার্য্যমতে ক্রোকের ব্যাপার করিতে পারিবেক ও তাহা করিতে সে আমলারা আইনের মর্ম্ম জানিয়া ও শুনিয়া তাহার অন্যথাচরণ করিলে দণ্ডের দায়ে তাহারা ও তাহারদিগের মনিবেরাও ঠেকিবেক। কিন্তু জানিবেক যে এ ধারাক্রমে সম্যক ঐ ১৭ আইনের কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের অথবা ক্রোকের সংক্রান্ত অপর কোন আইনের হুকুমের অন্যথাচরণ করিলে সেহেতুক যে দণ্ড করিবার নিরূপণ ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের চাকর নায়েবওগয়রহ আমলার প্রতি আছে তাহা তৎকালে করা যাইবেক না যে কালে এমত স্পষ্ট না বুঝা যাইবেক যে তাহারা ঐ সকল আইনের মর্ম্ম জানিয়া ও শুনিয়া কিম্বা ক্রোকের সংক্রান্ত অপর সমুদায় হুকুম জ্ঞাত হইয়া সে কর্ম্ম করিয়াছে। ও তৎকালে এমত স্পষ্ট না বুঝা গেলে আইনের অন্যথায় সে কর্ম্ম করিতে উৎপাতগ্রস্তের যে অপচয় হইয়া থাকে কেবল তাহারি নিশা সেই ক্রোককরণিয়ার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক। তাহাতেও যদি এমত প্রমাণ হয় যে ক্রোককরণিয়া সে কর্ম্ম করিয়া পরে আইনের অন্যথা হওন টাহরিয়া সে সময়ে কিম্বা দাওয়ার নালিশ তাহার নামে হইবার পূর্ব্ব অন্য কোন সময়ে সেই অপচয় ধরিয়া দিতে চাহিয়াছিল ও উৎপাতগ্রস্ত ফরিয়াদী তাহা লয় নাই তবে সে অপচয়ের কিছুই দিবার দায়ে সেই ক্রোককরণিয়া ঠেকিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৫ ধারার যাহা রদ হইল সে কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৫ ধারার লিখিতের মধ্যে হুকুম আছে যে তাবের কটকিনাদারেরা ও তালুকদারেরা ও প্রজাবর্গ যাবৎ আপনং শিরের বাকী টাকা তলব হইলে পর দিতে ত্রুটি না করে ও যদি মালজামিন দিয়া থাকে ও সেই মালজামিনও হাজির থাকিলে তলবমতে বাকী টাকা দিতে যাবৎ আপত্তি না করে তাবৎ কটকিনাদারওগয়রহ বাকীদারদিগের মধ্যে গণ্য হইবেক না এ হুকুম রদ

হইল

হইল। হর্‌রকম মালগুজারেরা অর্থাৎ নানাপ্রকার রাজস্বদায়কেরা কিস্তিবন্দীর নির্দ্দিষ্ট দিনে কিম্বা অন্য করারী দিবসে অথবা দিননির্দ্দিষ্টে কোন করার না হইয়া থাকিলে তথাকার দাঁড়াক্রমে খাজানা তলব হইবার দিবসে আপনারদিগের শিরের মালগুজারী না দিলেই বাকীদার ঠাহরিবেক। ও সে বাকীদারেরা তলবমতে বাকী না দিলে সে বাকী মালজামিনের স্থানে তলব হইয়া থাকে কিনা থাকে তথাচ তৎক্ষণাৎ সেই বাকীর অনুসারে তাহারদিগের দ্রব্যাদি ক্রোকের যোগ্য হইবেক। তাহাতে যদি কেহ মালজামিন দিয়াথাকা কোন প্রজাদির দ্রব্যাদি সে মালজামিনের নিকটে বাকী তলব না করিয়া আগে ক্রোক করে তবে সে প্রজাপ্রভৃতিতে সে সমাচার আপন মালজামিনকে দিবেক এবং সে দ্রব্যাদি নীলাম হইবার পূর্ব্বে সেই বাকী দিতে চাহিলেও দিতে পারিবেক। অথবা সেই ক্রোক্‌করনিয়া নিজে সে সমাচার সেই মালজামিনকে জানাইয়া তাহার স্থানে বাকী টাকা চাহিবেক। ইহাতে যদি ক্রোক্‌করনিয়া বাকীদারের কিম্বা মালজামিনের অথবা ঐ উভয়ের দ্রব্যাদি ক্রোক্ করা বিহিত বুঝে তবে তাহাও তত ক্রোক্ করিতে পারে যাহা বাকীর অনুসারাপেক্ষা অধিক ঠাহর না হয়। কিন্তু মালজামিনের দ্রব্যাদি তাবৎ ক্রোক্ হইবেক না যাবৎ বাকীদারের স্থানে বাকী তলব না করা যায় ও সে তলব ব্যর্থ না হয়। তাহাতে যদি বাকীদার পলায় কিম্বা অদেখা হয় ও মালজামিনেও সে বাকী তলবমতে শোধ না দেয় তবে সে মালজামিনের সম্পত্তি ক্রোকের উপযুক্ত সেইরূপে হইবেক কিন্তু যেরূপে বাকীদার সাক্ষাৎ থাকিলে ও তলবমতে বাকী শোধ না দিলে ক্রোক্ হইত ইতি।

মালগুজারেরা কিস্তিবন্দীর তারিখতক খাজানা না দিলেই বাকীদার ঠাহরিবার কথা।

তলবমতে বাকী না দিলেই বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক্ হইবার কথা।

প্রজাদিতে আপন দ্রব্যাদি ক্রোক্ হইবার সমাচার মালজামিনকে দিবার কথা।

আট্‌কানিয়াও ক্রোক বার্ত্তা মালজামিনকে দিতে ও তাহার স্থানে বাকী চাহিতে পারিবার কথা।

আট্‌কানিয়া আত্মবিবেচনায় বাকীদারের কি মালজামিনের অথবা ঐ উভয়ের দ্রব্যই বাকীর অনুসারে ক্রোক্ করিতে পারিবার কথা।

আদৌ মালজামিনের সম্পত্তি ক্রোক্ হইতে পারিবার সময়ের কথা।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার মধ্যের লিখিত যে হুকুম দ্রব্যাদি ক্রোক্ হইবার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিনের দিবসে তাহা বিক্রয় হইবার নিদর্শনে লিখিয়া বাকীদারকে জানাইবার অর্থে আছে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৫ ধারার মধ্যের যে হুকুম দ্রব্য ক্রোক্ হইবার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিবসে তাহা নীলাম হইবার নির্ণয়ে আছে সেইং হুকুম এই ধারাক্রমে রদ হইল। আর ক্রোকী দ্রব্যাদির ফিরিস্তিযুতে যে লিখন লিখিয়া বাকীদারকে দিতে হয় তাহাতে কেবল বাকী টাকার সংখ্যা ও যত শীঘ্র নীলামকরা কর্ত্তব্য তাহার মিয়াদ ধার্য্য করিয়া লিখিয়া বিশেষ জানাইবেক যে সেই মিয়াদের মধ্যে ক্রোকী খরচাসমেত বাকী শোধ না দিলে মিয়াদ পূর্ণের দিবসে তাহার ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলাম হইবেক। তাহাতে যদি বাকীদার সে লিখন পাইয়া বাকী টাকা না দেয় কিম্বা শীঘ্র বাকী টাকা দিবার অর্থে ক্রোক্‌করনিয়ার হৃদ্বোধ না জন্মায় অথবা সে বাকীদার পলায় কিম্বা এমতে গাঢাকা হয় যে কোনপ্রকারে সে লিখন তাহার স্থানে না পঁহুছিতে পারে তবে ক্রোককরনিয়ার কর্ত্তব্য যে যে কাজী কিম্বা ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলামের শক্তিমান অন্য যে কেহ নিকটে থাকে তাহার স্থানে

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার মধ্যের বাকীদারকে সংবাদ দিবার ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৫ ধারার মধ্যের নীলামের মিয়াদ ধার্য্যের হুকুম ফেরফার হইবার কথা।

উত্তরকালে বাকীদারদিগকে যে সমাচার দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

সেই

আট্কানিয়া নীলামের দরখাস্ত কাজী কিম্বা নীলামের শক্তিমান্ অন্যের নিকটে পাঠাইবার কথা।

দরখাস্ত পাইলে পর কাজীপ্রভৃতিতে নীলাম করাইবার কথা।

সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি শীঘ্র নীলাম করিবার কারণ দরখাস্ত পাঠাইয়া দেয়। ও সে দরখাস্তে বাকীর পরিমাণ এবং সে দ্রব্য থাকিবার ঠিকানা লিখে এবং যদি ক্রোক্ করণিয়া ঐ ১৭ আইনের ১২ ধারাক্রমে একস্থানহইতে স্থানান্তরে দ্রব্য উঠাইয়া লইবার বাসনা করে তবে যথায় উঠাইয়া লইবার বাসনা করে তথাকার নাম সেই দরখাস্তে লিখিয়া দেয়। তাহাতে কাজী কিম্বা অন্য যে কেহ সে বিষয়ের ভার রাখে তাহার উচিত যে সে দরখাস্ত পাইলে পর ৩৫ আইনের ৫ ধারার হুকুমমতে এবং নীচের লিখিত বিধিক্রমে কার্য্য করে বাকার্থ দ্রব্য ক্রোকের পর ১৫ পনের দিনের দিবসে নীলামের মিয়াদনির্ণয়ের বদলে ঐ ৫ ধারার অপর বিধিদৃষ্টে দ্রব্যের মূল্য ঠাহর করাইয়া যত শীঘ্র তাহা নীলাম করা কর্ত্তব্য তাহার মিয়াদ ধরিয়া লিখিয়া সে সমাচার জানাইবার কারণ হাটের দিন ঢোল পিটায়। ও তাহাতে এমত নিষ্কর্ষ জানায় যে সেই দিনের পর মধ্যে এক হাট বাদে দ্বিতীয় হাটের দিন সে দ্রব্য নীলাম হইবেক। কিন্তু কখন কোন দ্রব্য ক্রোক্ হইবার দিন হইতে পাঁচ দিন গত না হইলে নীলাম হইতে পারিবেক না। আর কাটা না গিয়াথাকা কোন শস্য কেহ কখন ক্রোক্ করিলে তাহা ঐ ১৭ আইনের ১৩ ধারার হুকুমমতে কাটাইয়া জড় করাইয়া যাবৎ উপরের লিখনানুসারে ঢোল পিটাইয়া জানান না দেয় তাবৎ তাহা নীলাম হইতে পারিবেক না। ইহাতে ক্রোক্করণিয়ার উচিত যে ক্রোকী দ্রব্য শীঘ্র নীলামের কারণ তাহার পূর্ব্বের এই যে দাঁড়া ফেরফার হইতেছে এ জন্যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী ব্যাপারের কিম্বা নিমকপোখ্তানীর ব্যাপারের এলাকাদার কাহার দ্রব্যাদি মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ক্রোক্ করিলে পর সে সমাচার তথাকার কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবপ্রভৃতির স্থানে ঐ ১৭ আইনের ৩১ ধারার লিখনানুসারে যত ঝটিতি পঁহুছাইতে পারে পঁহুছায়। ও সে কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবপ্রভৃতিতে সে সমাচার পাইয়া সে বাকী টাকা আদায় পঁহুছাইতে যত দিন বিলম্ব সম্ভবে তত দিনের মধ্যে সে দ্রব্যাদি নীলাম না করে। এমতে ক্রোক্করণিয়ার সাধ্য আছে যে সে সমাচার লিখিয়া মহাজনী কুঠীর সাহেব কিম্বা নিমকমহালের সাহেব অথবা কুঠীর গোমাস্তা কিম্বা নিমকচৌকীর দারোগা ফলতঃ যাঁহার ব্যাপ্য সেই বাকীদার হয় তাঁহার নিকটেই বিহিত বুঝিয়া পাঠাইতে পারে ইতি।

দ্রব্য ক্রোক্ হইলে পাঁচ দিনের পর নহিলে তাহা বিক্রয় না হইবার কথা।

ক্ষেত্রে থাকা ফসল ক্রোক্ হইলে তাহা নীলামে উপরের হুকুম চলিবার কথা।

সরকারের এলাকাদারের দ্রব্যাদি ক্রোক্ হইলে সে সমাচার সেই এলাকার সাহেবদিগরকে দিবার ও সে দ্রব্য নীলামে বিলম্ব করিবার কথা।

ঐ সাহেব কিম্বা গোমাস্তাদিগরের নিকটে ঐ লিখন পাঠাইতে পারিবার কথা।

৫ ধারা।

নীলামের সাধ্যবানেরা রসুম পাইবার কথা।

ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলামের সাধ্যবান কাজীপ্রভৃতিতে দ্রব্য নীলামের ইশ্‌তিহার দিবার ও নীলাম করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৫ ধারানুসারে তাহার মূল্য ঠাহরিবার খরচের নিমিত্তে ও নিজ বেতনের অর্থে রসুম দ্রব্য নীলামে বিক্রয়মুখে যত টাকা হয় তাহার টাকার প্রতি /০ এক আনার হারে পাইবেক ও সে রসুম নীলামী টাকায় কর্ত্তন হইয়া অবশিষ্ট যে থাকিবেক তাহা ক্রোকী খরচাসমেত বাকীর মোটে মজুরা পড়িয়া যত অকুলান হয় তাহার দায় সেই

বাকীদারের

বাকীদারের শিরে রহিবেক কিন্তু বাকীদার আপন দেনা দিবাতে কিম্বা অপর কোন হেতুতে যদি নীলাম থামে তবে তাহারা রসুম পাইবেক না। কেবল সে দ্রব্যাদি ক্রোক্ করিতে যথার্থ যে খরচ লাগিয়া থাকে তাহাছাড়া অন্য কিছু খরচা সে বাকীদারের স্থানে লওয়া যাইবেক না। ইহাতে এই প্রার্থনা যে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের সাধ্যবানেরা এই রসুম পাইবার ভরসায় সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ ভারিত কর্ম্ম বিশিষ্টরূপে করে। আর যদি বাকীদার কিম্বা ক্রোককার অথবা খরীদার কিম্বা নীলামকার বিরুদ্ধাচরণ কিম্বা কোন অত্যাহিত এতৎকর্ম্মে করে তবে আইনমতে তৎক্ষণাৎ তগীরের যোগ্য হইবেক অধিকন্তু আইনের লিখিত অন্য দণ্ডের এবং উৎপাতগ্রস্তের ক্ষতি পোষাইয়া দিবার দায়েও ঠেকিবেক ইতি।

ক্রোকের সাধ্যবানেরা নীলামী কর্ম্ম ভাল মতে করিবার প্রার্থনার কথা।

বিরুদ্ধাচরণ করিলে দণ্ড হইবার কথা।

৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনমতে সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যা ও মূল্যের মোকদ্দমার বিচারার্থে নিযুক্তহওয়া সনন্দদার কমিস্যানরদিগকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৮ ধারানুসারে ভার এবং হুকুম আছে যে দরখাস্তের কালে ক্রোকী দ্রব্য আইনের বিধানদৃষ্টে নীলাম করে। এতদ্ভিন্ন ক্রোকী দ্রব্য অবিলম্বে বিক্রয়ার্থে যত লোক নিযুক্ত করিবার আবশ্যক থাকে তাহা জিলা সকলের জজসাহেবেরা করিবার কর্ত্তৃত্ব রাখেন্ ও করিবেন। ও তাহা করিলে ঐ ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনমতে যে ভার কাজীদিগকে অর্পণ হইয়াছে সে ভার পশ্চাৎ সকল কাজীকে দেওয়া আবশ্যক হইবেক না। জানিবেন যে ঐ ৪০ আইনমতে কাজীপ্রভৃতি যাহারা মোকদ্দমার বিচারার্থে কমিস্যানরী ভার পাইয়াছে এবং ঐ ৩৫ আইনের ৮ ধারানুসারে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের ভার পায় কেবল তাহারাই ঐ ১৭ আইনের অনুসারে এবং ঐ ১৭ আইনের পরিবর্ত্তী হুকুমমতে ক্রোকী দ্রব্য নীলাম করিতে পারিবেক। আর ঐ জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ আইনমতে অন্য যাহারদিগেরে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের কারণ নিযুক্ত করিতে হয় তাহারদিগেরে সুখ্যাতি ও কর্ম্মযোগ্য ঠাহরিয়া নিযুক্ত করেন্ ও যাহারা নিযুক্ত হয় তাহারদিগেরে নীচের লিখিত বেওরানিদর্শনে সনন্দ আপন দস্তখতে ও আদালতের মোহরে দেন্। সে বেওরা এই যে আমি অমুক জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ এপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের মতে যে ভার রাখি তদনুসারে তোমাকে উপরের প্রস্তাবিত ঐ ৩৫ আইন এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইন ও ১৭৯৯ সালের এই ৭ আইনক্রমে মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ক্রোক্হওয়া দ্রব্য নীলামের নিমিত্তে কমিস্যানরী কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম তুমি অমুক পরগনার অমুক মোকামে থাকিয়া ঐ সকল আইনের লিখিত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা অপর যে আইন তোমার কর্ম্ম চালানের নিমিত্তে পাঠান যায় তদনুসারে ক্রোক্হওয়া দ্রব্য নীলামের কার্য্য করিবা এবং আপন কর্ম্মের প্রতিদিনের রুবকারী অর্থাৎ নিত্য বিবরণ লিপি সাবধানে রাখিবা যে তাহা তলব হইলে তৎকালে পাওয়া যায় ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৮ ধারার মজমুনের কথা।

উপরের ধারার লিখনানুসারে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া কমিস্যানরেরা ক্রোকী দ্রব্য নীলাম করিতে পারিবার কথা।

জিলাসকলের জজসাহেবেরা সুখ্যাত ও যোগ্য লোক ঠাহরিয়া নীলামের কার্য্য ভারিবার কথা।

৭ ধারা।

৭ ধারা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের কমিস্যনরেরা ও মালের তহসীলদারেরা আপনং ভারক্রমে ক্রোকী দ্রব্য নীলাম করিতে পারিবার কথা।

যে সকলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের অনুসারে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারার্থে কমিস্যনরী কার্য্যে আর যে সকলে কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানহইতে সরকারী মালওয়াজিবীর তহসীলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহারদিগের যাহারা ঐ ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২৯ ধারাক্রমে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের শক্তি রাখে তাহারা যাবৎ কমিস্যনরী কার্য্যে ও তহসীলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাবৎ আপনং ভারাবলম্বনে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের সাধ্য রাখিবেক তাহাতে এ কার্য্যের নিমিত্তে পৃথক্ সনন্দ তাহারদিগেরে দিবার তাৎপর্য্য থাকিবেক না। কিন্তু ক্রোকী দ্রব্য নীলামের কমিস্যনরদিগের সকলেরি কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের স্থানে যে সমাচার জিলা সকলের জজসাহেবেরা তলব করেন্ তাহার বেওরা লিখিয়া পাঠায়। আর যাহারা এ আইনের ৬ ধারাক্রমে সনন্দ পায় তাহারদিগের বিরাগ কোনপ্রকারে সদর দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ না হইলে তাহারদিগের পাওয়া সনন্দ ফিরিয়া লওয়া যাইবেক না অর্থাৎ তাহারা অপদস্থ হইবেক না। ইহাতে ঐ জজসাহেবদিগের প্রতি যেরূপে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারকারক কমিস্যনরদিগের তগীরী ও বহালীর সমাচার ঐ ৪০ আইনমতে হুজুর কৌন্সেলে লিখিতে হুকুম আছে সেই রূপে এ আইনক্রমে যে কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করেন্ ও সনন্দ দেন্ তাহারদিগেরে নিযুক্ত করিবার ও সনন্দ দিবার বার্ত্তাও লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

জিলাসকলের জজসাহেবদিগের তলবমতে কমিস্যনরেরা সকলেই বেওরা লিখিবার কথা।

এই আইনের ৬ ধারাক্রমে সনন্দপাওয়া কমিস্যনরেরা সদর দেওয়ানী আদালতের বিনা হুকুমে তগীর না হইবার কথা।

ঐ কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হইবার ও সনন্দ পাইবার সমাচার হুজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

৮ ধারা।

শহরসকলের জজসাহেবেরা জিলাসকলের জজসাহেবদিগের মতে কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

শহর জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদের জজসাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ হইতেছে যে আপনারদিগের এলাকার মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ক্রোক্‌হওয়া দ্রব্য নীলাম করিতে যত জন কমিস্যনর নিযুক্ত করিতে হয় তাহা সেই মতে করিবেন যেমতে জিলার জজসাহেবদিগের প্রতি কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করিবার অর্থে হুকুম আছে ইতি।

৯ ধারা।

দ্রব্য ক্রোকের প্রতিবাদির প্রতি বিশেষ দণ্ড হইবার কথা।

যদি মালগুজারদিগের কেহ ক্রোকী আইনমতে মালগুজারীর বাকীর কারণ তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে লাগিলে তাহাতে নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা এমত প্রতিবন্ধক হয় যে তাহাতে ক্রোক না হইতে পারে কি ক্রোক হইলে পরেই বা জোরে কিম্বা ছাপাইয়া সে দ্রব্য উঠাইয়া লয় তবে সেপ্রযুক্ত এই ক্ষণে হুকুম হইতেছে যে দেওয়ানী আদালতে এরূপ প্রমাণ হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ধারার লিখিত দণ্ড এবং যত দ্রব্য উঠাইয়া লইয়া থাকে তাহার মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড সে লোকের উপর করা যাইবেক। ও তাহাতে ক্রোককরণিয়ার সাধ্য আছে যে যথায় সে দ্রব্য পায় তথায় পুনরায় ক্রোক করে। এবং এমতাপরাধী ও যাহার

কেহ ক্রোকী দ্রব্য উঠাইয়া লইলে সে দ্রব্যের

সেই

সেই প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে সে অপরাধির সহকার হইয়া থাকে তাহারাও সেই দ্রব্য ক্রোক হইবার কালে হঙ্গামা ও গণ্ডগোল বাধাইয়া ছিল একারণ ধরা পড়িবার এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতে বিচারের যোগ্য হইবেক। তাহাতে পোলীসের দারোগাগণের কর্ত্তব্য যে এমত সমাচার পাইবামাত্র অবিলম্বে আপনি যথাস্থানে গিয়া সে গণ্ডগোলের মধ্যবর্ত্তি লোকদিগেরে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে পাঠাইবার অর্থে আইনমতে যথাসাধ্য চেষ্টা পায়। এবং ক্রোককরণিয়া আইনের অনুসারে ক্রোকী কর্ম্ম করিতে পারিবার কারণেও সহায় হয়। আর বাকীদার ও তাহার মালজামিনছাড়া অন্য কেহ কোন ক্রোকী দ্রব্য আপন সম্পত্তি কহিয়া দাওয়া করিলে যদি ক্রোককরণিয়া সে দ্রব্য বিক্রয় করে তবে সে দাওয়াদার আপন দাওয়ার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ করিতে পারিলে ও ক্রোককরণিয়া যে বাকীর কারণ সে দ্রব্য ক্রোক করিয়াছিল সে বাকীর দায়ী সে দাওয়াদার বটে এমত প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে সেই দাওয়াদার সেই ক্রোককরণিয়ার স্থানে সে দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য এবং সে মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে যত খরচা ও অপচয় ধরিয়া দেওয়ান সম্ভবে তাহাও পাইবেক। কিন্তু বাকীদারের দখলেথাকা ভূমির কাটা কি অকাটা অর্থাৎ অসংগৃহীত শস্য ক্রোক হইলে যদি কেহ তাহাতে এমত দাওয়া করে যে সে শস্য ক্রোকের পূর্ব্বে তাহার স্থানে বিক্রয় কিম্বা বন্ধকাদি হইয়াছে তবে সে দাওয়া মালগুজারীর বাকীর দাওয়ার উপর বলবৎ হইবেক না কারণ এই যে আদ্যোপান্ত সর্ব্বতোভাবে ভূমির উৎপন্ন শস্য ভূম্যধিকারিগণের মালগুজারীর টাকার ভুক্তানে আছে ও করারদাদের অনুসারে কিম্বা কোন করারদাদ না থাকিলে তথাকার দাঁড়ামতে মালগুজারী উসুল না হইলে সে বাকী উসুলের কারণ ভূমির যত শস্য ক্রোক ও নীলাম করিবার আবশ্যক হয় ততই ক্রোক ও নীলাম করিতে ভূম্যধিকারী শক্তি রাখে ইতি।

মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড বিশেষিয়া দিতে হইবার কথা।

উঠাইয়া লওয়া দ্রব্য যথায় মিলে তথায় তাহা পুনরায় ক্রোক হইতে পারিবার কথা।

এমত কর্ম্মিরা দায়ের ও সায়েরী আদালতের বিচারের যোগ্য হইবার কথা।

এমত সংবাদ পাইলে পোলীসের আমলার কর্ত্তব্যের কথা।

ক্রোকী দ্রব্য নীলাম হইলে তাহার দাওয়া দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

ক্রোককরণিয়ার শিরে খরচা ও নোকসানের দায় পড়িবার সময়ের কথা।

মালগুজারীর বাকীর দাওয়ার উপর অন্য দাওয়া বলবৎ না হইবার কথা।

১০ ধারা।

জানা গেল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২১ ধারার লিখনানুসারে কাহার বসতবাটীর সদর দ্বার বলক্রমে না খুলিতে এবং অন্তঃপুরে প্রবেশিতে যে হেতুক ক্রোককরণিয়ার প্রতি নিষেধ আছে সেহেতুতে দোষ দর্শিল অতএব ঐ নিষেধকে নীচের লিখনানুসারে নিবৃত্ত ও পরিবর্ত্ত করা গেল। ইহাতে যদি বুঝা যায় যে কোন বাকীদার আপন দ্রব্যাদি আপন বসতবাটীতে রাখিয়া সদর দ্বার রোধ করিয়াছে কিম্বা যে অন্তঃপুরে এদেশাচারক্রমে অন্যের প্রবেশকরণ অনুচিত তথায় রাখিয়াছে তবে ক্রোককরণিয়ার সাধ্য আছে যে সেই এলাকার পোলীসের দারোগার নিকটে তাহার দরখাস্ত করে ও তাহাতে সে দারোগার উচিত যে আপন পক্ষের অনেক লোককে তথায় পাঠায় ও সেই লোকের সাক্ষাৎ ক্রোককরণিয়া সে বাটীর সদর দ্বার সেইরূপে জোর করিয়া খোলে যেরূপে পূর্ব্বে অন্তঃপুরছাড়া অন্য মহলের দ্বার সহসা খুলিতে পারিত। ও দারোগার লোকের সমক্ষে অন্তঃপুরস্থা স্ত্রীগণকে

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২১ ধারার নিষেধ পরিবর্ত্তিবার কথা।

আটকানিয়ারা বাটীর সদর দ্বার জোরে খুলিতে পারিবার সময়ের কথা।

অন্তঃপুরে দ্রব্য পাই

ইহাও

লে তাহা অব্যাজে উঠাইয়া লইবার কথা।

ইহাও জানায় যে তাহারা তথাহইতে স্থানান্তরে যায় তাহাতে যদি সে স্ত্রী গণ বিশিষ্ট ঘরণী হয় ও এদেশাচারে অন্য পুরুষের সম্মুখ দিয়া তাহারদিগের গতিকরণ না সম্ভবে তবে তাহারা স্থানান্তর যাইতে যে আয়োজন আবশ্যক চাহি তাহা যোগাইয়া দেয় ও তাহারা সে অন্তঃপুর ছাড়িলে পর তথায় প্রবেশিয়া বাকী শোধের যোগ্য যে কিছু দ্রব্য পায় তাহা ক্রোক করিতে পারে ও সে দ্রব্য মিলিলে কর্ত্তব্য যে অব্যাজে তথাহইতে উঠাইয়া লইয়া পরে সেই স্ত্রীগণের রহিবার নিমিত্তে সেই অন্তঃপুর ছাড়িয়া দেয়। ও এআইনমতে এমত বোধ না হয় যে কেহ এই প্রস্তাবিত দাঁড়াছাড়া অন্য দাঁড়ায় কাহার বসতবাটীর সদর দ্বার খোলে কিম্বা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয় যদি কখন কেহ এ ধারার অন্যথাচরণ করে তবে তাহার ভারী দণ্ড করা যাইবেক এবং যে বাকীর কারণ দ্রব্য ক্রোক হয় সে বাকীর দাওয়াও মিথ্যা হইবেক ইতি।

এ আইনের দাঁড়া ছাড়া কর্ম্ম করিলে দণ্ড হইবার কথা।

১১ ধারা।

দরখাস্ত দিলে পোলীসের দারোগা আপন পক্ষের কাহাকেও ক্রোকের কালে তথায় সাক্ষাৎ থাকিবার কারণ পাঠাইবার কথা।

পাঠান লোক গণ্ডগোলাদি নিবারণার্থে যত্ন করিবার এবং আটকানিয়ার কৃত কর্ম্ম জ্ঞাত হইবার কথা।

যদি ক্রোকের শক্তিমানদিগের কেহ তথাকার এলাকার পোলীসের দারোগার নিকটে দ্রব্য ক্রোকের কালে প্রতিবন্ধক ও গণ্ডগোল না হইতে পারিবার কারণ তথায় পোলীসের কোন আমলা সাক্ষাৎ থাকিবার নিমিত্তে দরখাস্ত করে তবে সে দারোগার কর্ত্তব্য যে তাহাতে যথাসাধ্য আনুকূল্য করে। এবং যাহাকে আপন পক্ষহইতে পাঠায় তাহারো উচিত যে গণ্ডগোল না হইতে পারিবার নিমিত্তে যথাশক্তি ব্যাপার পায় এবং ক্রোককরণিয়া যে কর্ম্ম করে তাহাও গোড়াগোড়ি জ্ঞাত হয় এইহেতুক যে পশ্চাৎ কখন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানে সে বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার তাৎপর্য্য হইলে তাহা তথায় দিতে পারে ইতি।

১২ ধারা।

তহসীলের আমলার নামে কেহ অযথা নালিশ করিলে কিম্বা সাক্ষ্য দিবার জন্যে বৃথা তলব ধরাইলে তাহার শাস্তি আদালতে হইবার সময়ের কথা।

ঐ সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ১০ ধারা ও ৪ আইনের ৬ধারামতে কার্য্য করিবার কথা।

কেহ তহসীলের আমলাকে অকারণে তলব করাইলে নোকসান ও

প্রায় সর্ব্বদাই মালগুজারেরা আপনারদিগের দ্রব্য ক্রোককরণিয়ার নামে এবং তহসীলের আমলার নামে ফৌজদারী আদালতে মিথ্যা নালিশ করে এবং তাহারদিগের যে কেহ যে মোকদ্দমার কিছু জানে না তাহাকেও সে মোকদ্দমায় সাক্ষী মানে তাহার কারণ এই যে সেই লটখটিতে তহসীলের কার্য্যের ভণ্ডুল হয় ও গৌণ পড়ে অতএব এরূপ অবিহিত কর্ম্ম কখন না হইতে পারিবার ও ইহা করণিয়ার শাস্তি হইবার নিমিত্তে আইনমতে যত উপায় হইতে পারে তাহাই আদালতে করা কর্ত্তব্য। আর যে সময়ে এ প্রকার অসঙ্গত মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্থানে পঁহুছে সে সময়ে তাঁহার উচিত যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ১০ ধারার হুকুমের মতাচরণ যথাশক্তি করেন। আর যদি জমিদারীওগয়রহের তহসীলের সংক্রান্ত কোন আমলাকে অকারণে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে তলব করা যায় তবে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারাক্রমে তাহার সমুদয় খরচ যাহার দরখাস্তে তাহার তলব হইয়া থাকে সে লোকের স্থান

হইতে

হইতে দেওয়ান্ অধিকন্তু হুকুম আছে যে যদি কেহ চপলতাক্রমে কিম্বা বিনা বিশিষ্ট হেতুতে জমীদারের কিম্বা তালুকদারের অথবা অন্য ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের পক্ষের তহসীলের সংক্রান্ত প্রধানাদি কোন আমলাকে দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতে তলব করায় ও তাহাকে অযথা তলব করাইবাতে ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের মালগুজারীতে কিছু ভণ্ডুল কিম্বা অপর ক্ষতি হয় তবে যে কেহ তাহাকে তলব করাইয়া থাকে তাহার নামে সেই ক্ষতির দাওয়া হইতে পারে ও তাহা দেওয়ানী আদালতে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের মতে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগের বিচার্য্য সে মোকদ্দমা হইলে তাহারদিগের নিকটে প্রমাণপূর্ব্বক অন্যায়গ্রস্ত আপন ক্ষতির নিশা খরচাসুদ্ধা সেই তলবকরণিয়ার স্থানহইতে পাইবেক ইতি।

খরচার দায়ে ঠেকিবার কথা।

১৩ ধারা।

দেওয়ানী এলাকার আদলতসকলের জজসাহেবদিগকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৩৪ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে ঐ ৩৪ ধারামতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাসকলের বিচার অন্যং মোকদ্দমার অগ্রে করেন্ আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২২ ধারানুসারে হুকুম আছে যে মোকররী জমার ও সরকারী মালগুজারীর সংক্রান্ত মোকদ্দমাসকলের বিচারার্থে বৈঠকের কারণ সপ্তাহের মধ্যে বিহিত বুঝিয়া দিনেক দুই দিন কিম্বা ততোধিক দিন নির্দ্ধার্য্য করেন্। এই ক্ষণে হুকুম হইতেছে যে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা ও রেজিষ্টরসাহেবেরাও এমত মোকদ্দমাসকলের আপীল মফঃসল আপীল আদালতসকলে হইলে তথাকার জজসাহেবেরাও যথাসাধ্য উপরের লিখিত হুকুমের মতাচরণ করিবেন। এবং ঐ ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরেরাও তাহারদিগের বিচার্য্য মালগুজারীর বাকীর মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি তাহারদিগের স্থানে উপস্থিতথাকা অপর যাবদীয় মোকদ্দমার আগে করিবেক। এ ধারাক্রমে স্পষ্ট জানিবেক যে ক্রোক্ থাকিবার কালে কোন সম্পত্তির কিছু হানি ও অপচয় দর্শিলে তাহার অধিকারী সে দাওয়ার নালিশ দেওয়ানী আদালতে করিতে পারিবার নিরূপণে এবং ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরাও বাকী আদায়ের কারণ বাকীদারদিগের কিম্বা তাহারদিগের মালজামিনদিগের দ্রব্যাদি নিজে ক্রোক্ না করিয়া তন্নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করা বিহিত জানিলে তথায় নালিশ করিতে পারিবার নিদর্শনে যে হুকুম ঐ ১৭ আইনের ৩৩ ধারায় আছে সে হুকুমের মতে ঐ ৪০ আইনের অনুসারে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনরদিগের নিকটে মুনসিফী ভারক্রমে সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ মালগুজারীর বাকীর মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে কিম্বা দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা সেমত মোকদ্দমা বিচারার্থে তাহারদিগের নিকটে পাঠাইলে তাহারদিগকেও সে মোকদ্দমার বিচার করিতে নিষেধ ছিল না ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৩৪ ধারা ও ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২২ ধারামতে চলিতে হইবার কথা।

দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলের সাহেবেরদের ও কমিস্যনরদিগের মালগুজারীর বাকীর মোকদ্দমাসকলের বিচার অন্যং মোকদ্দমার আগে করিতে হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৩৩ ধারাক্রমে ৫০ টাকার অনূর্দ্ধ রাজস্ব বাকীর মোকদ্দমার বিচার কমিস্যনরেরদের করিতে নিষেধ না থাকিবার কথা।

১৪ ধারা।

১৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের লিখিত মালগুজারীর বাকী পাঁচশত টাকার বেশীর মোকদ্দমার নালিশ ও বিচার সংক্ষেপে হইতে পারিবার কথা।

ভূম্যধিকারিগণের যে মালগুজারীর বাকীর কুলান বাকীদারদিগের কিম্বা তাহারদিগের মালজামিনদিগের দ্রব্যাদি ক্রোক্‌ করিলেও হইতে পারে না এমত ভারী বাকীর নালিশ শীঘ্র হইতে পারিয়া তাহা অব্যাজে মিলিতে পারিবার অর্থে যে দাঁড়ার ধার্য্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৯ ধারা ও তাহার পরের কএক ধারায় হইয়াছিল সে দাঁড়াক্রমে ভূম্যধিকারিগণ তিন দিনের মিয়াদে বাকীদারদিগকে সমাচার দিয়া আদালতে সহজে নালিশ করিলে ও জজসাহেবদিগের নিকটে তাহার বিচার সংক্ষেপে হইয়া সে বাকী সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক ঠাহরিলে সে বাকীদার পেটার তালুকদার কিম্বা কট্‌কিনাদার অথবা প্রজাদি যে হউক সে তৎকালে কয়েদের যোগ্য হইত। কিন্তু জানা গেল যে তাহাতে পাঁচশত টাকার অধিক নির্ণয় থাকিবার কারণ এবং ঐ ৩৫ আইনের ১০ ধারানুসারে সমাচার দিবার মিয়াদ তিন দিন ধার্য্য রহিবার নিমিত্তে বাকীদারদিগের ও তাহারদিগের মালজামিনদিগের পলাইবার অবকাশ মিলিয়া ঐ আইনের আশয় লোপ পাইয়াছে।

ঐ আইন গ্রন্থকারক না হইবার কথা।

এইহেতুক এবং মালগুজারদিগের যে কেহ ভূমি নিজ যোত না করে ও তাহারদিগের যে কেহ ক্রোকের যোগ্য অত্যল্পই সম্পত্তি ঘরে রাখে তাহারদিগের সেমত নষ্টতার ও অসঙ্গতাচরণহেতুক এমত মালগুজারদিগের স্থানে বাকী উসুলের জন্যে ভূম্যধিকারিগণের ইজারদারদিগের যথেষ্ট আনুকূল্য করা আবশ্যক হইবেক। এপ্রযুক্ত ঐ ৩৫ আইনের ৯ নবম ধারাহইতে ২০ বিংশতি ধারাপর্য্যন্তের হুকুমের পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে পশ্চাৎ ঐ নবম ধারাদির হুকুম গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

এই ধারার প্রস্তাবিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের কএক ধারার হুকুম পরিবর্ত্ত হইবার কথা।

১৫ ধারা।

জমীদারওগয়রহ বাকীদার ও মালজামিন দিগকে আটক করাইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জমীদার ও তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের সাধ্য আছে যে তাহারদিগের কাহার মালগুজারীর বাকীর দাওয়া মফঃসলী তালুকদার কিম্বা কট্‌কিনাদার অথবা যোতদারওগয়রহ পেটার মালগুজারদিগের কাহার উপর থাকিলে সে বাকীর কুলান যদি সেই বাকীদারের দ্রব্য কিম্বা সে মালজামিন দিয়া থাকিলে সেই মালজামিনের সম্পত্তি ক্রোক্‌ করিবাতেও না হইতে পারে কিম্বা সে বাকীদার অথবা তাহার মালজামিন সাক্ষাৎ থাকিলে তাহারদিগের স্থানে সে বাকী তলব করিলে পর কি তলব করিবার পূর্ব্বেইবা সে বাকীদার কিম্বা মালজামিন যদি পলাইতে উদ্যত বুঝা যায় তবে সেই পলায়নোন্মুখ বাকীদার কিম্বা মালজামিনকে নীচের লিখনানুসারে আটক করাইতে পারে।

জজসাহেবদিগের কিম্বা কমিস্যনরদিগের নিকটে দরখাস্ত দিতে পারিবার সময়ের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— মালগুজারীর বাকী পাওনিয়া ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা ও তাহারদিগের নিযুক্তকরা গোমাস্তাওগয়রহ চাকরদিগের সাধ্য আছে যে বাকী উসুলের কারণ জজসাহেবদিগের স্থানে দরখাস্ত দেয়। তাহাতে যদি

কোন

দরখাস্তের পাঠের কথা।

কোন বাকীদারকে কিম্বা সে মালজামিন দিয়া থাকিলে সেই জামিনদারকে পলায়নোন্মুখ বুঝে তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের মতে নিযুক্ত হওয়া সেই গির্দের কমিস্যনরের নিকটে দরখাস্ত বাকীর রেওরায়ুক্তে এবং সে বাকী শোধ না দিয়া সে আসামী পলাইতে উদ্যত হওনপ্রযুক্ত তাহাকে আটক করিবার প্রার্থনায়ুক্তে লিখিয়া দাখিল করিতে পারে। ও এমত দরখাস্ত কমিস্যনর পাইলে তাহার কর্ত্তব্য যে সেই পলায়নোন্মুখ বাকীদার কিম্বা মালজামিন যদি তাহার গির্দের নিবাসী ঠাহরে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরে ও সে বাকী তৎকালে না মিলিলে ইঙ্গরেজী ২৪ ঘড়ী মোতাবেকে বাঙ্গলা ৬০ দণ্ডের মধ্যে তাহাকে জজসাহেবের নিকটে চালান করে। ইহাতে সেই জজসাহেবের উচিত যে তাঁহার স্থানে সে আসামী পঁহুছিলে তাহার প্রতি যে মতাচরণ তাহাকে ধরিবার দরখাস্ত আদৌ তাঁহার স্থানে দিলে ও তাঁহার হুকুমে সে আসামী ধরা পড়িলে করিতেন সেই মতাচরণ নীচের লিখনানুসারে করেন। কিন্তু কোন কমিস্যনরের কর্ত্তব্য নহে যে কোন বাকীদার কিম্বা মালজামিনকে জজসাহেবের নিকটে চালান না করিয়া ৬০ দণ্ডের অধিক আটক রাখে যদি রাখে তবে তগীরের যোগ্য হইবেক এবং তাহার নামে সেই অবিধি আটক রাখিবার মোকদ্দমায় নালিশ হইতেও পারিবেক। কিন্তু যদি সেই বাকীদার কিম্বা মালজামিন আপন শিরের বাকীর হিসাব নিষ্পত্তির কারণ তথায় থাকিবার অর্থে কিছু মিয়াদের দরখাস্ত লিখিয়া দেয় ও আটক করণিয়া তাহাতে সম্মত হইয়া যত মিয়াদ দেওয়া বিহিত তাহার নিদর্শনে সে দরখাস্তের কপালে কিম্বা পৃষ্ঠে আপন মঞ্জুরীর দস্তখৎ এমত স্পষ্টার্থে করে যে তদৃষ্টে সেই মিয়াদ ভরিয়া তথায় থাকিবার নির্ণয়ে কিছু সন্দেহ না রহে তবে সেই আসামীকে তাবৎ তথায় রাখিতে পারিবেক।

দরখাস্ত পাইলে কমিস্যনরেরা যেমতাচরণ করিবেক তাহার কথা।

কমিস্যনরদিগের চালানকরা আসামী জজসাহেবদিগের স্থানে পঁহুছিলে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

কোন আসামীকে কমিস্যনরেরা ৬০ দণ্ডের অধিক না রাখিতে পারিবার কথা।

ঐ হুকুমের বিশেষ

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— কেহ উপরের লিখিত দরখাস্ত আদৌ জজসাহেবের স্থানে দিতে চাহিলে তাহা শীঘ্র দাখিল হওয়া উচিতের কারণ আদালতের বৈঠক থাকিতে কিম্বা না থাকিতেও আপনি কিম্বা আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা আদালতের চিহ্নিত উকীল হউক কি না হউক তাহার দ্বারা দিতে পারে তাহাতে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে বাকীদার কিম্বা মালজামিন তাঁহার আদালতের সীমানার মধ্যে থাকিলে তৎক্ষণাৎ এক দস্তক তাহাকে ধরিবার ও ধরা পড়িয়া সে বাকী না দিলে তাহাকে আপন স্থানে পঁহুছাইবার নিদর্শনে লিখিয়া পাঠাইবেন। তাহাতে যদি সেই বাকীর দায়ী সে দস্তক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কিম্বা হিসাব নিষ্পত্তির কারণ ধার্য্য পাওয়া ৬০ দণ্ডের মধ্যে সেই তলবী বাকীর হিসাব নিষ্পত্তি না করে তবে সেই দস্তক বহনিয়ার উচিত যে সেই দস্তকের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করে অর্থাৎ সেই আসামীকে ধরিয়া আদালতে পঁহুছায়। কিন্তু যদি সে আসামী তথায় থাকিয়া সে হিসাব নিষ্পত্তি করিবার কারণ ঐ নিরূপিতের অধিক কিছু কাল মিয়াদের দরখাস্ত লিখিয়া দেয় ও ফরিয়াদী তাহাতে সম্মত হইয়া সে দরখাস্তের কপালে কিম্বা পৃষ্ঠে আপন মঞ্জুরীর দস্তখৎ করে তবে দস্তকবহনিয়া তদনুসারে বিলম্ব করিতে পা-

জজসাহেবদিগের স্থানে আদৌ দরখাস্ত দিলে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

দস্তক চালানের মতের কথা।

রিবেক

হস্তক জারী মৌকুফ হইবার সময়ের কথা।

রিবেক। ও ফরিয়াদী যদি এমত দস্তক জারী মৌকুফ করাইতে চাহে তবে রাজীনামার অনুসারে দরখাস্ত লিখিয়া দিলে তদ্দৃষ্টে সে দস্তক জারী ও মৌকুফ হইতে পারিবেক ও পলায়নোন্মুখ আসামীর তলবী দস্তকছাড়া এ মতের কোন দস্তক বহিবার অর্থে দুই জনের অধিক পিয়াদা কখন হইবেক না। এবং এমত দস্তক বরখাস্তের পর দস্তকবহনিয়া তলবানা রোজ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারাক্রমে দিনপ্রতি দুই আনার হারে ও স্থানবিশেষে ইহারো কম সে স্থানের দাঁড়াদৃষ্টে পাইতে হইলে পাইবেক।

দস্তকের পিয়াদা যত জনহইতে পারিবেক তাহার কথা।

তলবানার হারের কথা।

জজসাহেবদিগের নিকটে উপরের লিখনানুসারে আসামী পঁহুছিলে তাহার বিচার সংক্ষেপে করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—উপরের দুই প্রকরণের লিখনানুসারে কোন জজসাহেবের নিকটে বাকীদারেরদের কিম্বা মালজামিনদিগের কাহাকেও পঁহুছাইলে তৎকালে সে সাহেব সেই আসামীর স্থানে দাওয়ার জওয়াব তলব করিবেন তাহাতে যদি ফরিয়াদীর দাওয়া সম্যক কিম্বা তন্মধ্যের কিছু মিথ্যা এমত জওয়াব আসামী দেয় তবে দাখিলাদিগর কাগজপত্র এবং উভয়ের হিসাবকিতাবদৃষ্টে সংক্ষেপে বিচার করিবেন। অথবা কালেক্টরসাহেবকে সে মোকদ্দমার বিচারের ভার সেইরূপে দিবেন যে রূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ১৩ ধারাক্রমে মালগুজারীর সংক্রান্ত মোকদ্দমার কিম্বা পূর্ব্বে যে সকল মোকদ্দমার বিচার মাল আদালতে হইত সে সকল মোকদ্দমার বিচারের ভার দিতে পারেন্। আর এইক্ষণে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের প্রতি বিশেষ হুকুম হইতেছে যে তাঁহারা কিম্বা তাঁহারদিগের রেজিষ্টরসাহেবেরা আরং কর্ম্মের বাহুল্যপ্রযুক্ত এমত কোন মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি অবিলম্বে না করিতে পারিলে ও সে মোকদ্দমা তাঁহারদিগের ব্যাপ্য কমিস্যনরদিগের বিচারের যোগ্য না হইলে তাহার বিচারের ভার কালেক্টরসাহেবদিগকে দিবেন। ইহাতে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের সাধ্য আছে যে সংক্ষেপে বিচার্য্য মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কালেক্টরসাহেবদিগের কি জজসাহেবদিগের নিকটে করিবার কারণ যাহাকে নিযুক্ত করা বিহিত বুঝে তাহাকেই সম্যক ভারার্পিয়া নিযুক্ত ও রুজু করে।

ঐ বিচারের ভার কালেক্টর সাহেবদিগকে সঁপিতে পারিবার কথা।

যে মোকদ্দমার বিচার আদালতে শীঘ্র না হইতে পারে ও কমিস্যনরদিগের বিচারের যোগ্যও না হয় তাহা কালেক্টর সাহেবদিগকে সঁপিতে পারিবার কথা।

আসামীকে ছাড়িয়া দিবার ও খরচাসমেত ক্ষতি পোষাইয়া দেওয়াইবার সময়ের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—জজসাহেবদিগের কেহ মালগুজারীর বাকীর কোন মোকদ্দমা বিচারার্থে কালেক্টরসাহেবদিগের কাহাকেও ভার দিয়া থাকিলে তাহার রিপোর্ট অর্থাৎ বেওরাহকীকৎ সে কালেক্টরসাহেবের স্থানে পাইলে পর তদ্দৃষ্টে কিম্বা কাহাকেও না ভারদেওয়া কোন মোকদ্দমার বিচার আপনি করিয়া পরে যদি বুঝেন্ যে সেই বাকী টাকা আসামীর দেনা অযথার্থ ঠাহরিল কিম্বা ফরিয়াদী জানিয়া শুনিয়া অসঙ্গত নালিশ করিয়াছিল অথবা ফরিয়াদীর দাওয়া সমুদয়ের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণ হইল তবে সে আসামীকে ছাড়িয়া দিবেন এবং তাহাকে ক্ষতি পূরণ ও সম্যক খরচাও দেওয়াইবেন। আর যদি সমুদয় দাওয়া কি তাহার মধ্যে কিছু ভারীইবা প্রতিপন্ন হয় তবে সে আসামীকে তাবৎ শক্ত কয়েদে রাখিবেন যাবৎ সে বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদ ও নালিশী খরচা

আসামীকে যে সময়ে যত দিন কয়েদ রাখিতে হইবেক তাহার কথা।

সমেত

সমেত না দেয় অথবা তাহার খালাসের কারণ ফরিয়াদী দরখাস্ত না করে। ও কয়েদ হইলে এমত আসামীর মর্য্যাদা ও মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া দিনপ্রতি চারি আনার অধিক ও এক আনার ন্যূন না হয় এরূপে বিহিত বিবেচনাক্রমে তাহার যত খাদ্য খরচ দিবার হুকুম জজসাহেব করেন্ তাহা সে আসামী কয়েদ থাকা পর্য্যন্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার প্রণালীপূর্ব্বক সেই ফরিয়াদী যোগাইবেক।

আসামীর খোরাকী যে হারে দিতে হইবে তাহার কথা।

৬ যষ্ঠ প্রকরণ।—কখন কোন কট্‌কিনাদার কিম্বা যোতদারপ্রভৃতি মালগুজার উপরের লিখনানুসারে ধরা আসিয়া যদি অব্যাজে বাকী টাকা না দেয় ও সে নিমিত্তে জজসাহেবের স্থানে চালান হয় তবে সে বাকীর স্বত্ববান ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সাধ্য আছে যে সে বাকীদার আসামীর কট্‌কিনার মহাল কিম্বা যোতের ভূম্যাদি ক্রোক করে ও তাহার সরবরাহ তাবৎ নিজ আমলার দ্বারা কিম্বা অপর যে মতে করান বিহিত জানে করায় যাবৎ সেই বাকী ও সে বস্তু ক্রোক হইলে পর আর যে বাকী পড়ে তাহাসুদ্ধা মোটে যত টাকা বাকী চাহরে সেই মোট টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদসমেত সেই বস্তুর উপস্বত্বাদির দ্বারা উসুল না হয়। কিন্তু ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা যে সময়ে এমতে বস্তু ক্রোক করে সে সময়ে উচিত নহে যে তৎকালে চাসীপ্রভৃতি ক্ষুদ্র২ যে প্রজাদিগের স্থানে যত মালগুজারী সেই বাকীদার আসামী পাইত তাহার বেশী সেই বাকীদার আসামী ও চাসীপ্রভৃতিতে মিলিয়া গড়ন করিয়া আইনের বহির্ভূত কিছু কর্ম্ম না করিয়া থাকিলে তলব করে। আর যদি সেই বাকীদার আসামী বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদসমেত সেই সনের মধ্যে দেয় তবে তৎক্ষণাৎ সে ক্রোক বরখাস্ত হইবেক এবং ক্রোককরনিয়া সেই বস্তু ক্রোক থাকিবাপর্য্যন্তের নিকাশ প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই আসামীকে দিবেক।

সমেত সুদ বাকী উসুল না হইবাতক বাকীদারের সংক্রান্ত ভূম্যাদি বস্তু ক্রোক থাকিতে পারিবার কথা।

চাসিপ্রভৃতির স্থানে বেশী তলব করা অকর্ত্তব্যের কথা।

সম্বৎসরের মধ্যে বাকী শোধ পড়িলে ক্রোকী সময়ের নিকাশ বাকীদার পাইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যের যে সুবার যে ভূমি হয় তাহার মালগুজারীর বাকী টাকা সেই সুবার চলন সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর ভিতরে বাকীদারের কিম্বা মালজামিনের অথবা সে ভূমি ক্রোকের দ্বারা উসুল না হইলে সেই বাকীদারের সম্পর্কীয় ভূমি যে জমীদারের কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারির অধিকারের মধ্যে থাকে অথবা সে সনের অধিক মিয়াদী পাট্টাই যে ইজারদারের ইজারার মধ্যে রহে সেই জমিদারপ্রভৃতিতে সাধ্য রাখে যে আইন্দা সন সুরুহইতে এতাবতা তাহার পর বৎসর প্রবর্ত্তে সেই বাকীদারের সংক্রান্ত ভূমির বন্দোবস্ত অপর যে মতে করণ বিহিত সেই মতেই তন্মধ্যের স্বত্ববান্‌সকলের স্বত্ব সাব্যস্থ রাখিয়া করে। আর যদি সে বাকীদার কেবল এক সনের জন্যে কট্‌কিনাদার হইয়া থাকে কিম্বা তাহার পাট্টার মিয়াদ সেই সনে শেষ হয় তবে সুতরাং তদধিক মুদ্দতে কট্‌কিনা রাখিবার দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তু যদি পাট্টার মিয়াদ গত না হইয়া থাকে ও মালগুজারীও না দিবাতে করার বিচ

সম্বৎসরের মধ্যে বাকী না মিলেলে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে যে মতাচরণ করিতে পারে তাহার কথা।

বাকীদারের ইজারার পাট্টার মিয়াদ গত হউক কি না বৎসর গতে

লিত

সে পাট্টা বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবার কথা।

লিত হয় তবে সেই পাট্টাদেওনিয়া যথাভীষ্টক্রমে সে পাট্টা বাজেয়াপ্ত করিতে কিম্বা না করিতে পারিবেক। আর যদি সে বাকীদার মফঃসলী তালুকদার অথবা প্রকারান্তরে ভূমির ভোগবান হয় ও তাহার সংক্রান্ত ভূমি সনন্দ কিম্বা এদেশীয় চলন অন্য প্রকার কাগজপত্রাদির অনুসারে হস্তান্তর হইতে পারে তবে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিয়া তাহার ভূমিকে মালগুজারীর বাকী উসুলের কারণ বিক্রয় করাইতে সাধ্য থাকিবেক। ও তাহা করিলে সে ভূমির খরীদারো সেই সনের নিমিত্তে পূর্ব্ব ভোগবানের ন্যায় বোধ হইবেক। কিম্বা যদি বাকীদার কেবল এমত পাট্টাই প্রজা হয় যে মোকররীমতে কিম্বা তথাকার দাঁড়াক্রমে মালগুজারী যাবৎ করে তাবৎ সে ভূমিতে তাহার স্বত্ব সাব্যস্থ থাকিতে পারে কিন্তু সে ভূমি হস্তান্তর করিবার স্বত্ব না রাখে তবে সে ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদারপ্রভৃতি যে কেহ যতকাল মিয়াদনির্দ্দিষ্টে আপন স্বত্ব সে প্রজাকে অর্পিয়া থাকে তাহার শক্তি আছে যে সেই বাকীদার প্রজা করারের অন্যথা করিলে তাহার হস্তহইতে সে ভূমি ছাড়াইয়া লয়। ইহাতে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা এ প্রকরণের লিখিত হস্তান্তর হইবার যোগ্য ভূমি বিক্রয় করাইবার কারণছাড়া অপর সকল বিষয়েই আদালতে দরখাস্ত না করিয়া আপনারদিগের শক্ত্যনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেক। কিন্তু যদি তাহারা কিম্বা তাহারদিগের আমলারা আপনারদিগের শক্তির বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করে ও তাহাতে পাট্টাদিগের কাগজপত্রের অনুসারে কিম্বা তথাকার আদ্যোপান্তের দাঁড়াক্রমে কোন প্রকার মালগুজারের স্বত্বলোপ হয় তবে তাহার নিশার দায় সেই অধিকারী কিম্বা ইজারদারের শিরে পড়িবেক। আর জানিবেন যে এ আইনের মর্ম্ম কোন প্রকারে ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদির স্বত্ব নিরূপণার্থে নহে তাহারদিগের স্বত্বের বিচার দেওয়ানী আদালতে হইবার দায় রাখে। ইহার মর্ম্ম কেবল বাকীদারদিগের স্থানে মালগুজারী উসুলের দাঁড়া ধার্য্যের নিমিত্তে বর্ত্তে তাহাতে যদি কাহার স্বত্ব লোপ হয় তবে কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি শীঘ্র হইবার দাঁড়ার সংক্রান্ত এ আইনের লিখিত হুকুমমতে আপন স্বত্ব লোপ হইবার এবং ক্ষতি ও খরচার দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে।

বাকীদারের সংক্রান্ত ভূমি বিক্রয়ের যোগ্য হইলে বিক্রয় হইবার ও অযোগ্য হইলে তাহার হাত ছাড়া করা যাইবার কথা।

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির আপন শক্তিমতে কার্য্য করিবার কারণ আদালতে দরখাস্ত না করিতে হইবার কথা।

তাহারা নিজের কিম্বা নিজ আমলার কৃত অসঙ্গতাচরণের দায় ঠেকিবার কথা।

এই আইন লোকদিগের স্বত্বসাব্যস্তের অর্থে নির্দ্দিষ্ট জানিতে না হইবার কথা।

কাহার স্বত্ব নষ্ট হইলে আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—উপরের লিখনানুসারে যদি ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদি মালগুজারদিগের কেহ কাহার নামে কখন আপন স্বত্বাধিকারের সংক্রান্ত মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তবে তৎকালে তথাকার জজসাহেব সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি উভয়তঃ হওয়া একরার লিখনাদি কাগজপত্রদৃষ্টে কিম্বা শরা কি শাস্ত্রমতেইবা অথবা আইনক্রমে কিম্বা সে স্থানের আদ্যোপান্তের চলন সামান্য কি বিশেষ দাঁড়ার অনুসারে করিবেন। আর জানিবেন যে জমীদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা প্রজাদি মালগুজারদিগকে মালগুজারীর হিসাব নিষ্পত্তির কারণ কিম্বা অপর কোন বিশিষ্ট হেতুতে অথবা তাহারদিগের উভয়তঃ হওয়া একরার লিখনাদি কাগজপত্রদৃষ্টে মাপিয়া বুঝিবার যোগ্য তাহার দের

ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদির নানাবিধ স্বত্বাধিকারের বিচার দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

ভূম্যধিকারিগণ যে যে সময়ে প্রজাদিগকে তলব করিতে ও রুজু আনাইতে পারে তাহা স্পষ্ট জানাইবার কথা।

দের হাতে থাকা কোন ভূমি মাপিবার নিমিত্তে ডাকিতে কিম্বা ডাকাইয়া আনিতেও বহালী কোন আইনমতে নিষেধ ছিল না ও নাই। তথাচ এ ধারাক্রমে স্পষ্ট জানান যাইতেছে যে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে রাখা সাধ্যানুসারে এমত কর্ম্ম করিতে আবশ্যক নাই যে সে জন্যে আদৌ দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করে। ও ইহাতে যদি ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে রাখা সাধ্যমতে কার্য্য করিতে কেহ প্রতিবাদী হয় তবে দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণ হইলে সে নিমিত্তে হওয়া সমস্ত ক্ষতি সমেত যাবদীয় খরচা পোষাইয়া দেওয়াইবার কারণ সেই প্রতিবাদির দণ্ড হইবেক। অধিকন্তু সেই দুঁদ্যামির জন্যে তাহার নামে দায়ের সায়েরী আদালতে নালিশ হইতে ও সে দুঁদ্যা শাস্তির যোগ্য ঠাহরিতে পারিবেক। কিন্তু যদি ভূম্যধিকারিগণের কিম্বা ইজারদারদিগের অথবা তাহারদিগের আমলার কেহ আপন সাধ্যের বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করে তবে উৎপাতগ্রস্ত সে বিষয় দেওয়ানী আদালতে প্রতিপন্ন করিলে সেই কর্ম্মির উপর সমস্ত ক্ষতি ও খরচা দিবার দায় পড়িবেক। তদ্ভিন্ন মোকদ্দমা বুঝিয়া যে দণ্ড সরকারে লওয়া উচিত তাহাও দিবেক। আর ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির সহিত প্রজাদি মালগুজারদিগের লিখনপঠনের দ্বারা কোন একরার এতাবতা পাট্টাদিগের দেওয়া লওয়া হইয়া থাকিলে ও মালগুজারীর দাখিলা মালগুজারেরা পাইয়া থাকিলে তদৃষ্টে উভয়তঃ হওয়া সেই একরারে কোন বয়স্ত কিম্বা খাজানা ওয়াসীল ও বাকীর বিষয়ে যে কিছু সন্দেহ [illegible]ন্মে তাহার ভঞ্জন ও সমাধা সর্ব্বতোভাবে হইতে পারিবেক। অতএব জজসাহেবদিগের ও কালেকটরসাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে এতদ্বিষয়ে ব্যতিক্রম হইতে না পারিবার কারণ যে দাঁড়া ও হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা তাহারদিগের উভয় পক্ষের হিতের জন্যে যে কোন বিহিত সময়ে দেখান ও বুঝান উচিত জানেন সেই সময়েই এইহেতুক দেখান ও বুঝান যে তদনুসারে চলিলে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে কোন রূপে বেশী তলব করিতে ও প্রজাদিতেও অসঙ্গত আপত্তি জন্মাইতে পারিবেক না। আর জমীদারেরদের স্বত্বাধিকার তাহারদিগের ব্যাপ্য মফঃসলী তালুকদারদিগের উপরেও সাব্যস্থ থাকিবার কারণ এধারাক্রমে হুকুম হইতেছে যে সেই মফঃসলী তালুকদারেরা যে সময়ে আপনং তালুক সমুদয় কিম্বা তাহার কিছু বিক্রয় কিম্বা দানাদির দ্বারা হস্তান্তর করে কিম্বা তাহারদিগের তালুক কেহ উত্তরাধিকারিতাক্রমে পায় অথবা অংশিগণের সহিত অংশ হয় তবে তাহা জমীদারীর সদর দফ্তরে রেজেষ্টরী অর্থাৎ খারিজদাখিল করাইবেক। ও এমত কোন তালুক অংশ হইলে তৎকালে সেই অংশানুসারে তাহার প্রত্যেক কিস্মতের উপর জমার ধার্য্য করিতে হইবেক ও তদনুসারে যে কিস্মতের যত জমা ধার্য্য পড়ে তাহার মঞ্জুরী যাহার নিকটে সেই মালগুজারী করিতে হয় সেই জমীদারের স্থানে লেখাইয়া লইতে হইবেক ও এমত নহিলে সেই অংশ ও সে জমার ধার্য্য অসিদ্ধ ও নামঞ্জুর হইবেক। এবং সেই সম্যক তালুক জমীদারের মালগুজারীর দায়েও বদ্ধ রহিবেক। আর জমীদারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে দশসনী বন্দোবস্তের কালে তাহারদিগের সহিত মফঃসলী তালুকদারদিগের

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির হুকুম প্রজাদিতে না মানিলে দণ্ড হইবার কথা।

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি ও তাহারদিগের চাকরেরা সাধ্যছাড়া কর্ম্ম করিলে দণ্ড হইবার কথা।

উভয়ের ভালর জন্যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনমতে একরারী পাট্টা ও দাখিলাদিগের দেওয়া ও লওয়া করিবার দাঁড়া জজসাহেবেরা ও কালেক্টরসাহেবেরা বুঝাইবার কথা।

পেটার তালুক হস্তান্তর হইলে তাহার খারিজদাখিল জমীদারী দফ্তরে করিবার কথা।

খারিজদাখিলমুখে যে কিস্মতের যত জমা ধার্য্য হয় তাহা জমীদারের মঞ্জুর করাইতে হইবার কথা।

জমীদারেরা পেটার তালুকদারদিগের খারিজদাখিলী ফিরিস্তি প্রতি

বৎসর কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে চালান করিবার কথা।

দিগের যে করারদাদ আপোসে হয় তাহার ফিরিস্তি সে তালুকদারদিগের নাম ও তালুক ও জমার নিদর্শনে লিখিয়া কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠায় এইক্ষণে কর্ত্তব্য যে এ আইনমতে তাহারদিগের দপ্তরে হওয়া খারিজদাখিলের বেওরা নিদর্শনেও এমত ফিরিস্তি প্রতিবৎসর কিম্বা যে সময়ে তলব হয় কালেক্টরসাহেবদিগের সমীপে চালান করিতে থাকে ইতি।

১৬ ধারা।

উপরের ধারার ৫ প্রকরণের মতে কয়েদহওয়া লোক দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

অসঙ্গত দাওয়ায় কয়েদ থাকিলে কিম্বা সে দাওয়া দিয়া খালাস হইলে প্রমাণপূর্ব্বক তাহার লাভার্থে যে ডিক্রী হইবেক তাহার কথা।

উপরের ধারার ৫ পঞ্চম প্রকরণের অনুসারে কয়েদহওয়া কোন আসামী যদি তাহার উপর হওয়া দাওয়ার বিচার দেওয়ানী আদালতে করাইতে চাহে তবে সাধ্য রাখে যে যে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার তাহাকে কয়েদ করাইয়া থাকে তাহার নামে নালিশ করে ও তাহাতে সে দাওয়া প্রমাণ না হইলে যত ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার নিশা খরচাসমেত কয়েদকরনিয়ার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক। আর যদি ধরাপাকড়াহইতে ছাড়ান পাইবার কারণ কিম্বা উপরের লিখিত ধারাক্রমে কয়েদহইতে খালাস হইবার নিমিত্তে আদৌ তলবের টাকা দিয়া পশ্চাৎ তাহার দাওয়া দেওয়ানী আদালতে করে ও তথায় এমত সাব্যস্ত হয় যে তৎকালে সে টাকা দিবার দায় তাহার শিরে সঙ্গত ছিল না তবে তদর্থে উপরের লিখনানুসারে ডিক্রী হইবেক এবং সঙ্গতঅপেক্ষা যত টাকা অধিক দিয়া থাকে তাহা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদ সমেত ফিরিয়া পাইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

সংক্ষেপ বিচারমুখে অগ্রাহ্যহওয়া মোকদ্দমার নালিশ পুনরায় হইতে পারিবার কথা।

সূক্ষ্ম বিচারমুখে দাওয়া প্রমাণ হইলে যে ডিক্রী হইবেক তাহার কথা।

যদি জজসাহেবদিগের কেহ কোন ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের মালগুজারীর বাকীর দাওয়া এ আইনের ১৫ ধারার অনুসারে সংক্ষেপে বিচারের কালে অগ্রাহ্য করেন তবে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সাধ্য আছে যে পুনরায় সে নালিশ সূক্ষ্ম বিচারের দাঁড়ামতে দেওয়ানী আদালতে করে। ও তথায় বিচারমুখে যদি প্রমাণ হয় যে সংক্ষেপে বিচারকালীন অগ্রাহ্যহওয়া তাহার দাওয়া সঙ্গত বটে তবে তাহার যত ক্ষতি হইয়া থাকে ও যে খরচা সেই দুইবার বিচারমুখে লাগিয়া থাকে তাহা এবং মালগুজারীর বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদ সমেত পাইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

এ আইনের ১৫ ধারাক্রমে সংক্ষেপে বিচার হওয়া মোকদ্দমার আপীল না হইবার কথা।

এই আইনের ১৫ ধারাক্রমে জিলাসকলের দেওয়ানী আদালতের যথায় যে মোকদ্দমার ডিক্রী সংক্ষেপ বিচারমুখে হইয়া থাকে তাহার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে হইবার যোগ্য কি না এই সন্দেহভঞ্জনার্থে এ ধারাক্রমে স্পষ্ট জানান যাইতেছে যে সে মোকদ্দমা তথায় আপীল হইবার যোগ্য হইবেক না। কারণ এই যে যে কেহ তদনুসারে আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত মানে তাহার সাধ্য আছে

ছে যে উপরের লিখনদৃষ্টে দেওয়ানী আদালতে সূক্ষ্ম বিচারের দাঁড়ামতে নালিশ করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে বিচার করায় আর ইহাও হুকুম আছে যে নালিশের কালে কি নিদর্শন কাগজপত্র দর্শাইবার সময়ে যে রসুম লাগে তাহা উপরের ধারার লিখনানুসারে সংক্ষেপে বিচার্য্য মোকদ্দমায় লওয়া যাইবেক না। কিন্তু জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের এবং আর যে কোন আইনমতে আসল ও নকল কাগজপত্র ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার হুকুম আছে সে সকল আইন এমত সকল মোকদ্দমায় চলিবেক ইতি।

. বিচারকালে .যুত কাগজ ছাড়া অন্য রসুম না লাগিবার কথা।

১৯ ধারা।

জানিবেন যে উপরের ধারাসকলের লিখিত যে যে হুকুম সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের প্রতি মালগুজারীর বাকী উসুলের ভারার্পণের নিদর্শনে আছে সেইং হুকুম যাবদীয় অযোগ্য অধিকারির অধিকারের ও সাধারণ অধিকারভূমিসকলের সরবরাহকারদিগের সরবরাহকারীতে এবং কালেক্টর সাহেবদিগের কর্তৃত্বে ও সরকারী অন্য যে আমলারা কোন অধিকারের সরকারী জমা ধার্য্যের নিমিত্তে কিম্বা বিষয়ান্তরজন্যে অথবা ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সহিত বন্দোবস্ত না হওনপ্রযুক্ত খাস তহসীলে আসিয়া থাকা কোন ভূমির তহসীলের নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের কর্ম্মকারিত্বেও চলিবেক। আর এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে যে শক্তি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের চাকরেরা পাইয়াছে সে শক্তি এমত সরবরাহকারদিগের এবং কালেক্টরসাহেবদিগের ও সরকারী অন্য আমলাদিগের নিযুক্তকরা গোমাস্তাপ্রভৃতিতেও পাইতে পারিবেক যদি তাহারদিগের মনিবেরা সে শক্তি তাহারদিগেরে দেয় ইতি।

উপরের ধারাসকলের লিখিত ভারার্পণযুত হুকুম সরবরাহকার ও কালেকটরসাহেবপ্রভৃতিকে বর্ত্তিবার এবং সময়বিশেষে সে ভার তাহারদিগের নিযুক্তকরা আমলারাও পাইবার কথা।

২০ ধারা।

জানিবেন যে উপরের ধারাসকলের লিখনানুসারে যে ক্ষমতা জিলাসকলের জজসাহেবদিগকে দেওয়া গিয়াছে ও যে সকল কর্ম্ম তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য হইয়াছে সেই সকল ক্ষমতা শহর জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদের জজসাহেবদিগকেও অর্পিত হইয়াছে ও সেই সকল কর্ম্মও তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য হইবেক। এবং ঐ সকল ধারার লিখিত অপর যত হুকুম ঐ সকল শহরে চলিতে পারে তাহাই চলিবেক। বুঝিবেন যে এ আইনের ১৫ ধারার উল্লিখিত সমস্ত হুকুম সদর ও মফঃসলের নানাবিধ আমলার উপর এবং এ দেশীয় লোক ভূম্যধিকারী ও ইজারদারের প্রতি এবং যে গোমাস্তাপ্রভৃতি আপনং মনিবের পক্ষে অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমির সরবরাহ অথবা মালগুজারী উসুল তহসীল করে তাহারদিগের প্রতিও বর্ত্তিবেক। তাহাতে যদি কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার আপনার কোন চাকরের স্থানে তাহার হস্তে কর্ম্মথাকনের কালের নগদ

উপরের লিখিত হুকুম এ ধারার প্রস্তাবিত শহরসকলের জজসাহেবদিগের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

এ আইনের ১৫ ধারার হুকুম ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির ও তাহারদিগের গোমাস্তাদিগের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

কিম্বা

কিম্বা অন্য বিষয়ের নিকাশ অথবা অপর যে দাওয়া থাকে তাহা সে পদস্থ থাকিতে কি অপদস্থ হইলেইবা চাহিলে না দেয় তবে তৎকালে এ আইনের ১৫ ধারার লিখিত যে হুকুম বাকী উসুলের কারণ বাকীদারদিগকে আটক ও কয়েদ করাইবার অর্থে চলে সে হুকুম সে চাকরের প্রতিও চলিবেক। ও জিলা এবং শহরসকলের জজসাহেবেরা ও কমিস্যনরেরা যেরূপে বাকীদারদিগের স্থানে বাকী উসুলের কারণ ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের সহায়তা করেন সেইরূপ এমত বিষয়েও সহকার থাকিবেন ইতি।

২১ ধারা।

ভূম্যধিকারিগণের এ আইনমতে শক্তি পাওন হেতুক নিজাধিকারের মালগুজারী সময় শিরে করা উচিতের কথা।

উপরের লিখিত দাঁড়ার প্রসাদাৎ সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা মালগুজারী উসুল তহসীল আনায়াসে ও অব্যাজে করিতে পারিবেক অতএব তাহারদিগের উচিত যে সরকারী মালগুজারী সময়শিরে দেয়। এদেশের আদি দাঁড়া ছিল যে ভূম্যধিকারিগণের শিরে মালগুজারীর বাকী পড়িলে তাহা উসুলের কারণ তাহারদিগেরে কয়েদ ও শক্তাই করা যাইত সে দাঁড়া উঠাইবার বিবেচনা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে হইয়া তাহা উঠাইবার হেতু ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের হেতুবাদে লেখা গিয়াছে। এবং অনুমান করা গিয়াছিল যে তাহারদিগের অধিকারের মোকররী জমা চিরকাল স্থিরতর থাকিবার ও তাহারদিগের অধিকারের পত্তনবৃদ্ধি হইলে সে কারণেও মোকররী জমাঅপেক্ষা কিছু বেশী মালগুজারী না লওয়া যাইবার নিমিত্তে তাহারাও সরকারী মালগুজারী সময়শিরে দিবেক ও সে জন্যে আবশ্যক কোন২ সময়ব্যতীত শক্তাই হইবার তাৎপর্য্য তাদৃশ থাকিবেক না। কিন্তু ইহাতে ভারী২ জমীদার অনেকেই আপনারদিগের শিরের মালগুজারী না দিয়া ঐ অনুমানকে উড়াইয়া দিয়াছে এবং পূর্ব্বে ভূম্যধিকারিগণের অধিকারের মফঃসল বুঝাপড়া করিবার যে দাঁড়া ছিল তাহা না থাকনহেতুক সরকারী আমলারা অধিকারিগণের অধিকারের স্থিত ও উৎপন্ন অজ্ঞাত হইয়াছে ইহাতেই অধিকারিগণ আপনারদিগের মহৎ উপকার বোধ করিয়া নিজাধিকারের অংশ কিসমৎ নীলাম করাইবার প্রার্থনা রাখিত তাহার আশয় এই যে সে কিস্মতের জমা কম করিয়া লিখিয়া দিয়া তাহা বিনামে নিজে খরীদ করিবেক অথবা সে কিস্মতের জমা বেশী করিয়া লিখিয়া দিয়া বাকী কিস্মতের জমা কমাইয়া আপন কোলে রাখিবেক।

মোকররী জমার ধার্য্য পড়িবার দ্বারা যে ফলোদয়ের অনুমান ছিল তাহা ভূম্যধিকারিগণ উড়াইবার কথা।

নীচের হুকুমের আশয়ের কথা।

এই সকল বিরুদ্ধ গতিক দূরের কারণ এবং বৎসরের মধ্যে বারে২ অধিকার নীলাম হইলে অত্যন্ত লটখটী ঘটে তাহা না হইয়া সরকারী মালগুজারী সময়শিরে উসুল হইবার নিমিত্তে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল। আর অধিকারভূমিসকলের মূল্য অধিক ও ভূম্যধিকারিগণের হিত যথাসাধ্য হইবার নিমিত্তে এখনো শ্রীযুত বৈস প্রেসিডেন্টসাহেবের হজুর কৌন্সেলের এমত বাঞ্ছা যে উত্তরকালে ভূম্যধিকারিগণের অধিকারের সরকারী মালগুজারীর হদ্দোধ তাহারদিগের অধিকার

ভূমিই

ভূমিই থাকে ও সে মালগুজারীর জন্যে তাহারদিগেরে আবশ্যক কোনং সময়ব্যতী ত কয়েদ ও শক্তাই করিবার তাৎপর্য্য না থাকে অতএব ঐ পদ্যকে সাব্যস্থ রাখা গেল না কেননা এমত ভরসা হইল যে ঐ পদ্য স্থির না থাকিলেও তাহারদের অধিকারের মোকররী জমা সময়শিরে উসল হইতে পারিবেক ইতি।

প্রাচীন পদ্য সাব্যস্থ না করিবার হেতুর কথা।

২২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারানুসারে সদরের মালগুজার ভূম্যধি কারিগণ ও ইজারদারদিগকে হুকুম আছে যে তাহারা আপনং মালগুজারীর প্রতি মাসের কিস্তির টাকা কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে অথবা তাহা উসুলের কারণ নিযুক্তহওয়া তহসীলদারপ্রভৃতির স্থানে আগামি মাসের প্রথম দিবসে কি তৎ পূর্ব্বেইবা কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা তহসীলদারপ্রভৃতির তলবের অপেক্ষা না করিয়া দাখিল করে। এবং ঐ ৩ আইনের ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে হুকুম আছে যে যদি ভূম্যধিকারিগণ কোন মাসের কিস্তি আগামি মাসের ১৫ পনেরই তারিখের পূর্ব্বে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারামতে পাঠান্ তলবচিঠী পাইয়া তাহার লিখিত মিয়াদের মধ্যে না দেয় তবে সে বাকীর পরি মাণের উপর মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদ দিবার দায় তাহারদিগের শিরে পড়িবেক এবং সে বাকীর সমাচার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের গোচর হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারদিগের অধিকার মালগুজারীর বাকী উসুলের সংক্রান্ত দাঁড়ামতে নীলামে বিক্রয়ের যোগ্যও ঠাহরিবেক। এইক্ষণে জানিবেন যে এ ধারাক্রমে ঐ ৩ আইনের ৪।৫।৬। ৭।৯।১০ ধারা রদ হইয়া এই কএক ধারার বদলে নীচের লিখিত হুকুম ধার্য্য হইল ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের হুকুম পুনঃকথনের কথা।

এই ধারার প্রস্তাবিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের কএক ধারা রদ হইবার কথা।

২৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের স্থানে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারাক্রমে তাহার কোন কিস্তির সকল টাকা কিম্বা কিছু আগামি মাসের প্রথম দিনপর্য্যন্ত উসুল না হইয়া বাকী পড়ে তবে ইঙ্গ রেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৭ ধারার হুকুমমতে সেই বাকী টাকা ও তাহার সুদ যে তারিখে সে টাকা দেওয়া সঙ্গত ছিল সেই তারিখহইতে তাহা শোধ পা ইবার তারিখপর্য্যন্ত মাসে শতকরা এক টাকার হারে ধরিয়া দিতে হইবেক ও সে হুকুমের বিশেষ এই হইবেক যে কালেক্টরসাহেব সেই প্রণালীপূর্ব্বক সুদ লইতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমের অপেক্ষা না করিয়া এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরাও সে সুদ লইতে পারিবার অনুমতি হুজুর কৌন্সেলহইতে গ্রহণের অপেক্ষা না রা খিয়া মালের সংক্রান্ত অপর বিষয়ের পাওনা তহসীল উসুল করিবার মতে সে বাকী টাকা তলব ও উসুল করিবেন ও করাইবেন। কিন্তু যদি কোন সময়ে কালেক্ টরসাহেব

ভূম্যধিকারিগণ ও ই জারদারেরা মালগুজা রীর বাকীর উপর সুদ দি বার কথা।

ঐ হুকুমের বিশেষ কথা।

ক্টরসাহেব বাকীদারকে সে সুদ মর্য্যাদাকরা কর্ত্তব্য জানেন তবে সে সময়ে তাহার কৈফিয়ৎ ঐ বোর্ডে পাঠাইয়া তথাকার হুকুমমতে কার্য্য করিবেন।

বাকী পড়িলে তৎকালে দাওয়া করিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২ ধারাক্রমে কিস্তির বাকী কিছু টাকা যে মাসে তাহা দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল তাহার পর মাসের প্রথম দিনপর্য্যন্ত না মিলে তবে কালেক্টরসাহেব কিম্বা তহসীলদার অথবা তহসীলের সংক্রান্ত অন্য যে আমলার নিকটে সে মালগুজারী দাখিল হইত তাঁহার কর্ত্তব্য যে ঐ ১৪ আইনের ৩ ধারানুসারে সেই বাকী টাকা মাসে শতকরা একটাকার হারে সুদসমেত তলব করেন। ও তলবমতে যদি তাহা না দেয় কিম্বা তাহা দিবার অর্থে কালেক্টরসাহেবের প্রবোধ জন্মিবার যোগ্য একরার না করে তবে সে সাহেব তৎক্ষণাৎ সে বাকীদারের অধিকার সমুদয় কিম্বা তন্মধ্যের যত ভূমি বিক্রয়েতে সেই তলবী টাকা সুদসমেত শোধ পড়িতে পারে তত ভূমি ঐ ১৪ আইনের ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ ধারাদৃষ্টে ক্রোক্ করিবেন। ও সে বাকীদার ইজারদার হইলে তাহার ইজারার ভূমি ক্রোক্ ও তাহাকেও কয়েদ রাখিবেন। এবং সে মালজামিন দিয়া থাকিলে সে জামিনদারের সম্পত্তিও ক্রোক্ করিবেন। ও জানিবেন যে ঐ ১৪ আইনের ৪ ধারায় যে যে হুকুম ছিল তাহার মধ্যে ভূম্যধিকারিগণের সম্পর্কীয় হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার অনুসারে রদ হইয়াছে এ ধারাক্রমে তাহার অবশিষ্ট হুকুম সমস্তই রদ হইল। কিন্তু তহসীলদারপ্রভৃতি তহসীলের সংক্রান্ত আমলারা ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের স্থানে বাকী তলব কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্যমতে করিবার ও নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার বাকী না দিলে তাহার বেওরা তহসীলদার প্রভৃতিতে লিখিয়া অব্যাজে কালেক্টরসাহেবের সমীপে পাঠাইবার অর্থে যে হুকুম ঐ ৩ আইনের ১৩ ধারায় লেখা আছে তাহা রদ হইল এমত না বুঝিবেন। তাহাতে যদি সে বাকীর দায়ী ইজারদার হয় ও সে মালজামিন দিয়া থাকে ও সে ইজারদার পালাইয়াও যাইবেক না এমত অনুমান কালেক্টরসাহেবের হয় তবে বাকীর দায়ি ইজারদার ও তাহার মালজামিনকে কয়েদ করিবার অর্থে যে হুকুম ঐ ১৪ আইনের ৫ ধারায় লেখা আছে সে হুকুম যাবৎ সেই বাকীর তলব সেই বাকীর দায়ির উপর ঐ ১৪ আইনের ৩ ধারাক্রমে না করা যায় তাবৎ এমত ইজারদার ও তাহার মালজামিনের উপর জারী করিবেন না। কিন্তু যদি সে বাকীর দায়ি ইজারদারের কিম্বা তাহার মালজামিনের পলাইবার ভাব বুঝা যায় তবে তৎকালে ঐ ১৪ আইনের ৩ ধারার হুকুমমতে চলিবার অপেক্ষা না করিয়া অবিলম্বে ঐ ১৪ আইনের ৫ ধারার হুকুম সেই ইজারদার কিম্বা তাহার মালজামিনের উপর চালাইবেন। ইহাতে যদি তহসীলদার কিম্বা তহসীলের সংক্রান্ত অন্য আমলা বুঝে যে বাকীর দায়ী যে কোন ইজারদারের মালগুজারী তাহার নিকটে দাখিল হয় সে ব্যক্তি পলায়নোম্মুখ হইয়াছে ও সে সংবাদ ঐ ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ১৩ ধারাক্রমে কালেক্টরসাহেবের স্থানে পঁহুছাইবার অবকাশ না থাকে তবে সাধ্য

তলবমতে বাকী উসুল না হইলে কিম্বা তাহার বোধ না পাইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ভূম্যধিকারির অধিকার ক্রোক্ হইবার কথা।

ইজারদারের ইজারার ভূমি ক্রোক্ এবং ইজারদার ও তাহার মালজামিন কয়েদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৪ ধারা রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৩ ধারার হুকুম রদ না হইবার কথা।

ইজারদার কিম্বা তাহার মালজামিন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারাক্রমে বাকী তলব না হইতেও আটক হইতে পারিবার সময়ের কথা।

রাখে

রাখে যে কালেক্টরসাহেবের হুকুমের অপেক্ষা না করিয়া সেই বাকীদার কিম্বা তা হার মালজামিনকে আটকাইবার কারণ তাহার নামে দস্তক আপন মোহর ও দস্ত খতে লিখিয়া ঐ ১৪ আইনের ৫ ধারানুসারে জারী করিয়া তাহাকে ধরিয়া তাহার উপর আইনমতে যে কর্ত্তব্য করিবার নিমিত্তে অব্যাজে কালেক্টরসাহেবের স্থানে চালান করে। তাহাতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে সে বাকীর দায়ী তাঁহার সমীপে পঁহুছিয়া সে বাকী শোধ দিবার কিছু আকার দেখাইতে পারিলে তাহাকে হঠাৎ ঐ ১৪ আইনের ৫ ধারাক্রমে দেওয়ানী আদালতের জেহল খানায় দাখিল না করিয়া দশ দিনের অধিক না হয় এমত মিয়াদে পিয়াদার হাও য়ালে রাখিতে পারিবেন। আর যদি ঐ ১০ দিন মিয়াদের মধ্যে আপন শিরের বাকী শোধ না দেয় কিম্বা কালেক্টরসাহেবের তাহাকে খালাসী দিতে পারিবার প্রবোধ না জন্মায় তবে তাহাকে দেওয়ানী আদালতে চালান্ করিবেন ও তথা কার জেহল খানায় সে আসামী ঐ ১৪ আইনের ৫ ধারানুসারে কয়েদ হইবেক। জানিবেন যে ঐ ১৪ আইনের ৫ ধারার যে যে হুকুম ফেরফার হইয়া সাব্যস্থ হ ইল তাহা ঐ ৫ ধাধার লিখিত সমস্ত মোকদ্দমায় এবং এ আইনের প্রস্তাবিত স মস্ত মোকদ্দমায় ও এতদতিরিক্ত যে সকল মোকদ্দমায় চলিবার অর্থে অন্যং আইন হয় তাহাতেও খাটিবেক। কিন্তু যদি কালেক্টরসাহেব এমত কোন বাকীদারের বাকী উসুলের কিছু আকার না দেখেন্ কিম্বা অপর কোন হেতুক তাহাকে কয়েদ করাইতে বিলম্ব করা অনুচিত জানেন তবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি ঐ ৫ ধারার লিখিত প্রকৃত হুকুমের মতাচরণ করিতে নিষেধ নাই বুঝিবেন।

> কালেক্টরসাহেবেরা ইজারদার ও তাহারদি গের মালজামিনদিগকে কয়েদ না করাইয়া যত দিন পিয়াদার হাওয়া লে রাখিতে পারেন্ তা হার কথা।

> মধ্যের লিখিত বেও রাক্রমের সকল মোকদ্দ মায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সা লের ১৪ আইনের ৫ ধা রার হুকুম চলিবার ক থা।

> কালেক্টরসাহেবেরা নিষিদ্ধ হুকুমের অন্যথা চরিতে পারিবার সম য়ের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের লিখনানুসারে কোন ভূম্যধিকারির অধি কার কিম্বা ইজারদারের ইজারার ভূমি ক্রোক হইলে পর যদি সে বাকী টাকা ও সে ভূমি ক্রোক হইলে পর আর যে বাকী পড়ে তাহাসুদ্ধা মোটহওয়া বাকী এবং সে মোটের উপর মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদ ও ক্রোক ইস্তক যত খরচা হ য় তাহা সমস্ত তথাকার চলন সেই সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী গত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে সেই ভূমির উপস্বত্বেতে কিম্বা সেই অধিকারী অথবা ইজা রদারের দ্বারা প্রকারান্তরে উসুল হয় তবে তৎকালে সে ক্রোক বরখাস্ত হইবেক। ও সেই অধিকারিপ্রভৃতির স্থানে সে ভূমির ক্রোকী আমলের নিকাশ প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝাইয়া দিতে হইবেক। ও ক্রোককালীন যত টাকা উসুল হইবে তা হার মধ্যে তৎকালের ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৬ ধারার লিখনানুসারে ধার্য্যহওয়া তহসীলের আমলার খরচবাদে যে বাকী রহে তাহা সমেত সুদ সেই বাকীর হিসাবে মজুরা পড়িবেক। ও তাহাতে ঐ ৬ ধারার হুকুম সমস্তই সা ব্যস্থ রহিবেক ও ক্রোকী আমীনেও ভূম্যধিকারিগণ ও প্রজাদি মালগুজারেরদের আ পোসে হওয়া করারদাদদৃষ্টে মালগুজারীর তহসীল উসুল করিবেক। কিন্তু যদি এ মত বোধ হয় যে সেই বাকীদার যে ভূমি ক্রোক হইবার উপক্রম দেখিয়া সরকারী মালওয়াজিবীর তহসীলে ভণ্ডুল পাড়িবার আশয়ে দিন থাকিতে গণতাক্রমে সেই

> উপরের দাঁড়াক্রমে ভূমি ক্রোক হইলে পর যে সময়ে খালাস হইতে পারিবেক তাহার কথা।

> ক্রোকীকালের তহসী লদিগরের নিকাশ দিতে হইবার কথা।

> ক্রোকের কালের উসু লহওয়া টাকা যেমতে মজুরা পড়িবেক তাহার কথা।

> ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সা লের ১৪ আইনের ৬ ধারার হুকুম গণতার লিখনাদিছাড়া যাবদীয়

করারদাদ

বিষয়ে সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

করারদাদ ফেরফার করিয়াছে তবে সে করারদাদের অনুসারে তহসীল না করিয়া সেই পরগণার শরে অর্থাৎ দাঁড়ামতে তহসীল সেই রূপে করিবেক যে রূপে বাকীদারের সহিত প্রজাদির আপোসে কোন করারদাদ না হইয়া থাকিলে করিতে হইত। এতদ্ভিন্ন বুঝিবেন যে এ আইন জারী হইলে পর যে কোন ভূমি ক্রোক হয় তাহার মালগুজারেরা হালভস্তিতের আপত্তি করিলে তাহা শুনা যাইবেক না এবং ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে হুকুম আছে যে তাহারা কোন প্রজা কিম্বা অপর যোতদারের স্থানে কিস্তিবন্দীর কিম্বা অন্য লিখনপঠনের অথবা যে খানকার যে দাঁড়া সেইমতে খাজনা তলবের নির্ণীত সময়ের পূর্ব্বে কাহার স্থানে কিছু মালগুজারী তলব না করে ও না লয় এবং প্রজাদিকেও সেমতে মালগুজারী দিতে বারণ আছে। ইহাতে যদি প্রজাদির কেহ পশ্চাৎ এই নিষেধের অন্যথায় নির্ণীত সময়ের পূর্ব্বে কিছু মালগুজারী কাহাকেও দেয় ও পশ্চাৎ সে ভূমি সরকারে ক্রোক হয় কিম্বা ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার ক্রোক করে তবে সেই পূর্ব্বে দেওয়া মালগুজারীর দাখিলা সরকারের তরফ ক্রোকী আমলা কিম্বা ক্রোক করণিয়া ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার যাহার নিকটে দর্শাইবেক তাহার নিকটেই সে দাখিলা প্রকৃত কি অপ্রকৃতইবা হউক কদাচ মঞ্জুর হইবেক না। আর যদি কোন মালগুজার কোন ভূমি ক্রোক হইবার যে ইশ্‌তিহার স্থানেং দিবার হুকুম আছে তাহা দেওয়া গেলে পর ও সে ভূমির ক্রোক বরখাস্ত হইবার ইশতিহার দিবার পূর্ব্বে কিছু মালগুজারী কাহাকেও দেয় তবে তাহাও মজুরা পাইবে না। কিন্তু যদি বিশিষ্টরূপে এমত বুঝাইতে পারে যে সেই ইশ্‌তিহার হইবার সমাচার সে জ্ঞাত ছিল না তবে সেই পূর্ব্বে দেওয়া মালগুজারী মিনাহ্ পাইবেক। কিন্তু বাকীদার যত টাকা মালগুজারের স্থানে হালভস্তিতক্রমে আগামি কি ভূমি ক্রোক হইলে পরেইবা লইয়া থাকে তাহা সে মালগুজারদিগকে মজুরা দিতে হইবেক না এমত বোধ কদাচ করিবেক না। জানিবেন যে উপরের লিখিত হুকুম কেবল ক্রোক করণিয়ার স্বত্বসাব্যস্থের কারণেই হইল।

হালভস্তিত না হইতে পারিবার উপায়ের কথা।

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে হালভস্তিত করিলে ও প্রজাদিতে তাহা দিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

ভূমি ক্রোক হইলে পর কেহ কাহাকেও মালগুজারী দিলে তাহা মজুরা না পাইবার কথা।

ঐ হুকুমের বিশেষ কথা।

ঐ হুকুমের বিশেষের উপর প্রভেদ কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কোন ভূমি ক্রোক হইলে তৎকালে যাহারা তথাকার গ্রাম কর্ম্মচারী দশসনী বন্দোবস্তের মূল হুকুমের ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারার হুকুমের অনুসারে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের উচিত যে যে হিসাবকিতাব তাহারদিগের রাখিবার অর্থে হুকুম আছে সে হিসাব কালেকটরসাহেবদিগের সমীপে কিম্বা তাহারদিগের পক্ষহইতে নিযুক্তহওয়া আমীনপ্রভৃতির নিকটে যোগাইয়া দেয়। আর এধারাক্রমে কালেকটরসাহেবদিগকে হুকুম আছে যে তাঁহারদিগের যাহার যে ব্যাপ্য সীমানার মধ্যে সর্ব্বত্র ঐ ৬২ ধারাক্রমে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে কি না ইহার তহকীক অবিলম্বে করেন্। ও যথায় নিযুক্ত না হইয়া থাকে তথায় তৎক্ষণাৎ নিযুক্ত করান্ এবং ভূম্যধিকারিগণকে ঐ আইনের হুকুমের মতে চলান্। ও তাহারা যদি সে হুকুমের মতে না চলে তবে ঐ ৬২ ধারার ১ প্রকরণের লিখনানুসারে দণ্ড্য হইবেক ও সে দণ্ড লইবার আবশ্যক হইলে

কোন ভূমি ক্রোক হইলে তাহার কাগজপত্র দেওয়া কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য হইবার কথা।

কালেকটরসাহেবেরা কর্ম্মচারিগণকে নিযুক্ত করাইবার চেষ্টা পাইবার কথা।

নিজাধিকারের কর্ম্ম চালানিয়া ক্ষুদ্র২ ভূম্যধি

ঐ

ঐ প্রকরণানুসারেই লইবেন। আর এ ধারাক্রমে স্পষ্ট জানান যাইতেছে যে ক্ষুদ্র যে সকল ভূম্যধিকারী নিজে আপনং অধিকারের ব্যাপার করে ও কর্ম্মচারির মাহিয়ানা দিতে না পারে তাহারদিগের প্রতি হুকুম নাই যে ঐ ৬২ ধারার লিখনানুসারে কর্ম্ম চালাইবার কারণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে কিন্তু এমত গতিকে সে ভূম্যধিকারিগণের কর্ত্তব্য যে তলবমতে কাগজপত্রের যোগান্ যে রূপে কর্ম্মচারিরা দিত সেরূপে তাহারাও যোগায়। এবং এ আইনমতে যে ভূম্যধিকারির অধিকার কিম্বা ইজারদারের ইজারার ভূমি ক্রোক হয় তাহারদিগের উচিত হইবেক যে তাহারদিগের নিকটে সন হাল কিম্বা গুজস্তা ও পয়ন্তার যে জমা ওয়াসিল বাকী কাগজ থাকে তাহা এবং তাহারদিগের গোমাস্তাপ্রভৃতি তহসীলের সংক্রান্ত নানাপ্রকার আমলাদিগেরেও কালেকটরসাহেবদিগের স্থানে কিম্বা আমীনপ্রভৃতি যে কেহ সে সাহেবের প্রস্থে নিযুক্ত হয় তাহার নিকটে দাখিল করে ও রুজু রাখে। ও তদর্থে কালেকটরসাহেবদিগের মোহর ও দস্তখতী পরওয়ানা পাইয়া যদি কোন ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার কোন কাগজপত্রাদি যোগাইতে না চাহে কিম্বা সে পরওয়ানা না মানে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবদিগের হকীকৎদৃষ্টে সে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া সেই ত্রুটিকারকের যত দণ্ডকরণ বিহিত জানেন্ তাহা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলের সম্মতি ও মঞ্জুরীক্রমে করিতে হুকুম দিবেন। এবং ঐ হজুর কৌন্সেলের বিশেষ কর্ত্তৃত্ব আছে যে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির যে কেহ তলববাকী কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে না চাহে তাহাকে কয়েদ করিবারো হুকুম দেন্।

কারিগণের ঐ ৬২ ধারাক্রমে কর্ম্মচারী না রাখিবার কথা।

যে ভূমি ক্রোক হয় তাহার কাগজপত্র ও আমলাদিগেরে তথাকার অধিকারী কিম্বা ইজারদার কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতির স্থানে দাখিল ও রুজু করিবার ও তাহা না করিলে দণ্ড্য হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— যদি কোন ভূম্যধিকারির শিরের মালগুজারীর কিছু টাকা সালআখিরীতে বাকী পড়ে তবে সে সন গতে কালেক্টরসাহেব অবিলম্বে সেই বাকীর পরিমাণ লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন ও তাহার সঙ্গে নীলাম হইবার সময়াবধির সুদসমেত সেই বাকী টাকার শোধ সে অধিকারের যত ভূমি নীলামের মুখে মিলিতে পারে তত ভূমি নীলামের কারণ তাহার ফিরিস্তিও পাঠাইয়া দিবেন তদ্দৃষ্টে সে ভূমি বাকীটাকা উসুলের নিমিত্তে ভূমি নীলামের নিরূপিত দাঁড়ামতে নীলামে বিক্রয় হইবেক। তাহাতে যদি সে ভূমি নীলামের মুখে সেই তলবী টাকা সমুদয় শোধ না পড়ে তবে তাহার অবশিষ্ট বাকী সে অধিকারির অবশেষ সম্পত্তি নীলামের দ্বারা কিম্বা তাহাকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারাক্রমে কয়েদ করিয়া উসুল করিতে হইবেক।

সনআখিরীতকের বাকীর সংখ্যা লিখিয়া তাহা উসুলের যোগ্য ভূমি নীলামের কারণ সমেত ফিরিস্তি বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবার কথা।

ভূমি নীলামের মুখে বাকী শোধ না পড়িলে বাকীদারের অবশেষ সম্পত্তি বিক্রয় হইবার কিম্বা সে কয়েদ হইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি কোন ইজারদারের শিরের মালগুজারীর কিছু টাকা সালআখিরীতে বাকী পড়ে তবে সে সন গতে যত শীঘ্র হইতে পারে সেই ইজারদারের কি তাহার মালজামিনের নিজাধিকারভূম্যাদি যে সম্পত্তি থাকে তাহাই সেমত বস্তু নীলামের দাঁড়াক্রমে নীলামে বিক্রয় হইবেক। এতদ্ভিন্ন হজুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্ব আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২৩ ধারাক্রমে ইজারার মিয়াদ গত না হইতে

ইজারার ভূমির সন আখিরীতকের বাকী ইজারদারের ও তাহার মালজামিনের সম্পত্তি নীলামের মুখে উসুল হইবার কথা।

ইজারা পাট্টা বাজে য়াপ্ত হইতে পারিবার কথা।

বাকীর দায়ী ইজারদার সরকারী বাকী শোধের পর আপন পাওনা বাকীর কারণ আসামীদিগের নামে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২৪ ধারার হুকুম মালজামিনদিগের নিজাধিকারভূমি ক্রোকের অর্থে চলিবার কথা।

হইতে সে বাকীর দায়ী ইজারদারের ইজারার পাট্টা সন আইন্দার শুরুতে অর্থাৎ আগামি বৎসর প্রবর্ত্তে বাজেয়াপ্ত করেন্ কিম্বা ইজারার মিয়াদ গত হইবাপর্য্যন্ত সে ইজারদার ও তাহার মালজামিনের মারফতে মাফিক একরার সরবরাহ লইবেন। তাহাতে যদি হজুর কৌন্সেলে সে পাট্টা বাজেয়াপ্ত হয় তবে সে ইজারদারের সাধ্য আছে যে সরকারী বাকী শোধ হইলে পর তাহার ইজারা আমলের যে বাকী পাওনা মফঃসলী তালুকদার ও কট্‌কিনাদার ও প্রজাইত্যাদিদিগের স্থানে থাকে তাহা উসুলের কারণ তাহারদিগের নামে উপরের ধারার শেষভাগের লিখনানুসারে নালিশ করিতে পারে। ইহাতে জানিবেন যে এ ধারাক্রমে ঐ উপরের ধারার অগ্র ভাগের হুকুম রদ হইল। জানিবেন যে এ আইনমতে বাকীর দায়ী কোন ইজারদার কিম্বা মালজামিন দিয়া থাকে এমত কোন ভূম্যধিকারী বাকীর দায়ে কয়েদ হইলে অথবা তাহার ইজারা কিম্বা অধিকারভূমি ক্রোক করা গেলে তৎকালে বাকীদারদিগের মালজামিনদিগের নিজাধিকারভূমি ক্রোক ও নীলাম হইবার অর্থে যে হুকুম ঐ ১৪ আইনের ২৪ ধারায় আছে তাহাই সাব্যস্থ থাকিবেক কিন্তু ভূমি ক্রোক ও নীলামের সংক্রান্ত হুকুমের ফেরফার যে রূপে এ আইনমতে হইয়াছে সেই রূপ বলবৎ রহিবেক। এবং এইক্ষণে সেই হুকুম এই ধারাক্রমে কয়েদহওয়া বাকীর দায়ী ইজাদারদিগের নিজাধিকারভূমি ক্রোক্ ও নীলাম হইবার প্রতিও চলিবেক ও সে বাকী শোধ দিলে তৎক্ষণাৎ তাহার নিজাধিকারভূমি তদনুসারে খালাস হইবেক যদনুসারে বাকী শোধ পড়িবার দ্বারা ইজারদারের নিজাধিকারভূমির ক্রোক খালাসীর হুকুম আছে।

ঐ হুকুম ইজারদারদিগের নিজাধিকারভূমি ক্রোকের প্রতি চলিবার অর্থে বাহুল্য হইবার কথা।

ঐ ভূমি খালাসের মতের কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের পাওয়া শক্তি না চালাইতে পারিবার সময়ের কথা।

যে হকীকৎ বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইতে হইবেক তাহার কথা।

সমেত সুদ কিস্তির বাকী টাকা তলবের শৈথিল্য করিতে ঐ বোর্ডের হুকুম হইবার কথা।

হজুরের বিনাঅনুমতিতে মোকররী জমার কিছু ছাড়া না যাইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের অনুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সে ক্ষমতা কোন মালগুজারের শৈথিল্য কিম্বা নষ্টামীছাড়া শুকা ও হাজাআদি আকাশী উৎপাতে বাকী পড়িলে তাহাতে চালাইতে পারিবার ও না পারিবার অনুমতিও ঐ ১৪ আইনের ৮ ধারাক্রমে দেওয়া গিয়াছে। এইক্ষণে এ আইনের মতে যে ভারার্পণ তাঁহারদিগেরে হইতেছে তাহাতেও সেই ক্ষমতা চালাইবেন কিন্তু শুকা ও হাজাআদি আকাশী উৎপাতে বাকী পড়িলে সে গতিকে সেই ক্ষমতা চালাইতে পারিবার অনুমতিক্রমে না চলিবেন। ও তৎকালে সে বাকীদারের উপর কোন হুকুম না চালাইবার হেতুর বেওরা হকীকৎ করিয়া অব্যাজে বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইয়া তথাকার হুকুমের অপেক্ষায় থাকিবেন। ও এমত গতিকে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কিস্তির বাকী সে টাকা ও তাহার যথার্থ সুদ তলবের শৈথিল্যের হুকুম দিতে পারেন্। কিন্তু তাহার মোকররী জমার মধ্যে কিছু ছাড়িবার হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ আইনের ৪৩ ধারার লিখনানুসারে হজুর কৌন্সেলের অনুমতি না লইয়া দিতে পারেন্ না।

হজুর কৌন্সেলে কোন সন আখিরী না হইতে

৮ অষ্টম প্রকরণ।—জানিবেন যে যথাকার যে চলন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী কোন সনের মধ্যে তথাকার কোন বাকীদারের অধিকারভূমি কিম্বা

অপর

অপর সম্পত্তি মালগুজারীর বাকী উসুলের কারণ নীলাম করাণ বিহিত বোধ হজুর কৌন্সেলে হইলে তাহা নীলামে করাইতে এ আইনমতে নিষেধ নাই ইতি।

ভূম্যাদি সম্পত্তি নীলাম করাইতে পারিবার কথা।

২৪ ধারা।

জানিবেন যে বাকীদার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা ও তাহারদিগের মাল জামিনেরা তাহারদিগের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনমতে হওয়া হুকুমের উপর জোর ও চৈঁটামি করিলে তাহাতে ঐ আইনের ইস্তক ১৫ লাগাইৎ ২১ ধারার লিখনানুসারে যে উপায় খাটে সে উপায় এ আইনের উপরের ধারাসকলের লিখনানুসারে তাহারদিগের প্রতি হওয়া হুকুমের উপর তাহারা জোর ও চৈঁটামি করিলে তাহাতেও খাটিবেক কিন্তু ঐ ১৪ আইনের ১৬ ষোড়শ ও ১৯ উনবিংশতি ও ২১ একবিংশতি ধারার লিখনানুসারে সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার মোকদ্দমার যে ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতসকলে হইত তাহাই চূড়ান্ত হইবার হুকুম ছিল পশ্চাৎ তাহার পরিবর্ত্তে সদর দেওয়ানী আদালতের ভারলাঘবী ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৫ আইনের ২ ধারাক্রমে হুকুম হইয়াছে যে সিক্কা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অনূর্দ্ধ মোকদ্দমার যে ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতসকলে হয় তাহাই চূড়ান্তের তরে পাইবেক। অতএব এ আইনের অনুসারেও সিক্কা পাঁচ হাজার টাকার অনূর্দ্ধ মোকদ্দমাসকলের উপর যে ডিক্রী মফঃসল আপীল আদলতসকলে হইবেক তাহাতে ঐ ৫ আইনের লিখিত হুকুম বলবৎ রহিবেক। ও জানিবেন যে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইবার ভারলাঘবী ঐ ৫ আইন জারীর পূর্ব্বে যে কোন আইনমতে যে যে সংখ্যার মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইত সেই২ মোকদ্দমার আপীল এখন ঐ ৫ আইনের নিরূপিত সংখ্যানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক ইতি।

এ আইনমতে হওয়া জোরের মোকদ্দমা সকলের উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের লেখা উপায় খাটিবার কথা।

এ আইনমতে হওয়া জোরের মোকদ্দমাসকলের আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৫ আইনের লিখিত সংখ্যাদৃষ্টে হইবার কথা।

২৫ ধারা।

যদি কখন কোন অধিকারভূমি এ আইনমতে কোন কালেক্টরসাহেবের কিম্বা সরকারী অন্য কোন আমলার ক্রোকে অথবা কোন আইনক্রমে সরকারের খাস তহসীলে আইসে কিম্বা প্রকারান্তরে সরকারী আমলার হাতে এরূপে থাকে যে তাহার মালগুজারী যোতদারআদি প্রজা অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা কটকিনাদারপ্রভৃতি মালগুজারদিগের স্থানে উসুল তহসীল করিতে হয় তবে এ আইনের ১৯ ধারাঅবধি অগ্রের কএক ধারার অনুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা তাঁহারদিগের ব্যাপ্য আমলার প্রতি যে ভারার্পণ হইয়াছে তাহাছাড়া কালেক্টরসাহেবদিগের ক্ষমতাবিশেষ আছে যে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত না করিয়া এ আইনের ২৩ ধারাক্রমে সদরের মালগুজার বাকীর দায়ী ইজারদারেরদের ও তাহারদিগের মালজামিনদিগের স্থানে বাকী উসুলের কারণ যে উপায় করিতে পারেন সে উপায় সেই প্রজাদি মালগুজারেরদের ও তাহারদিগের মালজামিনদিগের স্থানের বাকী মা

ভূমি ক্রোকে কিম্বা খাসতহসীলে আসিবার কালে কালেক্টরসাহেবদিগকে বিশেষ ভারার্পণের কথা।

সদরের মালগুজার ইজারদারদিগের উপর বাকী উসুলের কারণ যে মতাচরণ করা যায় সেই মতাচরণ বাকীদার প্রজা

লগুজারী

দি মালগুজারদিগের প্রতিও করা যাইবার কথা।

লগুজারী উসুলের কারণ করিলে যদি সে বাকী শীঘ্র উসুল হইবার আকার বুঝেন্ তবে তাহাই করিতে পারিবেন। অতএব কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তহসীলদারপ্রভৃতি তহসীলের সংক্রান্ত আমলাসকলের নিকটে মালগুজারীকরণিয়া ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের স্থানে বাকী পড়িবার হকীকৎ সেই আমলাসকলের চালানমতে পাইয়া তদ্দৃষ্টে যে রূপ হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৫ ধারানুসারে চালাইতে পারেন্ সেই রূপ হুকুম এমত প্রজাদি মালগুজারদিগের স্থানে বাকী পড়িবার হকীকৎ তহসীলদারপ্রভৃতি আমলার চালানক্রমে পাইলে তাহাতেও জারী করেন্। এবং সময়বিশেষে তহসীলদারপ্রভৃতি তহসীলের সংক্রান্ত আমলারাও কোন বাকীদার কিম্বা তাহার মালজামিনকে পলায়নোন্মুখ বুঝিলে এ আইনের ২৩ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে তাহাতে নিজে ধরিয়া কালেকটরসাহেবের সন্নিধানে পাঠাইতে পারিবেক। কিন্তু এমত কালে সে কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সে আসামীকে দেওয়ানী আদালতে চালাইবার পূর্ব্বে এমত তহকীক করেন্ যে সে আমলায় তাহার নামে যে বাকী লিখে সে বাকী যথার্থ কি না ও এ বিষয় তহকীকের কারণ সে বাকীদার কহা লোককে ঐ ধারার লিখিত দশ দিনের অধিক মিয়াদ হইলেও যত দিন পিয়াদার হাওয়ালে রাখা আবশ্যক হয় রাখিবেন কিন্তু এমত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যত ত্বরাতে করিতে পারেন্ তাহা করিবেন ইতি।

তহসীলদারওগয়রহেরা বাকীদারদিগের নাম যে বাকী লিখে তাহা তহকীক করিবার কথা।

২৬ ধারা।

উপরের ধারার লিখিত হুকুম অযোগ্যভূম্যধিকারিগণের অধিকারের সরবরাহকারদিগের উপর চলিবার কথা।

জানিবেন যে উপরের ধারার লিখিত হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ আইনের ৮ ধারাক্রমে কোর্টওয়ার্ডসের সাহেবদিগের নিযুক্তকরা যে সরবরাহকারদিগের জিম্মা অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণের অধিকার থাকে তাহাতেও চলিবেক। এবং ঐ ৮ ধারায় হুকুম আছে যে সে সকল অধিকারের মালগুজারী সরবরাহকারদিগের তহসীলের দ্বারা যত হয় তাহাতে তাহার মোকররী জমার শোধ না হইয়া কিছু বাকী পড়িলে সে বাকীর দায়ে সে সকল অধিকার ঠেকে না। অর্থাৎ সে বাকীর কারণ সে সকল অধিকার নীলাম হইবেক না। আর অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণেও আপনারদিগের উত্তরাধিকারী কিম্বা অপর নিকট কুটুম্ব অথবা উত্তরাধিকারী কি এমত কুটুম্ব অসত্ত্বে আপনারদিগের সংসারের বিশ্বস্ত চাকরদিগকে ঠাহরিয়া সরবরাহ করিতে নিযুক্ত করাইবেক। এবং অল্পবয়স্কতাদি অযোগ্যতার হেতুরহিত স্ত্রীলোক ভূম্যধিকারিণীরাও যাহাকে চাহে ঠাহরিয়া আপনারদিগের অধিকারের সরবরাহকার নিযুক্ত করাইতে পারিবেক। এ হুকুমের অনুসারে বুঝা গেল যে এ গতিকে ঠাহর ও নিযুক্তহওয়া সরবরাহকারেরা সরকারের স্বত্ব মালগুজারী যোগাইয়া দিবার অর্থে বিশিষ্ট মনোযোগী হইয়া তহসীল করে না অতএব ঐ ৮ ধারার হুকুম এ ধারাক্রমে রদ হইল। এবং অযোগ্য অধিকারিগণের অধিকারের যে সরবরাহকারদিগের উপর সরকারী মালওয়াজিবীর দায় পড়ে না সে সরবরাহ করিতে

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ আইনের ৮ ধা

রিতে পশ্চাৎ কালেক্টরসাহেবদিগের ঠাহরক্রমে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে অযোগ্য অধিকারিগণের অনুমতিব্যতীতে তাহারদিগের অমাত্যছাড়া অন্যং লোক নিযুক্ত হইবেক। ও তাহারা সর্ব্বতোভাবে সরকারী আমলাসকলের ন্যায় কালেক্টরসাহেবদিগের হুকুমের ব্যাপ্য জানা যাইবেক। ও কালেক্টরসাহেবেরা যাহারদিগেরে সরবরাহকার ঠাহরিবেন তাহারদিগের বিচক্ষণতার দায় সে সাহেবদিগের উপরেও থাকিবেক। এতদ্ভিন্ন কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে অযোগ্য অধিকারিগণের অধিকারের যে সরবরাহকারেরা নিযুক্ত থাকে তাহারা আদ্যোপান্ত যেরূপে ব্যাপার কার্য্য করিয়াছে তাহার অন্তরা তহকীক অবিলম্বে করেন্ ও সে সরবরাহকারদিগের যাহাকে মালগুজারী তহসীলের লাঘবতাকরণ কিম্বা অধিকারির স্বত্ব উপস্বত্বউড়ানহেতুক অথবা কারণান্তরে বিরক্ত হন্ তাহার বেওরাহকীকৎ ও তাহাকে ছাড়াইবার পরামর্শ ও তাহার স্থানে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্য অন্য বিচক্ষণ লোক ঠাহরিয়া লিখিয়া ঐ কোর্টের সাহেবদিগের সমীপে পাঠাইবেন ইতি।

রার বদলে যে হুকুম হইল তাহার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগকে বহাল সরবরাহকারদিগের কর্ম্ম চালানের তহকীক গোড়াগোড়ি করিবার ও ভাল না বাসিলে তাহারদিগের তগীর করিবার যুক্তি দিবার অনুমতি থাকিবার কথা।

২৭ ধরা।

জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৪৮ ধারার লিখিত যে হুকুম বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিযুক্তকরা সরবরাহকারদিগের জিম্মায় থাকা সাধারণ অধিকারের অধিকারিগণকে কয়েদ করিতে নিষেধের অর্থে আর যাবদীয় অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণকে এবং স্ত্রীলোকপ্রযুক্ত অযোগ্যা ঠাহরা সমস্ত ভূম্যধিকারিণীদিগেরেও কয়েদ করিতে বারণের জন্যে আছে তাহা এবং ঐ ১৪ আইনের উল্লিখিত অপর যে সকল হুকুম কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতি সরকারী আমলার পাওয়া ক্ষমতানুসারে করা বিষয়ের দায়ে ঠেকিবার নিদর্শনে আছে তাহাও যদি অন্য কোন আইনমতে রদ কিম্বা ফেরফার না হইয়া থাকে তবে এ আইনমতে সেই হুকুম সমস্তই সাব্যস্ত ও বহাল থাকিবেক ইতি।

অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণকে কয়েদ না করিবার সংক্রান্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের লিখিত হুকুম বহাল থাকিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতি সরকারী আমলারা দায় ঠেকিবার সংক্রান্ত রদবদল না হইয়া থাকা হুকুম সাব্যস্ত থাকিবার কথা।

২৮ ধারা।

যদি কখন এ আইনমতে মালগুজারীর বাকী উসুলের কারণ কোন অধিকারভূমি নীলামের আবশ্যক হয় তবে তাহা তৎকালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ইস্তক ২৬ লাগাইৎ ২৮ ধারার লিখিত দাঁড়া এবং ১৭৯৬ সালের ৫ পঞ্চম ও ১২ দ্বাদশ আইনের প্রস্তাবিত দাঁড়ামতে অধিকন্তু নীচের লিখিত দাঁড়া ও হুকুমক্রমেও নীলাম করা যাইবেক। আর উত্তরকালে প্রায় সর্ব্বদাই নীলাম হইবার পূর্ব্বে কিছু কাল অধিকারভূমি কালেক্টরসাহেবদিগের হস্তে থাকিবেক ইহাতে বুঝা যায় যে তৎকালের মধ্যে সে সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারার হুকুমমতে সে সকল নীলাম হইবার ভূমির জমা ধার্য্য করিবার বেওরা হকীকৎ সংগ্রহ ও তৈয়ার করিতে পারিবেন। ইহাতে যে সময়ে যে ভূমি নীলামে

উত্তরকালে যে দাঁড়ায় বাকী উসুলের কারণ ভূমি নীলাম হইবেক তাহার কথা।

বিক্রয়াদিহওয়া ভূমির জমার ধার্য্যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ আইনের ১০ ধারার হুকুম চলিবার কথা।

বিক্রয়

বিক্রয় হয় কিম্বা ভূম্যধিকারিগণের আপোসে হস্তান্তরে যায় অথবা অংশাংশি হয় ও সেই বিক্রীতাদি ভূমির জমার ধার্য্য করিবার আবশ্যক দর্শে তবে তৎকালে সে জমার ধার্য্য ঐ সকল হুকুমের অনুসারে করিতে হইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারার ৪। ৬। ৮ প্রকরণের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারার ৪ প্রকরণের অনুসারে সকল অধিকারের কর্ম্মচারিগণকে হুকুম আছে যে তাহারদিগের এতমামে থাকা গ্রাম কিম্বা গ্রামসকলের ভূমির ও উৎপন্নের ও উসুলতহসীলের ও খরচপত্রের কাগজ তলবমতে যোগাইবেক এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের লিখিত দাঁড়াক্রমে সরকারী জমার ধার্য্যের কারণ যে বেওরাহকীকৎ তাহারদিগের স্থানে তলব হয় তাহাও যোগাইয়া দিবেক। এবং ঐ ধারার ৬ ষষ্ঠ ও ৮ অষ্টম প্রকরণানুসারে সে কাগজ প্রকৃতপ্রস্তাবে দিবার অর্থে তাহারদিগেরে দিব্যকরাণ আবশ্যক হইলে করাণ যাইবেক। আর হুকুম আছে যে যদি তাহারদিগের যোগান সেই কাগজকে কৃত্রিম কিম্বা কিছু ফেরফার করা অথবা আসল নহে বুঝা যায় তবে তাহারা মিথ্যা দিব্য করিয়া সে কাগজ দিয়াছে এইহেতুক তাহারদিগের নামে নালিশ হইতে পারিবেক। আর হুকুম আছে যে যদি প্রমাণ হয় যে সে কাগজ ভূম্যধিকারিগণের কিম্বা ইজারদারদিগের অনুমতিতে কি জ্ঞাতসারে কিম্বা অবজ্ঞায় কৃত্রিম কিম্বা ফেরফার অথবা অপ্রকৃত হইয়াছে তবে তৎপ্রযুক্ত সেই ভূম্যধিকারিগণ কিম্বা ইজারদারদিগের দণ্ড হইবেক। ইহাতে যদি কর্ম্মচারিগণের সম্পর্কীয় ঐ সকল হুকুম মতে কার্য্য হয় তবে সরকারী আমলারা কোন ভূমির জমার ধার্য্য অনায়াসে তাহার উৎপন্নাদির নিগূঢ় বিবেচিয়া করিতে পারিবেন। আর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর টাকা উসুলের কারণ ভূমি নীলাম হইবার দাঁড়া নির্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১০ দশম ধারানুসারে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে ও তাহারদিগের চাকরদিগকে হুকুম আছে যে নীলামী ভূমির জমাধার্য্যের নিমিত্তে তলবমতে সে ভূমির জমার ও উসুলআদির কাগজপত্র সমেত কালেক্টরসাহেবের স্থানে রুজু হয় ও যদি রুজু না হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে দণ্ড্য হইবেক। কিন্তু মালগুজারীর বাকীর কারণ যে ভূমি নীলাম হয় তাহাতে সে হুকুম খাটে কি না এমত স্পষ্ট বোধ ঐ ১০ ধারাক্রমে হয় না। অতএব এ ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে সে হুকুম এমত মোকদ্দমাতেও খাটিবেক। আর হুকুম হইতেছে যে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের শিরে ঐ ৮ আইনের ৬২ ধারাক্রমে তাহারদিগের চাকর কর্ম্মচারিগণের যোগান কাগজপত্র প্রকৃতপ্রস্তাবে থাকিবার অর্থে ঐ যে দায় থাকিবার নিরূপণ আছে ঐ দায় তাহারা নিজে ঐ ৬২ ধারাক্রমে যে সকল কাগজপত্র দিবেক তাহাও প্রকৃতপ্রস্তাবে রহিবার নিমিত্তে তাহারদিগের শিরে থাকিবেক। ও তাহারদিগের দেওয়া কোন কাগজপত্র যদি তাহারদিগের অনু

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১০ ধারার যে হুকুম আদালতের ডিক্রীক্রমে ভূমি নীলাম হইবাতে চলে সে হুকুম মালগুজারীর বাকী উসুলের জন্যে ভূমি নীলাম হইবাতেও চলিবার কথা।

ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের শিরে তাহারা নিজে কি তাহারদিগের চাকরদিগের দেওয়া কাগজের দায় থাকিবার কথা।

মতিতে

মতিতে কি জ্ঞাতসারে কিম্বা অবজ্ঞায় কৃত্রিম অথবা ফেরফার হওন সাব্যস্থ হয় তবে ঐ দণ্ডই তাহারদিগের হইবেক।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— মালগুজারীর বাকী কিম্বা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর টাকা উসুলের কারণ যে অধিকারভূমি নীলাম হইবেক সে অধিকারের যত মহাল থাকে তাহার তালিকা ও তাহার গত সনের উৎপন্নের ফর্দ্দ ও তাহার যে সদর জমা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের প্রথম আইনের ১০ ধারাক্রমে ধার্য্য পড়িবেক সে জমার নিদর্শনী হকীকৎ যেপর্য্যন্ত প্রকৃতপ্রস্তাবে করিতে পারা যায় করিয়া ক্রেতা অর্থাৎ খরীদারদিগের দৃষ্টি ও বোধের কারণ ইশ্‌তিহারক্রমে লট্‌কাইতে হইবেক। ও যে কেহ সে অধিকার নীলামে খরীদ করিবেক তাহাকে সেই হকীকতের নকল দস্তখৎ করিয়া দিতে হইবেক। ও তাহাকে এমত জানাইতে হইবেক যে সে অধিকারে পূর্ব্বাধিকারির স্বত্ব যত ছিল কেবল তাহাই সরকারের স্থানে বুঝিয়া পাইবে। কিন্তু যদি সে খরীদার যে কাগজপত্রদৃষ্টে সে ভূমির সদর জমার ধার্য্য পড়িয়া থাকে সে কাগজপত্রকে ঝুঁটা ও অশুদ্ধ ঠাহরিয়া এবং তদনুসারে ধার্য্যপড়া জমাকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারাদৃষ্টে সে ভূমির স্থিত অপেক্ষা বিস্তর ভারী বোধ করিয়া সে ভূমি খরীদের কালহইতে সম্বৎসরের মধ্যে ক্রমেং কালেক্টরসাহেবের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দ্বারা গবর্নর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলে আপনারা ঐ ঠাহর ও বোধের প্রত্যয় জন্মাইতে পারে তবে ও হজুর কৌন্সেলে সেই নীলামী ভূমির জমা এবং যে অধিকারহইতে সেই নীলামী ভূমি খারিজ হইয়াছে সে অধিকারের জমা খুঁট মিলাইয়া সেই বিক্রীত অবিক্রীত উভয় ভূমির জমার ধার্য্যই নিরূপিত দাঁড়ায় গোড়াগোড়িক্রমে করাইবেন। এতদ্ভিন্ন কালেক্টরসাহেবের উচিত যে যে কাগজদৃষ্টে সেই নীলামী ভূমির জমার ধার্য্য হইয়া থাকে তাহার আসল যদি খরীদার দেখিতে চাহে তবে তৎকালে তাহাকে দেখান্। ও সে মোকদ্দমার নালিশ এই প্রকরণের লিখিত মিয়াদের মধ্যে হইলে কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার বিচার ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা তাহারদিগের গোমাস্তাপ্রভৃতির যে কেহ সে কাগজপত্র দাখিল করিয়া থাকে তাহার সমক্ষে করেন্। ও সে বিচারের হকীকৎ ও তাহাতে আপনার যে বিবেচনা হয় তাহা লিখিয়া ঐ বোর্ডে পাঠান্। ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেই হকীকৎ ও তদতিরিক্ত যে কৈফিয়ৎ তলবের আবশ্যক থাকে তাহা তলব করিয়া দেখিয়া পরে যদি বুঝেন্ যেসেই ধার্য্যহওয়া জমা ফেরফার করিবার যোগ্য নহে তবে তদনুসারে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন ও সে নিষ্পত্তিতে যদি সে ফরিয়াদী অসম্মত হয় তবে তাহার আপীল ঐ হজুর কৌন্সেলে করিতে পারিবেক। কিন্তু যদি সে কাগজ ফেরফার হইয়াথাকা সম্ভব বুঝেন্ তবে সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত হুকুম হইবার নিমিত্তে তাহার রোয়দাদ ঐ হজুর কৌন্সেলে পঁহুছাইবেন। ও নীলামী খরীদারের হৃদ্বোধের কারণ ও নীলামী ভূমির প্রকৃতপ্রস্তাবে ধার্য্য হওয়া জমা অটল রহিবার নিমিত্তে

নীলামী বেওরাহকীকৎ খরীদারদিগের জ্ঞাত হওনের কারণ ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইবার কথা।

নীলামী ভূমির হকীকৎ দস্তখৎ করিয়া খরীদারকে দিতে হইবার ও তাহাকে যে কথা জ্ঞাত নাইতে হইবেক তাহার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা খরীদারদিগকে যে কাগজদৃষ্টে জমার ধার্য্য হইয়া থাকে তাহা দেখিতে দিবার এবং মূলের লিখনমতে দরখাস্ত দাখিল হইবার ও তাহা হইলে কর্ত্তব্যের কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা মূলের লিখিত মোকদ্দমায় যাহা করিবেন তাহার কথা।

জমার ফেরফার হজুর কৌন্সেলে হইতে পারিবার কথা।

মূলের লিখিত হুকুম মতে ধার্য্যহওয়া জমা ভূমি নীলামের কালে বেশী না হইতে পারিবার কথা।

ঐ হুকুমের বিশেষ কথা।

নিমিত্তে উপরের লিখিত যে উপায় স্থির পড়িল সে উপায়ক্রমে এমত না বুঝিবেন যে নীলামের কালে ধার্য্যপড়া নীলামী কোন ভূমির জমা কখন বেশী করা যাইবেক। কিন্তু যদি এমত স্পষ্ট জানা যায় যে নীলামী কোন ভূমির জমার ধার্য্য নিতান্ত ভুলক্রমে কমী ধার্য্য হইয়াছে তবে সে ভূমির খরীদার তাহার দেওয়া সে ভূমির নীলামী মূল্যের টাকা সুদসমেত ফিরিয়া লইতে না চাহিয়া সেই ভুল সারাইয়া পুনরায় জমার ধার্য্য করাইতে অঙ্গীকার করিলে তাহা মঞ্জুর হইতে পারিবেক আর জানিবেন যে ভূমি নীলামের সম্পর্কীয় এই হুকুম এ আইন জারী হইবার পূর্ব্বে যে ভূমি নীলাম হইয়াছে তাহাতে চলিবেক না। ইহাতে যদি কখন যে কাগজদৃষ্টে নীলাম হইয়াছিল সে কাগজকে শঠতাক্রমে দাখিলকরা ও তাহা নিতান্ত দুষ্ট এমত বোধ গবরনর্ জেনরলের হুজুর কৌন্সেলে হয় তবে তদ্দৃষ্টে ধার্য্যহওয়া জমার ফেরফার করা বিহিত হইতে পারে। কিন্তু এ কারণ এই ক্ষণে বৈন প্রেসিডেণ্টসাহেবের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইশ্তিহার হইতেছে যে পূর্ব্বে নীলামহওয়া ভূমির বিষয়ের যে কোন দাওয়ার নালিশ অদ্যাবধি উপস্থিত হয় নাই কিম্বা এ আইন জারীর তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে ঐ গবরনর্ জেনরলের হুজুর কৌন্সেলে অথবা বোর্ড রেবিনিউতে উপস্থিত না হয় সে দাওয়া শুনা যাইবেক না।

ঐ হুকুম পূর্ব্বের নীলামহওয়া মোকদ্দমায় না খাটিবার কথা।

ঐ হুকুমের প্রভেদ কথা।

পূর্ব্বে নীলামহওয়া ভূমির বিষয়ের দরখাস্ত দিবার মিয়াদের কথা।

বিনামে ভূমি খরীদ করিতে নিষেধের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যে কেহ ভূমি নীলামে খরীদ করে তাহার কর্ত্তব্য যে সে খরীদ আপন নামে করে বিনামে এতাবতা উড়তিনামে কিম্বা পরের নামে খরীদ না করে ও যদি কেহ এ হুকুমের অন্যথাচরণ করে তবে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরলের হুজুর কৌন্সেলের অভীষ্টক্রমে সে ভূমি সরকারে জব্দের যোগ্য হইবেক অথবা সে মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে যত দণ্ড সে খরীদারের করা উপযুক্ত হয় তাহাই করা যাইবেক। কিন্তু যদি কাহাকেও কেহ আপন পক্ষে কোন ভূমি নীলামে খরীদের ভার সর্ব্বতোভাবে দেয় তবে সেই ভারদেওনিয়ার নামে সে ভূমি খরীদ করিতে ভার পাওনিয়ার প্রতি নিষেধ নাই জানিবেন। ও এমতে পরের নামে খরীদ করিলে তৎকালে সেই পরের নাম ব্যক্ত করিয়া দফ্তরে লেখাইতে হইবেক বুঝিবেন।

হুকুমের অন্যথা করিলে দণ্ড হইবার কথা।

ঐ হুকুমের বিশেষ কথা।

বাকীদারদিগকে নিজাধিকার নীলামে খরীদ করিতে নিষেধের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— বাকীদার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে ও তাহারদিগের মালজামিনকে মালগুজারীর বাকী উসুলের কারণ তাহারদিগের নিজাধিকার ভূমি নীলাম হইতে লাগিলে তৎকালে তাহা গোপনে কি অগোপনে খরীদ করিতে সর্ব্বতোভাবে নিষেধ আছে ইহাতে যদি খরীদের সম্ভাবনা থাকে তবে সাধ্য রাখে যে সে বাকী শোধ দিয়া নীলাম বারণ করায় নচেৎ এ আইন জারী হইলে পর জানা যায় যে এ হুকুমের অন্যথায় কোন বাকীর দায়ি নিজাধিকারভূমি নীলামে খরীদ করিয়াছে তবে তৎক্ষণাৎ সে ভূমি সরকারে জব্দের যোগ্য হইবেক। ও যে সময়ে কালেক্টরসাহেবদিগের কেহ বুঝেন্ যে নিষেধের অন্যথায় এমত খরীদ হইয়াছে তবে সে কালে কর্ত্তব্য যে তাহার অন্যথার তহকীক করেন্ ও তহকীকে সেই খরীদ নিষিদ্ধ ঠাহরিলে তাহার হকীকৎ আপনার কৃত বিচারের রোয়দাদসমেত

উত্তরকালে হুকুমের অন্যথায় যে ভূমি খীরদ হয় তাহা জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

মূলের লিখিত মোকদ্দমায় কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্যের কথা।

হাদসুদ্ধা বোর্ড রেবিনিউতে চালান করেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে কাগজসমেত আপনারদিগের বিবেচিত বেওরা লিখিয়া গবরনর্ জেনরলের কৌন্সেলে তথা কার হুকুম হইবার কারণ পঁহুছাইবেন। তাহাতে ঐ হুজুর কৌন্সেলের যে হু হুকুম হয় তাহাই চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু সে হুকুমে খরীদার অসম্মত হইলে তা হার নালিশ দেওয়ানী আদালতে করিতে পারিবেক। জজসাহেবেরা ও সরকার আসামী হইবার অন্যং মোকদ্দমার বিচার যেমতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৪৬ ধারাক্রমে করেন্ সেই মতেই এরূপ মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

হুজুর কৌন্সেলের হু কুম চূড়ান্ত হইবার ক থা।

ঐ মোকদ্দমার বিচার দেওয়ানী আদালতে ই ঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৪৬ ধারা ক্রমে হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— কালেক্টরসাহেবেরা আপনং ব্যাপ্য জিলার মধ্যের নীলা মী অধিকারভূমির খরীদারদিগকে তাহারদিগের খরীদা অধিকারে দখল দেও য়াইবার কারণ এইরূপ উপায় করিবেন অর্থাৎ যে পরগনা কিম্বা মহালের ভূমি নীলাম হয় সেই পরগনার কিম্বা মহালের সদর কাছারীতে ও সে জিলার দেওয়া নী আদালতের কাছারীতে যেমতে সে অধিকার নীলামের কালে তাহার বেওরাযু ত ইশ্‌তিহার দিতে হয় সেইমতে সেই নীলামী অধিকারের খরীদারের নাম ও সে অধিকার খরীদ হইবার তারিখ ও তাহাতে তাহার পূর্ব্বাধিকারির যত স্বত্ব ছিল কেবল তাহাই নীলামী খরীদারের ভোগদখল হইবেক এই সকল নিদর্শনী কটে ইশ্‌তিহার সেইং স্থানে দেওয়াইবেন। এবং যদি এতদতিরিক্ত কোন উপায় ক্রমে দখল দেওয়ান বিহিত বুঝেন্ তবে সে জন্যে সেই অধিকারের ব্যাপক জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের স্থানে দরখাস্ত করিয়া যে বিহিত করিবেন। ইহাতে ঐ রূপের যে ইশ্‌তিহার হয় তাহা সেই জজসাহেব দৃষ্টি করিয়া যে প্রকারে আদা লতের ডিক্রীর অনুসারে কাহাকেও কোন বস্তুতে দখল দেওয়ান্ সেই প্রকারে সে ই নীলামী অধিকারেও তাহার খরীদারকে দখল দেওয়াইবেন। তাহাতে যদি পূর্ব্বাধিকারিগণের কেহ কোন খরীদারকে দখল দেওয়ান অধিকারের মধ্যের কো ন ভূমিতে সে খরীদারের স্বত্ব হইবার প্রতি এমত আপত্তি রাখে যে এ ভূমি নী লামী অধিকারের শামিল নহে তবে সে ভূমি ক্ষতি ও খরচাসমেত ফিরিয়া পাইবার কারণ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক। আর যদি খরী দারদিগের কেহ কোন ভূমিকে আপন খরীদা মধ্যে জানে ও জজসাহেব সে ভূমি ইশ্‌তিহারদৃষ্টে বিক্রয়ের মধ্যে না গণিয়া তাহাতে সে খরীদারকে দখল না দে ওয়ান্ তবে তাহারো নালিশ সে খরীদার সে ভূমির ভোগবান অধিকারির নামে দেওয়ানী আদালতে করিতে সাধ্য রাখিবেক। ও তথায় তাহার স্বত্ব সাব্যস্থ হই লে ক্ষতি ও খরচাসমেত সে ভূমিতে দখল পাইবেক। আর যদি পূর্ব্বাধিকারী কি ম্বা তাহার পক্ষের কোন লোকছাড়া উপরি কেহ খরীদারকে দখল দেওয়ান কোন নীলামী অধিকারের মধ্যের কিছু ভূমিতে আপন স্বত্বের দাওয়া করে তবে সে ব্যক্তি তাহা ফিরিয়া পাইবার নালিশ দেওয়ানী আদালতে সে ভূমির পূর্ব্বাধিকারী ও নীলামী খরীদার উভয়ের নামেই করিতে শক্ত হইবেক। ও আদালতে তাহার স্বত্ব

কালেক্টরসাহেবে রা নীলামী ভূমির খরী দারদিগকে দখল দেও য়াইবার উপায়ের ক থা।

কোন বিষয়ে আবশ্যক হইলে জজসাহেবদিগের স্থানে দরখাস্ত করিবার কথা।

নীলামী ভূমিছাড়া অন্য ভূমিতে কোন খরী দারকে দখল দেওয়াই লে তাহা পূর্ব্বাধিকারী যে মতে ফিরিয়া পাই বেক তাহার কথা।

খরীদার আপন খরী দা ভূমি না পাইলে তা হা পাইবার কারণ যে উপায় করিবেক তাহার কথা।

উপরি কেহ এমত ভূ মির দাওয়া করিলে তা হাতে যে উপায় করিতে হইবেক তাহার কথা।

প্রজাদির ভোগ নিবর্ত্ত না হইবার কথা।

খরীদারের সহিত প্রজাদির বিরোধ হইলে তাহার নিষ্পত্তি হইবার মতের কথা।

প্রজাদির জমা ছাড়াইতে পারিবার সময়ের কথা।

স্বত্ব প্রমাণ হইলে সে ভূমি নীলামের খরীদারের স্থানে পাইবেক এবং ক্ষতি ও খরচা সে ভূমির পূর্ব্বাধিকারির স্থানে লাভ করিবেক। ও তাহাতে যদি প্রতিপন্ন হয় যে সে ভূমি নীলামী অধিকারের শামিলে বিক্রয় হইয়াছিল তবে জজসাহেব সে ভূমির মূল্য সেই অধিকারসমুদায়ের নীলামী দরের হারহারিতে ধরিয়া যত হয় তাহা ক্ষতি ও খরচাসমেত নগদ কিম্বা অন্য যেমতে দেওয়ান উচিত জানেন্ সেই মতেই সেই ভূমির পূর্ব্বাধিকারির স্থানহইতে সেই নীলামী খরীদারকে দেওয়াইবেন। কিন্তু জানিবেন যে এ হুকুম প্রজাদি মালগুজারেরা নীলামী অধিকারের পূর্ব্বাধিকারির স্থানে মালগুজারী দিয়া যে সকল ভূমি ভোগ করিত সে সকল ভূমিতে তাহারদিগের ভোগ নিবৃত্ত হইবার অর্থে খাটিবেক না। কারণ এই যে পূর্ব্বাধিকারী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের উল্লিখিত বিশেষ গতিকছাড়া যে যে বিষয়ের স্বত্ববান্ প্রকৃতরূপে ছিল কেবল সেই২ বিষয়ের স্বত্ববান্ নীলামী ইশ্তিহারের কটক্রমে নীলামী খরীদার হইতে পারে। ইহাতে নীলামী খরীদার ও প্রজাদি মালগুজারদিগের উভয়তঃ কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে তৎকালে তাহার নিষ্পত্তি সেই রূপে দেওয়ানী আদালতের দ্বারা হইবেক যেরূপে সে ভূমি নীলাম হইবার পূর্ব্বে সেমত বিবাদ পূর্ব্বাধিকারী ও প্রজাদি মালগুজারদিগের উভয়তঃ জন্মিলে আদালতক্রমে নিষ্পত্তি পাইত। কিন্তু মালগুজারীর বাকী উসুলের কারণ নীলামহওয়া অধিকারের কোন মালগুজারের পাট্টা ঐ ৪৪ আইনের ৫ ধারাদৃষ্টে রদ হইলে তাহার উপর ঐ ৪৪ আইনের অনুসারে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের ৭ ধারার নিরিখমতে নীলামী খরীদার যে জমা তলব করিতে পারে সে জমা যদি সে মালগুজার অঙ্গীকার না করে ও সে নিরিখমতে নয়া পাট্টা না লয় তবে সে খরীদারের সাধ্য আছে যে তৎকালে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত না করিয়া সে মালগুজারকে সেই মালগুজারীর সম্পর্ক ছাড়া করে। কিন্তু ঐ ৪৪ আইনের ৫ ধারার মর্ম্ম স্পষ্ট জানাইবার কারণ এ ধারাক্রমে হুকুম হইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৪৯ ধারার প্রস্তাবিত ইস্তমরারীদারেরদের পাট্টাদিগর কোন করারী লিখনপঠনের অনুসারে নিরূপিত যে জমা দশসনী বন্দবস্তের পূর্ব্বহইতে ক্রমিক ১২ বার বৎসর কমী বেশী না হইয়া একটানা সমান রহিয়াছিল সে জমা ঐ ৮ আইনের ৪৯ ধারার লিখনানুসারে কখন বেশী হইবার যোগ্য হয় না ও সে কোন করারী লিখনপঠন রদ হইতেও পারে না ইহার ব্যত্যয় মর্ম্মও ঐ ৪৪ আইনের ৫ ধারার ছিল না বরং সেই ইস্তমরারীদারেরদের মালগুজারী ঐ ৮ আইনের ৪৯ ধারাক্রমে পাট্টাই তালুকদারদিগের গতিকে হইবার ঠাহর পড়িয়াছিল। ও তাহাতে সরকারের আশয় এমত ছিল যে ঐ ৪৪ আইনের ৭ ধারার যে হুকুমমতে মফঃসলী তালুকদারদিগের ভূমির জমা দশসনী বন্দোবস্তের কালে বেশী হইতে না পারিয়া চিরকাল স্থিরতর রহে সেই হুকুমেরতলে সেই ইস্তমরারীদারেরাও থাকিবেক। এতদ্ভিন্ন সরকারী মালগুজারীর বাকী উসুলের কারণ যে কোন অধিকার সমুদায় কিম্বা তাহার কিছু কিস্‌মৎ নীলামে বিক্রয় হয় তাহা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ ধারার বেওরাকথা।

ইস্তমরারীদারেরদের স্বত্বের কথা।

ইস্তমরারীদারেরা মফঃসলী তালুকদারদিগের সম্পর্কীয় ঐ ৪৪ আইনের ৭ ধারার হুকুমের নীচে থাকিবার কথা।

সরকারের স্বত্বলোপ হইবার অগ্রে কাহার দাওয়া না চলিবার কথা।

তে

তে সরকারের যে স্বত্বের সংজ্ঞা মালগুজারী তাহা উসুলের দায় সমুদায় অধিকার ভূমির উপরেই আদ্যোপান্তের প্রচরদ্রূপ দাঁড়াক্রমে আছে ও বারেবারে আইনসকলের অনুসারে এবং অন্য২ মতেও জানান গিয়াছে সে স্বত্বের লোপ কদাচ না হইতে পারিবার কারণ সেই নীলামী অধিকার অন্য কেহ খরীদ করিবার কিম্বা দানে পাইবার অথবা প্রকারান্তরে হস্তগত করিবার কিম্বা বন্ধক লইবার অথবা মতান্তরে হাত করিবার দাওয়া রাখিলে সে দাওয়া কোন প্রকারে খাটিবেক না সেমত দাওয়া কোন আদালতেও শুনা যাইবেক না ইতি।

৩০ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আইনমতে ভূমি নীলাম করাইবার কথা।

ঐ সাহেবদিগের প্রতি যে দায় থাকিবেক ও তাঁহারা যেং কর্ম্মে মনোযোগ করিবেন তাহার কথা।

উত্তরকালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ভূমি নীলাম করিবার অর্থে যে কোন সময়ে গবর্নর্ জেনরলের হুজুর কৌন্সেলের অনুমতি লইবার আবশ্যক থাকে সে সময়ছাড়া অন্য সময়ে তথাকার বিনাঅনুমতিতে আইনমতে ভূমি নীলাম করিবেন ও সে নীলাম সুন্দররূপে ও সাবধানে হইবার দায় তাঁহারদিগের উপর থাকিবেক। ও তাঁহারা কালেক্টরসাহেবদিগকেও সাবধান করাইবেন যে নীলাম হইবার ভূমির বাচনি বিশিষ্টরূপে এবং তাহার জমার ধার্য্যও আইনমতে করেন্। আরও বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে নীলাম হইবার ভূমি সরকারে ক্রোক থাকিবাপর্য্যন্ত তাহার এতমামদারী কর্ম্ম চালাইবার কারণ এদেশীয় লোক যত আমলার আবশ্যক হয় তাহার বরাওর্দ্দ মঞ্জুর করেন্ ও তাহার খরচ এ আইনের ২৩ ধারাক্রমে সেই ভূমির তহসীলহইতে মিলিবেক। ইহাতে কালেক্টরসহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ভূমি ক্রোক হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে সে আমলার বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মঞ্জুরের কারণ পাঠান্। ও তাহাতে কালেক্টরসাহেবেরা সে আমলার ঠাহর করিতে এমত সাবধান হন্ যে আবশ্যকের অধিক লোক না হয় এবং তাহারদিগের মাহিয়ানা ও যত অল্প হইতে পারে তাহাই ধার্য্য করেন্। ও ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে বরাওর্দ্দ মঞ্জুর করিবার কালে এমত বিবেচনা করিবেন যে তাহাতে ঐ হুকুমমতে প্রকৃতরূপে কার্য্য হইয়াছে কি না। আর কালেক্টরসাহেবেরা ক্রোকী ভূমির কর্ম্ম চালাইবার কারণ আমীন প্রভৃতি আমলার ঠাহর করিবার ও তাহারা রুজু থাকিয়া কার্য্য চালাইবার কারণ হাজিরজামিন লইবার যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৫ ধারায় আছে সে জামিনদিগের ঠাহর করিয়াও মঞ্জুরীর কারণ ঐ বোর্ডে পাঠাইবেন এবং তাহারদিগের বিচক্ষণতার দায়েও কালেক্টরসাহেবেরা ঠেকিবেন। আর এ আইন মতে কিম্বা অন্য কোন আইনক্রমে কোন ভূমির তহসীল খাসে হইবার কারণ এদেশীয় লোক আমলা নিযুক্ত করিলে সে আমলার কৃতিত্বের দায় কালেক্টরসাহেবদিগের উপর থাকিবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা ক্রোকী কার্য্য চালাইবার কারণ আমলা ঠাহরিবার ও ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে তাহা নিযুক্ত করিবার কথা।

আমলা ঠাহরিতে যে যে বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইবেক তাহার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা ক্রোকী ভূমির কর্ম্ম চালানের কারণ আমীনপ্রভৃতিকে ঠাহরিবার ও তাহারা ঐ বোর্ডের মঞ্জুরে নিযুক্ত হইবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা খাস তহসীলী ভূমির আমলার বিচক্ষণতার দায়ে ঠেকিবার কথা।

৩১ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুজুর কৌন্সে

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা এ আইনমতের ব্যাপার ও অপর সকল কার্য্য গ

গবর্নর্

শের বিশেষ হুকুমমতে ও সকল কার্য্য করিবার কথা।

যে কোন বিষয়ের অর্থে কিছু উপায় স্থির কোন আইনে না হইয়া থাকে তাহার কারণ ঐ হুজুরের হুকুম লইবার কথা।

নয়া আইন তৈয়ার করিতে পারিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের দ্বারা আইনের নক্‌শা মঞ্জুর করাইতে পারিবার কথা।

ঐ বোর্ডর সাহেবেরা সে নক্‌শাকে নিজ মন্ত্রণালিপিসমেত হুজুর পাঠাইবার কথা।

বরুনর্ জেনরল কিম্বা বৈস প্রেসিডেন্টের হুজুর কৌন্সেলহইতে জারীহওয়া বিশেষ হুকুমসকলের মতেও করিবেন। ও তাহাতে কোন বিষয়ের কিছু উপায় আইনসকলের মধ্যের কোন আইনে হয় নাই এমত বুঝিলে কর্ত্তব্য যে সে বিষয়ের হুকুম ঐ হুজুর কৌন্সেলহইতে চাহেন্। আর যদি কখন কোন বিষয়হেতুক নয়া আইন হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনক্রমে ছাপা ও জারী হইবার পরামর্শ হয় তবে তৎকালে তাহার নক্‌শার নিরূপিত দাঁড়ায় তৈয়ার করিয়া সেই হেতুর বেওরায়ুত লিখনসমেত ঐ হুজুর কৌন্সেলে পঁহুছান্। এবং সে বিষয়ের যে কোন নিদর্শনী কাগজপত্রের নকল পূর্ব্বে ঐ হুজুর কৌন্সেলে চালান না হইয়া থাকে তাহাও সে সঙ্গে পাঠান্। আর কালেক্টরসাহেবদিগের শক্তিও আছে যে আপনারদিগের কার্য্য চালাইবার অর্থে স্বস্বব্যাপ্য স্থানের মর্ম্মদৃষ্টে নব্য কোন আইন করিবার যুক্তি হইলে তাহাও নিরূপিত নকশাক্রমে রচিয়া ঐ বোর্ডে পাঠান্ তথাকার সাহেবেরা তাহা দেখিয়া ঐ ৪১ আইনমতে তাহা রচনা হইয়া থাকে কি না ও তাঁহারদিগের মনোনীত হয় কিম্বা না হয় তথাচ সে নক্‌শা এ হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন। ও তাহা পাঠাইবার কালে উচিত যে যদি সে নক্‌শা সমদায় নামঞ্জুর করেন্ তবে যে হেতুতে নামঞ্জুর করেন্ তাহা লিখিয়া কালেক্টরসাহেবদিগের পাঠান সে বিষয়ের বেওরায়ুত লিখন ও নিদর্শনী কাগজপত্র সমেত সেই নক্‌শার কিম্বা সে নক্‌শার নকলের সঙ্গে ঐ হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন। আর যদি সে নক্‌শার কিছু নাম মঞ্জুর ও কিছু ফেরফার করিয়া জারীকরণ যুক্তি ঠাহরেন্ তবে তাহা দাঁড়ামতে দুরস্ত করিয়া সেই কিছু নাম মঞ্জুর করিবার ও কিছু ফেরফার করিবার হেতুর বেওরাও আপনারদিগের যুক্তিসম্মত লিখিয়া সেই নক্‌শাআদি কাগজপত্রের সমভিব্যাহারে ঐ হুজুর কৌন্সেলে দাখিল করিবেন ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সাল ৮ অষ্টম আইন।

খুনের মোকদ্দমার সংক্রান্ত শরার সম্মত কোনং ফতওয়ার ফেরফারের আর ধরণার মোকদ্দমার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২১ একবিংশতি আইনের এবং ১৭৯৭ সালের ৫ পঞ্চম আইনের বিশেষ মর্ম্ম স্পষ্ট করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের তারিখ ১০ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ২৬ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২০৭ সালের ২৬ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৭ সালের ২৬ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৬ সালের ২৬ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২১৪ সালের ১০ জমাদীয়ল্ আউওলে জারী হইল।

হেতুবাদ।

খুনের মোকদ্দমায় সর্ব্বতোভাবে হত্যাকরণ সাব্যস্থ হইবাতে নিহন্তার যে শাস্তি সম্ভবে সে শাস্তির দায়ে নিহন্তা জাবনিক শাস্ত্র শরার মতে প্রতিহত্যার দাওয়া করিতে পারিবার উপযুক্ত নিহতের উত্তরাধিকারিগণকে সম্মত করিয়া ক্ষমা লইতে কিম্বা পরিমিত করিতে পারিলে ত্রাণ পাইতে পারিত। এই যে দোষ ফৌজদারীর সংক্রান্ত খুনের মোকদ্দমার বিচারের সূত্রে দর্শিয়াছিল সে দোষ ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ চতুর্থ আইনের উল্লিখিত উপায়ক্রমে খণ্ডিয়াছে। এবং ঐ ৪ চতুর্থ আইনের ৩ তৃতীয় তথা ৪ চতুর্থ ধারানুসারে হুকুম আছে যে কাজী ও মুফ্তীগণ প্রতিহত্যার দাওয়া করিবার উপযুক্ত নিহতের উত্তরাধিকারিগণের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া সেই উত্তরাধিকারিগণ উপস্থিত হইয়া প্রতিহত্যার দাওয়া করিয়া থাকিলে কেবল তাহার প্রতিই নির্ভয় করিয়া ফতওয়া অর্থাৎ ব্যবস্থা দিবেন ও তদ্দৃষ্টে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিবেন্। কিন্তু কতল্ অমদ এতাবতা জ্ঞানকৃত বধের যে মোকদ্দমায় তাহার নিহন্তার সহিত নিহতের উত্তরাধিকারিগণের পিতৃমাতৃত্ব কিম্বা সন্তানত্ব অথবা প্রভুত্ব কিম্বা দাসদাসীত্বাদি সম্বন্ধ থাকিলে শরার মতে সে নিহন্তা প্রতিহত্যার যোগ্য হয় না এবং সেই উত্তরাধিকারিগণেও তাহার প্রতিহত্যার দাওয়া করিতে অযোগ্য ঠাহরে। সে মোকদ্দমা কেবল নিজামৎ আদালতে চালাইবার বিধিছাড়া তাহার অন্য কিছু উপায় স্থির ঐ ৪ চতুর্থ আইনে হয় নাই। ইহাতে উপরের প্রস্তাবিত আইন প্রকাশ পাইলে পর ঐ আদালতের কাজী ও মফ্তীগণ যে ফতওয়া দিয়াছেন তদ্দৃষ্টে জানা গিয়াছে যদি পিতা কি মাতা কি পিতামহ কি মাতামহ কি পিতামহী কি মাতামহীতে আপন উত্তরাধিকারিগণের মধ্যের কোন পুত্র কি কন্যা কি পৌত্র কি পৌত্রী কি দৌহিত্র কি দৌহিত্রীকে জ্ঞানতো বধ করিয়া থাকে কি অন্য কাহাকেও জ্ঞানতো হত্যা করি

লেই

লেই বা যদি সে নিহতের উত্তরাধিকারিগণ সেই নিহন্তার পুত্র কি কন্যা কি পৌত্র কি পৌত্রী কি দৌহিত্র কি দৌহিত্রী হয় তবে এমতং গতিকের কোন নিহন্তা প্রতিহত্যার যোগ্য হয় না। আর যদি প্রভু হইয়া আপনার সেবার্থের চিহ্নিত কোন দাস কি দাসীকে জ্ঞানপূর্ব্বক বধ করে কিম্বা অতিথিপ্রভৃতি উপরি জনের পরিচর্য্যার্থে নিযুক্তকরা কাহার কোন দাস কি দাসীকে সেই উপরি জনের কেহ যত্নতো হনন করে অথবা যদি কেহ কোন নিহতের কথাক্রমে তাহাকে যত্নাধীন প্রাণে মারে তবে এ সকল গতিকের কোন নিহন্তাও প্রতিহত্যার যোগ্য ঠাহরে না। বিশেষত উপরের উল্লিখিত নিহন্তারা প্রতিহত্যার দায় নিস্তার পাইবার কারণ তাহারদিগের কৃতাপরাধের ভাগী বাক্যার্থে সঙ্গী যে লোকেরা থাকে সে লোকদিগের বধের ব্যবস্থা প্রতিহত্যাক্রমে না হইয়া কেবল শাসনার্থে হইতে পারে অতএব এই সমস্ত গতিকে শরার সম্মত ফতওয়াকে নিতান্ত অব্যবস্থা বোধ হয় এ জন্যে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল। এ নির্দ্দিষ্ট হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১ পহিলা ফিব্রুআরি তারিখহইতে সুবেজাৎ বাঙ্গালায় ও বেহারে ও উড়িষ্যায় ও বারানসে মান্য হইবেক। এতদ্ভিন্ন জানা গেল যে ধরণাঘটিতাপরাধের মোকদ্দমার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২১ একবিংশতি আইনের এবং ১৭৯৭ সালের ৫ পঞ্চম আইনের লিখিত বিশেষ মর্ম্ম স্পষ্ট করা আবশ্যক এ নিমিত্তে তাহার স্পষ্টতানিদর্শনে এ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারা নির্দ্ধার্য্য হইল ইতি।

২ ধারা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা জ্ঞানকৃত বধের মোকদ্দমায় কাজী কি মুফ্তীগণের দেওয়া ফতওয়াক্রমে নিহন্তা প্রতিহত্যার্হ না হইলেও মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তাহাকে বধিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

যদি কোন খুনের মোকদ্দমায় নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা বুঝেন যে নিহন্তা বক্তির অপরাধ সর্ব্বতোভাবে সাব্যস্ত হইয়াছে কিন্তু সে নিহন্তা সেই নিহতের পিতা কি মাতা কি পিতামহ কি মাতামহ কি পিতামহী কি মাতামহীইত্যাদি গুরুপর্য্যায়ের কেহ হয় কিম্বা সে নিহন্তার পুত্র কি কন্যা কি পৌত্র কি দৌহিত্র কি পৌত্রী কি দৌহিত্রীইত্যাদি লঘুপর্য্যায়ের কেহ সেই নিহতের উত্তরাধিকারী হয় অথবা সেই নিহত সে নিহন্তার সেবার্থের চিহ্নিত দাস কি দাসী ছিল কিম্বা অতিথিপ্রভৃতি উপরি জনের পরিচর্য্যার্থে নিযুক্তকরা অন্য কাহার দাস কি দাসী ছিল অথবা এপ্রকারের সম্বন্ধান্তর রাখিত এই সকল কারণের কোন কারণে কি এ সকল ছাড়া অপর কোন হেতু বিশেষেইবা সে নিহন্তা প্রতিহত্যার্থের সামান্য ব্যবস্থার বাহির ঠাহরে এপ্রযুক্ত তাহার প্রতিহত্যার্থে কাজী ও মুফ্তীগণের ফতওয়া শরার সম্মত হয় না তবে ঐ আদালতের সাহেবেরা মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া সে নিহন্তাকে ক্ষমা দেওয়া অনুচিত জানিলে জ্ঞানকৃত বধের মোকদ্দমায় রাজনীতিক্রমে নিহন্তাকে হত্যাকরণের হুকুম দিবার যে ক্ষমতা শরার মতে রাখেন সেই ক্ষমতানুসারে এমত নিহন্তাকে প্রতিহত্যাক্রমে কি শাসন বিধানেইবা বধিবার হুকুম সেই

রূপে

রূপে দিবেন যেরূপে কাজী ও মুফ্তীগণের দেওয়া ফতয়াদৃষ্টে সে নিহন্তা প্রতিহত্যার যোগ্য ঠাহরিলে তাহার বধের হুকুম দিতেন ইতি।

৩ ধারা।

এ আইন চলিবার নিরূপিত কাল গতে যে কোন নিহন্তার উপর জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ সাব্যস্ত হয় সে নিহন্তা যদি তৎকালে কহে যে আমি নিহত ব্যক্তিকে তস্য কথাক্রমে হত্যা করিয়াছি তবে সে উক্তি গ্রাহ্য হইবেক না। তাহাতে যদি নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা প্রমাণের দ্বারা এবং মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে সে নিহন্তা সেই হত্যা নিশ্চয় করিয়াছে জানেন্ ও তাহাকে সে অপরাধ ক্ষমা করা অনুচিত বুঝেন্ তবে ঐ আদালতের কাজী ও মুফ্তীগণের দেওয়া শরার সম্মত ফতওয়াক্রমে সে নিহন্তা প্রতিহত্যার্হ হউক কি না হউক তথাচ সে সাহেবেরা জ্ঞানকৃত বধের মোকদ্দমায় রাজনীতিক্রমে নিহন্তাকে বধিবার হুকুম দিবার যে ক্ষমতা শরার মতে রাখেন্ সেই ক্ষমতানুসারে এমত নিহন্তাকে প্রতিহত্যাক্রমে কি শাসনার্থেইবা বধিবার হুকুম করিবেন। ও আবশ্যক যে উপরের লিখিত গতিকে লোকদিগের রক্ষা হইবার নিমিত্তে বিশেষতঃ সুবে বারাণসের মধ্যে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিদিগের বিজাতীয় ক্রোধ ও হিংসাহইতে লোকেরা রক্ষা পাইবার কারণ ঈদৃশ সমস্ত মোকদ্দমাতেই সর্ব্বদা নিহন্তাগণের বধের হুকুম দেওয়া যায় ইতি।

এ আইন চলিবার নিরূপিত কালাতীতে কেহ কোন নিহতকে তস্য কথাক্রমে জ্ঞানতঃ বধিলে সে নিহন্তাও হত হইবার কথা।

৪ ধারা।

জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ সাব্যস্তহওয়া কোন নিহন্তার সঙ্গী জনেক কি অধিক জনেইবা যদি এ আইনের ২ দ্বিতীয় কিম্বা ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত হেতুক্রমে কি তদনুসারে ক্ষমা পাইবার অন্য কোন হেতুতেইবা নিজামৎ আদালতের কাজী ও মুফ্তীগণের দেওয়া শরার সম্মত ফতওয়াদৃষ্টে প্রতিহত্যার্হ না হয় তথাচ ঐ আদালতের সাহেবেরা সে নিহন্তার অপরাধ প্রমাণ জানিলে ও অপরাধ ক্ষমা করা অনুচিত বুঝিলে সে নিহন্তাকে বধিবার অর্থে হুকুম দিবেন। এবং যাবদীয় জ্ঞানকৃত বধের মোকদ্দমাতেই যদি ঐ আদালতের সাহেবদিগের প্রমাণের দ্বারা বোধ হয় যে নিহন্তার সঙ্গী কেহ স্বহস্তে নিহতকে বধ না করিয়া সহকারিতাক্রমে বধের ভাগী হইয়াছে এবং সে সঙ্গী হত হইবার যোগ্যও বটে তবে তাহাকে হত্যা করিবার অর্থে ঐ আদালতের কাজী ও মুফ্তীগণের ফতওয়া শরার সম্মত না হইলেও ঐ আদালতের সাহেবেরা রাজনীতিক্রমে শরার মতে রাখা শক্ত্যনুসারে সে সঙ্গিকে বধিবার হুকুম দিতে পারিবেন।

জ্ঞানতঃ ঘাতকের সঙ্গিরা শরার সম্মত প্রতিহত্যার্হ না হইলে তদর্থে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যে হুকুম দিবেন তাহার কথা।

৫ ধারা।

পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৭৫ ধারানুসারে হুকুম হইয়াছিল যে সকলপ্রকার হত্যার মোকদ্দমাতেই নিজামৎ আদালতের কাজী ও মুফ্তী

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৭৫

ধারার মর্ম্ম ব্যক্ত করিবারএবং তাহার হুকুম বিষ খাওয়াইয়া ও জলে ডুবাইয়া বধিবার মোকদ্দমাসকলে বিস্তার হইবার কথা।

গণ এমাম ইউসফ্ ও এমাম মহম্মদ এই দুই নামের কেতাবের কৌলমতে অর্থাৎ বিধিবচনদৃষ্টে ফতওয়া দিবেন। কিন্তু ঐ আদালতের সাহেবেরা কেবল সেই ফতওয়ার উপর নির্ভর না রাখিয়া যে কোন অস্ত্র কি শস্ত্রাঘাতে কিম্বা অন্য যে কোন গতিকে নিহত ব্যক্তি হত হইয়া থাকে তাহাতে দৃষ্টি না করিয়া ঐ বধের সমস্ত ভাবগতিকের দ্বারা নিহন্তার মনের অভিপ্রায় বুঝিয়া শাসন করিবেন। এ ধারাক্রমেও চূড়ান্ত হুকুম হইতেছে যে যদি কেহ কাহাকেও জ্ঞানপূর্ব্বক বিষভক্ষণ করাইয়া কিম্বা জলে ডুবাইয়া প্রাণে মারে তবে প্রমাণপূর্ব্বক এমত মোকদ্দমাতেও সর্ব্বের প্রস্তাবিত হুকুম চলিবেক। অতএব এমত মোকদ্দমায় ঐ আদালতের কাজী ও মুফ্তীগণ যে কোন ফতওয়া দেন্ কেবল তাহার উপর নির্ভর না রাখিয়া ঐ আদালতের সাহেবেরা সে বধ জ্ঞানপূর্ব্বক করা নিশ্চর্য জানিলে ও সে নিহন্তাকে ক্ষমা করা অনুচিত বুঝিলে তাহাকে হত্যা করিবার জন্যে হুকুম দিবেন ইতি।

বিষাদিকরণক বধের মোকদ্দমায় নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যে হুকুম দিবেন তাহার কথা।

৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২১ আইনের ১১। ১২ ধারার মর্ম্ম ব্যক্তের এবং তাহার হুকুম ধরণাদায়ক সকল জাতির উপর চলিবার কথা।

সুবে বারাণসের ধরণার বিষয়ী ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২১ একবিংশতি আইনের ১১ একাদশ এবং ১২ দ্বাদশ ধারায় ভুলক্রমে কেবল ব্রাহ্মণদিগের ধরণা দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল অতএব এ ধারাক্রমে স্পষ্ট করা যাইতেছে জানিবেন যে ঐ দুই ধারার হুকুম তথাকার সকল জিলার ও শহরের আদালতের ব্যাপ্য সমস্ত ব্রাহ্মণের প্রতি এবং অন্যং জাতি লোকদিগের উপরেও সেই রূপে চলে যেরূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৫ পঞ্চম আইনের অনুসারে সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও উড়িষ্যার মধ্যে ধরণাদায়ক নানা জাতির উপর চালান গিয়াছে। আর এ ধারায় বিশেষিয়া লেখা যাইতেছে যে আদালতসকলের পণ্ডিতগণ উপরের উল্লিখিত দুই আইনের অনুসারে লোকদিগের যে ধরণাদেওয়া প্রতিপন্ন হয় সে ধরণা বস্তুতঃ অপরাধজনক বটে কি না কেবল ইহাই বিবেচিয়া তাহার ব্যবস্থা দিবেন। এবং ধরণাশব্দ শাস্ত্রোক্ত হউক কি না ইহা ধরাটের তাৎপর্য্য না জানিয়া যে ক্রিয়াকে আপামর সাধারণে ধরণা কহে এবং বৃত্তান্তক্রমেও ধরণা বলা যায় তাহাকেই ধরণা গ্রাহ্য করিবেন্। ও জানিবেন যে সে ক্রিয়ার শাস্ত্রোক্ত নাম ধর্ম্ম কি ব্যবহার কি চলনা কি আচরিত ইহার যাহা হউক তাহা অথবা অপর যে কোন শক্তি ও কষাকষি লোকেরা পাওনা টাকা উসুলের জন্যে কি মতান্তরে কিছু লইবার কারণেইবা হাকিমের বিনা আদেশে করে সে শক্ত্যাদি না করিতে পারিবার নিমিত্তে এবং এমত সকল কর্ম্মকরণিয়াদিগের শাস্তির অর্থে উপরের প্রস্তাবিত আইনসকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইতি।

ঐ আইনের এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৫ আইনের অনুসারে পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিবার মতের কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.